



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
February 2017

"মিষ্টি বাচ্চারা - রোজ অমৃতবেলায় জ্ঞান আর যোগের ধূপগুড়ি (ধূপকাঠি) জ্বালাও, তাহলে বিকার রূপী ভূত পালিয়ে যাবে"

প্রশ্ন - এমন কোন্ ভুল তোমাদের ভেতরে অনেক ভূতের প্রবেশকে অনুমতি দেয়?

উত্তর - আমি হলাম আত্মা, এই কথাটি ভুলবার কারণেই অনেক ভূতের প্রবেশ হয় । দেহ অভিমানের ভূত হল সবচেয়ে বড় ভূত, যার পেছনে সব আসতে শুরু করে । এইজন্য যতটা সম্ভব দেহীঅভিমानी হওয়ার (আমি আত্মা) প্র্যাকটিস করার পুরুষার্থ করো ।

গীত -: আজ মানুষ রয়েছে অন্ধকারে.....

ওম শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের এই গীত সম্পর্কে বোঝাচ্ছেন । ভক্ত ভগবানের কাছ থেকে চায় যে ভগবান এসে আমাদের চোখে তাঁর নিজের সাক্ষাৎকার করান। এখন তোমরা বাচ্চারা, নিজেরা বাবার সামনে বসে আছো, তোমাদের চোখ ভগবানকে খুঁজে পেয়েছে। ঈশ্বরকে কিভাবে পাওয়া যায় , সেটা তিনি নিজেই এসে বলে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞান দিয়ে থাকেন । শরীর দ্বারা বোঝান । তোমরা সব আত্মারাও এই শরীর দ্বারা নিজের নিজের পার্ট প্লে করছো, শরীর ছাড়া তো কেউই পার্ট প্লে করতে পারে না । আত্মারাই শরীর দ্বারা পার্ট প্লে করে । শরীরের নাম শুধুমাত্র আলাদা আলাদা রাখা হয় । আত্মা তো সবাই এক সমান হয় । আত্মা নিজে বলে আর বাবাও বোঝান যে আত্মা চুরাশী জন্ম গ্রহণ করে । আত্মা বলে আমরা এক শরীর ত্যাগ করে আরেক শরীর ধারণ করি । এসব কথা তো শরীর বলে না । এবার তোমরা বাচ্চারা তো জানো যে আমরা হলাম আত্মা, শরীর নই । বাবা এসে আমাদের আত্ম অভিমানী তৈরী করেন । এই শরীর দ্বারাই আত্মা সবকিছু করে । শরীরের ভেতরে আত্মা বলে যে আমি এই শরীর দ্বারা চলাফেরা করি । আমি আত্মা জজ, উকিল ইত্যাদি তৈরী হই । আত্মা বলে আমরা এই শরীর দ্বারা রাজযোগ শিখি । তারপর আবার এসে রাজারানীর পোষাক পড়ব । তোমাদের এভাবে আত্ম অভিমানী তৈরী করা হয় । দেহ অভিমানে আসাই হলো এক নস্বর ভুল, যার ফলে ভুলের পর ভুল হতে থাকে । একে দেহ অভিমানের ভূত বলা হয় । প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাঁচটি ভূত অবশ্যই থাকে । ভূতদের তাড়াবার জন্যই ধূপকাঠি জ্বালাতে হবে, এই পাঁচ বিকার রূপী ভূতদের তাড়াবার ধূপকাঠি হলো জ্ঞান আর যোগ । এরা কিন্তু তাড়াতাড়ি পালায় না । তাদের অগ্নিকুন্ডে দিতে হয় কারণ এই পাঁচটি বিকার সবচেয়ে বড় পুরানো শত্রু । বাবা বলেন, বাচ্চারা অর্দ্ধকল্প ধরে , যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিলো, তখন থেকেই তোমাদের মধ্যে এই ভূতের প্রবেশ হয়েছে । ভারতবাসী প্রথম থেকে রাবণকে শত্রু হিসেবে জ্বালিয়ে আসছে । যেহেতু , একবার ভস্ম করা হয়েছিলো সেই কারণে তখন থেকেই নিয়ম হয়ে চলে আসছে । এই সময় তোমরা এই পাঁচ বিকারের ওপর বিজয় লাভ করেছো । অর্দ্ধকল্পের জন্য রাবণকে মারা হয়েছিলো । বাচ্চারা বাবাকে বলে, কখন সে আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে ? বাবা বলেন, অর্দ্ধকল্পের পরে সে আবার জীবন্ত হবে আর নিজের রাজ্য শাসন করবে । মানুষ বলে তারা রামরাজ্য চায় । সুতরাং এখন এটা কার রাজ্য ? এটা রাবণরাজ্য তাইনা ! সত্যযুগে রাবণরাজ্য হবে না, সেখানে হবে রামরাজ্য । আত্মা, রামরাজ্যের পূর্বে রাজারানী কে ছিল ? এটাও কেউ জানে না । তারা রাম নামের কীর্তন করে এবং সেইসঙ্গে তাকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যায় আর কৃষ্ণকে

তার নীচে রাখে । সত্যযুগ সম্বন্ধে মনে হয় তারা কিছুই জানে না । প্রদর্শনীতে তোমরা লিখতে পারো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অশুভ আত্মার প্রবেশ ঘটেছে । যখন তোমরা কমপক্ষে সাতদিন অগ্নিকুন্ডে থাকবে সব অশুভ আত্মা পলায়ন করবে । তাদের জ্ঞান আর যোগের ধূপকাঠি দরকার । সেসব ছাড়া কখনোই মুক্তি জীবন মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় । এই জ্ঞান আর যোগের ইনজেকশন শুধুমাত্র একজন সার্জনের কাছে থাকে । এখন সেই জ্ঞান আত্মারা পাচ্ছে । আত্মা বোঝে যে বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন, অন্য কোনো ভাষায় এমন বলবে না যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়াচ্ছেন । ভগবান নিজেও নিরাকার, সেই কারণে বাচ্চারাও (আত্মারা) নিরাকার । নিরাকার এই সাকার দ্বারা সাকার বাচ্চাদের জ্ঞান দিচ্ছেন । তোমরা এইসব ভালো করে বুঝতে পারছ । কিন্তু চলতে চলতে অনেক বাচ্চারা ভুলে যায় । ভুলবার প্রথম আর প্রাচীন কারণই হলো দেহ অভিমানের ভূত । তাকে তাড়ানোর জন্যই অমৃতবেলাতে পুরুষার্থ করতে হবে । অমৃতবেলায় বাবার স্মরণ ভালো করে হয় । বলা হয়, সিমর সিমর সুখ পাও অর্থাৎ প্রত্যেক মূহর্তে স্মরণ করে সুখের অনুভব করো । নিয়ম হলো অমৃতবেলায় তাঁকে স্মরণ করা । ভক্তরাও সব অমৃতবেলায়ই ভগবানকে স্মরণ করে । প্রভাতে আমার মন রামকে স্মরণ করে...আত্মা বুদ্ধিকে বলে, রামকে স্মরণ করো । ভক্তি মার্গে সহজভাবে একটা শ্লোগান তৈরি করে ; কিন্তু সেটা রিয়ালিটি নয় । তারা বোঝে না যে কাম বিকার হলো ভূত । তোমরা লিখতে পারো, সবার মধ্যে পাঁচ ভূত বর্তমান । প্রথম নশ্বর দেহ অভিমান । সেকেণ্ড মহাশত্রু, কাম । প্রথমদিকে স্কুলে পড়ানো হতো যে তোমরা আত্মা আর এই শরীর পাঁচ তত্ত্বে তৈরী । আত্মা অবিনাশী আর শরীর বিনাশী । এখন আর এই পড়াশোনা কিছু করানো হয়না । তোমাদের বাচ্চাদের এখন পুরো পরিচয় দেওয়া হয় । প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই তোমরা প্রেসিডেন্ট বলবে । প্রাইম মিনিস্টারকে প্রাইম মিনিস্টার । তাদের দুজনের নিজের নিজের অ্যাক্ট আলাদা । ঠিক সেভাবেই পরমপিতা পরমাত্মা, এবং ত্রিমূর্তি তাঁদের নিজের নিজের অ্যাক্ট আলাদা । শিবকে বলা হয় পতিত-পাবন । তিনি ব্রহ্মা দ্বারা পতিতদের পাবন তৈরী করেন আর এটা তাঁর ডিউটি । শিব হলেন উঁচুতম থেকেও উঁচু । শিববাবা কখনো জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না কিন্তু তিনি ব্রহ্মা দ্বারা সার্ভিস করেন । শিববাবা হলেন এভার পিওর (পবিত্রতায় ভরা) । ব্রহ্মা বিষ্ণু পুনর্জন্মের চক্রে আসেন । শিববাবা হলেন করনকরাবনহার (কাগুরী, director) । এই সময় বাবা মিষ্টি ঝাড়ের স্যাপলিং (চারী) লাগাচ্ছেন, যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, তারা সবাই বেরিয়ে আসবে । তাই এতো বোঝানো, নতুন কেউ বুঝবে না । সাতদিনের প্রতিদিন অগ্নিকুন্ডে (যোগ ভাট্টাতে) না থাকলে মুক্তি এবং জীবন মুক্তি কেউই পায় না । তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ এই অশুভ আত্মাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ! বুদ্ধি যখন পবিত্র হয় তখনই জ্ঞান অমৃত বুদ্ধিতে ধরে রাখতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, সত্যিই তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাও । অনেক সময়ে দেহ অভিমানে এসে তোমাদের লাভ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের দিকে টেনে নিয়ে যায় । কারও মোহের ভূত থাকা উচিত নয় । বাবার কত বাচ্চা সেখানে মোহের কোণে কথাই নেই । তোমরা জানো আত্মা কখনও মরে না, মানুষের মৃত্যু ভয় থাকে । আত্মা অবিনাশী আর পরমাত্মাও অবিনাশী । তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না । বাবা বলেন আমি এই শরীরের লোন নিয়ে থাকি । এনার মধ্যে আমি থাকি তাই এনার অনেক লাভ হয় । ওনার আয়ু বেড়ে যায় আর সুন্দর হয়ে যান । এনার সব দুর্বলতা শেষ করে সম্পূর্ণরূপে আবার নতুন তৈরী করি । বাবা তো হনই সুখদাতা । ইনি বাবার জন্যই যোগ শেখেন এবং এই কারণে সুস্থ হয়ে যান । কাউকে গালি দেওয়া, রাগ করা এসব হলো আসুরী স্বভাব । সত্যযুগে অপমানকর কিছু হয় না । নামই কত সুন্দর, ফার্স্ট ক্লাস - হেভেন (স্বর্গ) , বৈকুণ্ঠ, প্যারাডাইস । ক্রাইস্ট-এর তিন হাজার বছর আগে

ভারত প্যারাডাইস ছিল । সেই হিসেব অনুযায়ী এখন পাঁচ হাজার বছর হয়েছে । এই সত্য জ্ঞান আর সত্য নারায়ণের কথা কত সহজ । আমরা এখন নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কথা রাজযোগ দ্বারা শুনি । এখানকার কথাগুলোই আবার ভক্তি মার্গে চলে যায় । আশ্চর্যের ব্যাপার তাই না ! ভারতবাসীরা জানে না যে লক্ষ্মী নারায়ণই রাধাকৃষ্ণ ছিল, এইজন্য আমরা এই চিত্র বানাই যাতে মানুষরা বোঝে । তোমাদের বাচ্চাদের সেন্টার ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে । অনেকেই চায় একটা সেন্টার খুলতে । যাচাই করে তোমাদের দেখা উচিত কতজন মানুষ এই পড়াশোনা করতে চায় । স্কুলে স্টুডেন্ট থাকতে হবে । প্রথমে দুজন চারজন আসবে , পরে বেশী হতে থাকবে । গলিতে গলিতে মন্দির, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে । এক দুজনকে দেখে অনেকেই এসে পড়ে । সেন্টার খোলার জন্য উপযোগী জায়গা হতে হবে । খুলতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বিকারের কারণে অনেক বিঘ্ন উত্পন্ন হয়। আমরা তো শুধু মাত্র গীতা পাঠ করে শোনাই । যুদ্ধের শুরু হয়েছিলো বিকারের কারণেই । তারা বিশ্বাস করে যদি তারা এখানে আসে তারা এক পেয়ালা বিষও পাবে না । মীরার ইতিহাস এর ওপরে ভিত্তি করে হয়েছে । সেরকম তো অনেক কন্যা আর বালক ব্রহ্মচারী থাকে , তাদের তো কেউ কিছু বলে না । তারা পূর্ব কল্পেও অপমানিত হয়েছিলো, এইসব হতেই হয় । অনেকে তো পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে আবার পরাজিতও হয় । প্রত্যেক চক্রে এটা হলো একটা লটারি । যাচাই করা হয় , কতদূর পর্যন্ত বরসা নিতে পারো, যেমন পারবে কল্পে কল্পে সেই একই বরসা নিতে থাকবে । কখনও আবার চাহিদা পুরো না হওয়ার কারণে ক্রোধের বশে হাঙ্গামাও করে । অনেক কষ্ট দেওয়া হয় , মারধোর করা হয় , তারপর যখন বুঝতে পারে তখন ক্ষমা চাইতে থাকে । যারা তোমাদের বদনাম করে তাদের নৈতিক উন্নতিসাধন করো । তারা বলবে , আচ্ছা আবার পুরুষার্থ করো । যারা তোমাদের বদনাম করে তাদের উন্নীত করা অনেক ভালো । দয়ালু হতে হবে । প্রথম প্রথম আত্ম অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয় । দেহ অভিমানী হলে বাবাকে তোমরা ভুলে যাও আর ভুল হতে থাকে । তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের আচার আচরণ দেখে বোঝা যায় । মুখ থেকে সবসময়ই রত্ন অর্থাৎ ভালো শব্দ বেরোনো উচিত , পাথর নয় । আগে তো পাথর অর্থাৎ কটু শব্দ বের হতো । এখন রত্ন বের হওয়া দরকার । তোমাদের নামই হলো রূপ বসন্ত । বাবাও হলেন রূপ বসন্ত । জ্ঞানের সাগর আর ওঁনার রূপও জ্যোতির্লিঙ্গম দেখানো হয়েছে , কিন্তু তিনি হলেন স্টার (তারার মত ছোট বিন্দু) । পূজার জন্য বড় রূপ করা হয়েছে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ ভরা নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) প্রথম প্রথম আত্ম অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে । দেহ অভিমানে কখনও আসবে না । দয়াবান হও এবং যারা তোমাদের বদনাম করে তাদের উন্নীত করো ।

২) ভূতদের (বিকারকে) সরাবার জন্য বিশেষ ভাবে স্মরণের পুরুষার্থ করতে হবে । মিষ্টি মধুর বৃক্ষের স্যাপলিং (চারা) লাগাতে বাবার মদদগার (সাহায্যকারী) হতে হবে ।

বরদান --: অকাল তথতে বসে কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম সম্পাদনকারী কর্মযোগী ভব!

কর্মযোগী তারা হয় , যারা অকাল তখতনশীন অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী আর বাবার রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হয় । যারা সবসময় অকাল তখতে বসে কর্ম করে অর্থাৎ কাজ করতে করতে বাবাকে স্মরণ করে যারা , তাদের কর্ম শ্রেষ্ঠ হয় কারণ সব কর্মেন্দ্রীয় (Law and order) নিয়মানুসারে চলে । যখন কেউ তখতে না থাকে, তখন তারা নিয়মানুসারে চলতে পারে না । তাই তখতনশীন আত্মা সবসময়ই যথার্থ কর্ম আর যথার্থ কর্মের প্রত্যক্ষ ফল খাওয়ার যোগ্য হয় । তারা খুশী আর শক্তি দুটোই প্রাপ্ত করে ।

স্লোগান -- ব্রহ্মাবাবা তাদের ভালবাসেন যাদের ব্রাহ্মণ কালচারের প্রতি ভালোবাসা আছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মারূপী প্রদীপে যোগরূপী ঘী ঢাললেই আত্মা শক্তিশালী হবে।"

প্রশ্ন :- আত্মারূপী ব্যাটারীতে শক্তি ভরার আধার কি ?

উত্তর :- আত্মারূপী ব্যাটারীতে শক্তি ভরার জন্য বুদ্ধিযোগের বল দরকার। যদি বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করতে পারো, তবেই আত্মারূপী ব্যাটারী শক্তিতে ভরপুর হবে। যতক্ষণ না ব্যাটারীতে শক্তি আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের সঠিক ধারণাও আসে না। আত্মাতে সম্পূর্ণ ভরপুর আলো আসতে সময় অবশ্য লাগে, কিন্তু স্মরণের যাত্রায় থাকতে থাকতে তা সম্পূর্ণ আলোতেই ভরপুর হয়ে যায়।

*গীত : রাত কে রাহী থক মত জানা।

(নিশীথ রাতের যাত্রীরা, এই যাত্রাপথে তোমাদের থেমে গেলে চলবে না।)*

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা, গীত শুনে তার অর্থও তো বুঝলে তোমরা -- আর সেই দিনের আলোর দিশার উদ্দেশ্যেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করে যাচ্ছ। তখন সেই নতুন দুনিয়া হবে আলোয় আলোকিত দুনিয়া। যেখানে বর্তমানের এই দুনিয়া কেবলই অন্ধকারময়। যা এটা এখন ব্রহ্মার ঘোর অন্ধকার রাত। তাই তোমরা এই জ্ঞানে এখন দিনের আলোর দিশার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। বাবা বাচ্চাদের বলছেন, বুদ্ধির এই যোগ লাগাতে লাগাতে তোমরা ক্লান্তি অনুভব করো না যেন। যত বেশী যোগের সংযোগ ঘটতে পারবে, ততই আলোর দিশা পেতে থাকবে। আত্মারূপী প্রদীপের জ্যোতি যে এখন স্তব্ধ হয়ে আছে। যা কখনও কখনও দেখা যায় সামান্যই। বিদ্যুতের আলো তো ফট করে জ্বলে ওঠে, যখন তাতে কারেন্টের সঞ্চার হয়। কিন্তু আত্মাতে ভরপুর আলো আসতে সময় লাগে। একসময়ে অবশ্য তা পূর্ণ হয়েই যায়। তাই যোগের যাত্রায় সেভাবেই লেগে থাকতে হবে। যেমন, মোটর-গাড়ীর ব্যাটারীকে সারা রাত চার্জে রেখে, তাকে পুরো শক্তিশালী করা হয়। তেমনি আমাদের শরীরটাও একটা মোটর গাড়ী। যার ঘী-রূপী শক্তি প্রায় শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ ক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। বাবাকে তো পাওয়ারফুল (অসীম শক্তিশালী) সর্বশক্তিমান বলা হয় - তাই না ? কিন্তু এই ব্যাটারীতে বুদ্ধির যোগবল ছাড়া তাতে শক্তি সঞ্চার হতে পারে না। আর সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগের সংযোগেই সেই ব্যাটারীতে শক্তির যোগান হয়। এই ব্যাটারীকে শক্তিশালী না করতে পারলে জ্ঞানকেও ধারণ করা যায় না। তাই বারে বারে বাবা বলতে থাকেন, ওনাকে স্মরণ করে ওনার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নাও। *'মনমনাভব'-কত সহজ পদ্ধতি এটা। জাগতিক মানুষেরা তো রাম-রাম জপ করতে থাকে, আর রাম-রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু, এভাবে কেবল মাত্র রাম-রাম জপ করলে, তাতে কি আর রাম-রাজ্য আসবে। এভাবে গঙ্গার কিনারায় বসে, রাম-রাম জপ তো কত জন্ম-জন্মান্তর ধরেই করে আসছো। কিন্তু এটাই তো কারও জানা নাই যে, প্রকৃত অর্থে রাম-রাজ্য কাকে বলা হয়। রাম-ই তো সেই রাম-রাজ্য বানাবে অবশ্যই। অন্যদের বুদ্ধিতে তো সীতা-রামের রাজত্বকাল এখনই। কিন্তু বাস্তবে সেই রাম-রাজ্য এমনই ছিল যে, রাম সেখানে কোনও বিশ্রামই পেতো না। যেখানে রাম রাজা, তারই স্ত্রী চুরি হয়ে যায়, তবে সাধারণ প্রজাদের, না জানি তাদের কি করুণ অবস্থাই না হবে। যেখানে বর্তমানের এই অনাসৃষ্টি জগতের লোকদের ক্ষেত্রেও তা

হয় না। এসব কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝেই, রাম-সীতাকে নিয়ে লোকেরা কত কিছুই না বলে থাকে। এইসব ব্যাপরগুলিকে অনুধাবন করা উচিত। বাস্তবে রাম বলা হয়ে থাকে - পরমপিতা পরমাত্মাকে। সেভাবে ওঁনাকে মাতা-পিতা রূপে গুণ-গান ও কীর্তন করার রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্তু, কে সেই মাতা-পিতা, যার জন্য এভাবে গুণ-কীর্তন করা হয় ? মাতা-পিতা তো আমাদের লৌকিক মাতা-পিতাও আছে। তাদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের মহিমা ও গুণ-কীর্তন কেউ করবো না অবশ্যই। অন্যদিকে আবার পরমপিতা যখন আছেন তো সেক্ষেত্রে মাতারও উপস্থিতিও তো অবশ্যই থাকবে। তাই তো পরমাত্মাকে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে - পারলৌকিক মাতা-পিতা। যখন জানতে চাইবে এই দুনিয়ার সৃষ্টি-কর্তা কে ? তৎক্ষণাৎ সবাই একবাক্যে উত্তর দেবে - 'গড়-ফাদার' (ঈশ্বরীয়-পিতা)। এতেই তো প্রমাণ হয়, উঁনি-ই মাতা-পিতা। কেবল মাত্র এই সময়কালেই (সঙ্গমযুগে) দুই মাতা-পিতার পরিচয় থাকে। সত্যযুগে তো কেবল এক মাতা-পিতারই পরিচয় থাকে, কেবল যারা লৌকিক মাতা-পিতা। বর্তমান সঙ্গম সময়ে যেমন লৌকিক মাতা-পিতাও থাকে, তেমনি পরমাত্মার উদ্দেশ্যেও বলা হয়, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা। এই সঙ্গম সময়েই সেই পারলৌকিক বাবার থেকেই আমরা বিপুল সুখের খাজানা পেয়ে থাকি। তারপরে আবার সেই এক মাতা-পিতার পরিচয় থাকে আমাদের। পারলৌকিক মাতা-পিতার থেকে যে আশীর্বাদী-বর্ষা প্রালব্ধ হয়ে থাকে, সত্যযুগে তারই কারণে বিপুল সুখ পেয়ে থাকি। তাই তো সেই মাতা-পিতার (পরমাত্মার) মহিমা এভাবে গুণ-কীর্তন করে থাকি আমরা। তবুও যে কেন আত্মা বাচ্চারা এমন পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায় ? বাচ্চারা তোমাদের তো উচিত, সবাইকে এমন বাবার পরিচয় এভাবে জানানো যে, বাবা স্বয়ং এখন এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সর্বদা এভাবেই বলতে হবে - শিববাবা বলছেন, ব্রহ্মাবাবা বলছেন। প্রজাপিতা তো কেবল নামের কারণে। মূল কথা, শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবা। একজন বাবা হলেন লৌকিক পিতা, অপরজন হলেন পারলৌকিক পরমপিতা। তিনিই (পরমাত্মা) আবার মাতা-পিতা কিভাবে হন - তা অতি রহস্যের ব্যাপার। জ্ঞানের পাঠ নিতে নতুন কেউ এলে প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করে জানতে চাও যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তার কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা (ব্রহ্মা) তোমার কে হয় ? জগদদ্ভ্যাস্থা যেমন গুপ্ত, তেমনি ব্রহ্মাও তো গুপ্ত থাকবে অবশ্যই। এই ব্রহ্মাই আবার আমাদের বড়-মা। লৌকিক পিতার নাম-রূপ, দেশ-কাল সবাই জানতে পারে। ঠিক তেমনি ভাবে তোমরাও পারলৌকিক মাতা-পিতার নাম-রূপ, দেশ-কাল, কর্ম-কর্তব্যও তাদেরকে জানাও। ইনি (ব্রহ্মা) তো মাম্মারও মাম্মা অর্থাৎ বড়-মা। আর সেই বড়-মার দ্বারাই যখন বাচ্চাদেরকে পোষ্য নেওয়া হয়, তখন তো উনি মাতা-পিতা একজনই অর্থাৎ একত্রে যুক্ত হয়ে যান। এনাকেই (ব্রহ্মাকেই) মাতা-পিতা অথবা বাপদাদাও বলা হয়। এগুলি বোঝাবার জন্য যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যেরও প্রয়োজন। বড় কোনও বোর্ডে লেখা দরকার যে, যদিও নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে সবাই স্মরণ করে থাকে, কিন্তু তারা এটাই জানে না যে, উঁনি আবার মাতা-পিতা হন কি প্রকারে। জাগতিক মানুষেরা বুদ্ধি খরচ করে এটুকুও ভেবে পায় না যেহেতু এই সম্বন্ধটা একটা বিচিত্র সম্বন্ধ। তাই বাবা স্বয়ং এসে তা জানিয়ে দেন। আত্মারাই ওঁনাকে বলে, হে পরমপিতা পরমাত্মা। *এই পরমাত্মাও কিন্তু আত্মা কিন্তু উনি সুপ্রীম বা সর্বোচ্চ। সুপ্রীম অর্থাৎ পরম্। উনি পরমধামের নিবাসী। উনি নিজে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না। উনি ধরায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদেরকে পতিতদের জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট থেকে নিস্তার দেন। কিন্তু পবিত্র-পাবনদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে সরান না। পতিত আত্মাদেরকেই পবিত্র আত্মায় পরিণত করেন। তাই তো ওঁনাকে পতিত পাবন বলা হয়।* জাগতিক মানুষেরা তো রাম-সীতার প্রকৃত অর্থটাই জানে না। বাস্তবে ভক্তি-মার্গের সবাই সীতা (আত্মা)। তাই তারা (আত্মারা) স্মরণ করে সেই একই পরমাত্মাকে। বাবা

বলছেন- বাচ্চারা, বর্তমান সময়কালে সমস্ত দুনিয়াটাই তো রাবণের রাজ্য। যা শুধু সেই শ্রীলঙ্কাতেই নয়। তাই তো রাবণের পুত্রলিকাকে এখানেই পোঁড়ানো হয়। আর শ্রীলঙ্কা কিন্তু আমাদের হিন্দুস্তানের মধ্যে নয়। তা তো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পৃথক থণ্ড (দেশ)। আর বর্তমানে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই রাবণের শাসনে বাঁধা পড়ে আছে। তাই পুরো দুনিয়াটাই রাবণের রাজ্য। যেমন প্রথম অর্ধ-কল্প থাকে রামের রাজ্য, যা ব্রহ্মার দিন - তেমনি বাকী অর্ধ-কল্প হয় রাবণের রাজত্ব, যা ব্রহ্মার রাত। এইসব যুক্তিগুলি তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে অবশ্যই। আর জ্ঞানের দ্বারা এই বর্তমান সময়েই তোমরা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছো। যে সম্পূর্ণ রূপে রাবণকে (বিকারকে) বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে, সে হতে পারবে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী। যেমন, সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজ্য-ভাগ্য পেয়েছিল। তাঁদের সেই স্বর্গ-রাজ্য ভোগের সুখ কার দ্বারা এবং কিভাবেই বা তা প্রালব্ধ করেছিলেন! সত্যযুগে সংখ্যায় অনেক কম মানুষই থাকে। আনুমানিক যা ৯-লাখের কাছাকাছি হবে। যমুনা নদীর কিনারেই (স্বর্গের) সেই রাজধানী স্থাপিত হবে। বিকারের নাম-গন্ধও থাকে না সেখানে। সেই দুনিয়াকে বলা-ই হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যোগবলের শক্তির সাহায্যেই তখন বাচ্চা জন্ম হয়। কাল্লা-কাঁটি, ঝগড়া-ঝাঁটি, মার-পিট - এসব কিছুই ঘটে না সেখানে। কিন্তু শুরুতেই এসব কথা বলার প্রয়োজন নেই। প্রথমে এই বিষয়ের উত্থাপন করবে যে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এবং আমরা আত্মারাও একই পরলোক থেকেই আসি এখানে। এর পরেই জানতে চাও, সেই পারলৌকিক পরমপিতার সাথে তোমাদের তবে কি সম্বন্ধ হবে ? কি সুন্দর যুক্তি এটা! বাবার সাথে যে সম্বন্ধ, প্রথমে তা বুঝিয়ে, তারপর মা-এর সম্বন্ধের ব্যাপারটা বোঝাও, আর তারপরে আশীর্বাদী-বর্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করো। সাথে এও জানাবে, এক ও একমাত্র 'আল্ফ'-কে বা পরমাত্মাকে ভোলা মানে, সবকিছুকেই ভুলে যাওয়া। রাবণের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে, সেই আল্ফকেই ভুলিয়ে দেবার। কিন্তু শেষ কালে সেই আল্ফ-এর সাহায্যেই আমরা রাবণের উপর বিজয় পাই। এ রকম বোঝাবার পয়েন্টস্ তো অনেকই আছে। প্রদর্শনীগুলিতে মূখ্য উদ্দেশ্য রাখবে অল্ফ বা পরমাত্মার পরিচয় দেওয়ার। আর অল্ফ অর্থাৎ পরমাত্মার পরেই আসে 'বে' অর্থাৎ আত্মার কথা। পরমাত্মাকে না জানতে পারলে তো কিছুই জানতে পারবে না আত্মা। তাতে যতই না কেন তোমরা তা জানার জন্য মাথা ঠোঁকো। পরমপিতার অস্তিত্ব আছে বলেই তো ওঁনার আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকি আমরা। বাবার সেই বর্ষার অধিকারী একবার হতে পারলেই, লাগাতর বর্ষা পেতেই থাকে। ত্রিমূর্তি (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর) -এর বিষয়ে বোঝানো তো খুবই সহজ ব্যাপার। তা এমন হবে, চিত্রের উপরিভাগে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, তার নীচে লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্ষা প্রাপ্ত করে অর্থাৎ তখন তা বিষ্ণুরূপে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তো বাবা বলছেন, ওঁনাকেই স্মরণ করতে, যার ফল-স্বরূপ তোমরাও সেই বর্ষার অধিকারী হতে পারবে। তখন কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে বলেন, বাবা আপনি তো নিরাকার, আপনি তবে কিভাবে সেই বর্ষা দিয়ে থাকেন ? উত্তরে পরমাত্মা জানান - "বাচ্চারা, আমি এই ব্রহ্মার দ্বারাই তা করে থাকি।" কেউ যখন জ্ঞান জানতে আসবে, তাকে এইভাবেই তা বোঝাবে। মূল কথাই হলো ত্রিমূর্তির। এই ত্রিমূর্তি ছাড়া ব্রহ্মার কোনও অর্থই দাঁড়ায় না। এইভাবে বোঝাতে হবে - যিনি শিববাবা তিনি নিরাকার। ওঁনাকেই আবার জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আর আশীর্বাদী-বর্ষা ওঁনারই। কিন্তু নিরাকার বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্ষা লক্ষ্মী-নারায়ণ পাবেই বা কি প্রকারে, কোথেকেই বা আসবে তা ? এখানে কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে বিষ্ণু-কুমার বলে পরিচয় দাও না। যেহেতু তোমরা বি. কে. অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার। ব্রহ্মাপুরী এই মনুষ্য-জগতকেই বলা হয়। যেখানে বিশেষ গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয়। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশেও এরকম এক ব্রহ্মাপুরী ছিল। কিন্তু এসব কথা বোঝাচ্ছেন কে ? শিববাবা সর্বদাই দাদা

ব্রহ্মার সাথে কস্মাইন্ড (যুক্ত) হয়েই এসব যা কিছু বলে থাকেন, তাই সেক্ষেত্রে 'বাপদাদা' বলা হয়ে থাকে। তাই কখনও বাবা, কখনও দাদা -তা বলেন। যেহেতু দুটো আত্মাকেই একটা মুখ দিয়ে কথা বলতে হয়। সেক্ষেত্রে যখন যে মুখের প্রয়োজন হয়, তাকেই ব্যবহার করা হয়। যদিও এর বাঁধা-ধরা কোনও নিয়ম নেই। অতএব, সর্ব প্রথমেই এই বিষয়ের পাক্ষা ধারণা করানো উচিত যে, জ্ঞানের সাগর বাবা-ই (শিববাবা) প্রকৃত গীতার ভগবান। উনি আরও জানাচ্ছেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা তো সৃষ্টি-বতনবাসী দেবতা। এই ব্রহ্মা প্রথমে মানুষ রূপেই থাকেন। কিন্তু, যখন উনি সম্পূর্ণতা লাভ করেন, তখন ওঁনার দেবত্ব লাভ হয়। তপস্যার দ্বারা উনি দেবতায় পরিণত হন। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদেরও ভগবান সেই জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে থাকেন সেই ব্রহ্মার দ্বারাই। চিত্রের দ্বারা খুব সুন্দর রীতিতে তা বোঝাতে হবে অন্যদেরকে। এভাবে বোঝানো তো খুবই সহজ ব্যাপার। শিববাবাই বা কে, আর তার আশীর্বাদী-বর্সাই বা কি ? যেহেতু শিববাবা নিরাকার, তাই ব্রহ্মার দ্বারা উনি এই পাঠ পড়ান। আবার এই ব্রহ্মার দ্বারাই উনি স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করান। তাই এই সঙ্গম সময়ে অবশ্যই রাজযোগ শিখতে হবে- দেবতা হতে চাইলে। তবেই তো সেই আত্মাদের শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরীতে স্থান হবে। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি অতি প্রিয় হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণে ভালবাসা আর গুড়-মর্নিং। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অল্ফ (পরমাত্মা) -কে স্মরণের দ্বারা রাবণ-মায়ার উপর বিজয় পেতে হবে। সবাইকে অল্ফ-এর পরিচয় জানাতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রায় ক্লান্ত হলে চলবে না। নিজের আত্মারূপী ব্যাটারীকে চার্জ (শক্তি ভরার জন্য) করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- নিজের কর্ম-কর্তব্যের(অক্যুপেশন) স্মৃতির দ্বারা মনকে সংযত রেখে, রাজযোগী ভব

বিস্তার :- অমৃতবেলা এবং সারাদিনই মাঝে মাঝে নিজের কর্ম-কর্তব্যকে স্মৃতিতে এনে ভাববে, আমি রাজযোগী। তারপর রাজযোগীর আসনে (সেট) স্থির হয়ে থাকো। রাজযোগী অর্থাৎ স্বয়ং রাজা। যার নিজের পরিচালনা ও শাসন ক্ষমতা থাকে। যে মুহূর্ত মাত্র সময়েই নিজের মনকে সংযত ও পরিচালনা করতে পারে। এই ধরনের যোগী কখনও নিজের সংকল্প, বাক্য আর কর্মকে ব্যর্থ বা নষ্ট হতে দেয় না। এই আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যদি তা ব্যর্থ পর্যবেশিত হয়, তবে তাকে জ্ঞান-সম্পন্ন বা স্বয়ং রাজা বলা যায় না।

স্নোগান :- স্ব (নিজের)-এর উপর রাজ্য করার অধিকারী আত্মাই প্রকৃত স্ব-রাজ্যের অধিকারী।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গমযুগে বাবা এসেছেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে অন্তর হৃদয় থেকে আর মন প্রাণ দিয়ে সেবা করার জন্য, এখন এই ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে - তোমাদের সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে "

*প্রশ্ন :- এখন বাচ্চারা তোমাদের কর্মাজীত অবস্থা হতে পারবে না, অন্তিম কালেই হবে -- কেন?

উত্তর :- কেননা তুমি আত্মা যখন কর্মাজীত অবস্থায় পৌছবে তখন তোমাদের শরীর পবিত্র তত্ত্ব দিয়ে তৈরি হওয়া দরকার । এখন তো এই পাঁচ তত্ত্ব পতিত হয়ে গেছে । যখন তত্ত্ব সব পবিত্র হবে তখনই কর্মাজীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে । বাচ্চারা তোমরা যখন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন এখানে থাকাও সম্ভব হবে না । পবিত্র হলে পরেই পবিত্র দুনিয়ার শরীর চাই, এই জন্য তোমরা এখন হাফ কাস্ট আছো, অন্তিমে তোমাদের বুদ্ধি পুরোপুরি স্থির হয়ে যাবে, তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে , আর তোমাদের কর্মাজীত অবস্থা পেয়ে যাবে ।

গান :- ওগো দূরদেশের নিবাসী

ওম শান্তি । দূর দেশের নিবাসী মুসাফির, যে মুসাফিরকে মনুষ্যমাত্র অথবা জীব আত্মা স্মরণ করে থাকে নিশ্চয়ই । বাস্তবে কিন্তু সব জীব আত্মা কিন্তু মুসাফির । যেমন বাবাকে পরমধাম থেকে আসতে হয় তেমনি বাচ্চারা তোমরাও পরমধাম থেকে এসেছো — এই পার্ট অভিনয় করতে । আমাকে তো সমস্ত কল্পে একবারই আসতে হয় । এই জন্য আমাকে বলা হয় "রিইনকারনেশান " তোমরা একবার এখানে আসো আর পুনর্জন্ম নিতে থাকো । আমি একবারই বাচ্চাদেরকে মনে প্রাণে, আদর ও প্রেম দিয়ে সেবা করতে আসি । সব বাচ্চারাই তো বাবার খুব প্রিয়, তাই না । এমন কোনো পিতা নেই যে নিজের বাচ্চাদের ভালোবাসে না । বাচ্চাদের তো বাবার থেকেই বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় । উনি হলেন হৃদের বাবা আর ইনি হলেন বেহৃদের বাবা । এটা তো কেউ জানে না যে বাবা কবে আসবেন । বাবা বলছেন যে মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তো ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে এখন ঘরে ফেরত যেতে হবে । পথ তো কেউ জানে না । খালি বলে দেয় যে বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে, পার নির্বাণ হয়ে গেছে । তোমরা তো এখন জানো যে মধ্যখান থেকে কেউ ফেরত যেতে পারবে না । যখন সবার পার্ট সম্পূর্ণ হবে তখন বাবাকে আসতে হবে । তোমরা এখন জানো যে, আমরা সব আত্মারা যখন শরীরে আছি তো শারীরিক সম্পর্কে সবাই ভাই বোন হয়ে আছি । প্রত্যেককে নিজের নিজের পার্ট পুরো করতে হবে । তারপর সবাইকে নিজের নিজের সময় অনুযায়ী পার্ট রিপিট করতে হবে । বাবাকে সবাই স্মরণ করে, বলে হে! পতিত পাবন আসুন, হে! সীতা, হে! রাম আসুন । এক রাম, এক সীতার জন্য থোড়াই আসবে । সমস্ত সীতার জন্য একই রাম আছেন । সমস্ত বাচ্চারা স্মরণ করে, ভক্তি করে । এই ড্রামা পাঁচ হাজার বছরের । বাবা বলেন - তোমরা নিজেদের জন্ম জানো না, আমি জানি । লাখো বর্ষের কথা তো কেউ বলতে পারবে না । প্রধান এবং প্রথম কথা হলো যে গীতার ভগবান কে? ড্রামা অনুযায়ী সব ভুলছো , তাই তো বাবা এসেছেন । কেবলমাত্র গীতা পড়লেই কিছু হবে না । বাবা স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখান

আমাদের । বাবা বলেন যে এই যে নতুন নতুন কথা তোমাদের শুনিয়ে থাকি, সেই সমস্ত প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে । এই পরম্পরা চলে না । আরো যারা আসে ওদের জ্ঞান তো অন্তিম অবধি চলবে । এক দুইজনকে শুনিয়ে থাকি । এখানে তো না কেউ শুনবে , আর না শোনার মতো থাকবে । সবাই চলে যাবে । ওখানে তো এটাও কেউ জানে না যে আমরা ১৬ কলা সম্পন্ন । ওটা তো প্রালঙ্ । ১৬ কলা থেকে আবার ১৪ কলা হবে -

এটা জানা থাকলে তো রাজা হবার আনন্দ চলে যাবে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে - উঁচু থেকে উঁচু ধর্ম শাস্ত্র আগে থাকা উচিত । দেবী দেবতার ধর্ম ধর্ম স্থাপনকারীদের ভুলে গেছে। যত না গীতার মহিমা তার থেকেও বেশি যে জ্ঞান শোনায় তার মহিমা বেশি । আর কোনো ধর্ম স্থাপনকারীদের ভগবান বলা যায় না । ভগবান তো একই নিরাকার হন, বাদবাকি সব সাকার । মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীমত ভগবদ গীতা । উনি সবার সদগতি দাতা । এই সময় সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে, মৃত্যুমুখী হয়ে আছে । এবার বাবা এসে সবাইকে জাগৃত করেন। এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে । সরষের মতন সব পিষে যাবে । সত্যযুগে খুব ছোটো দৈবি ঝড় হবে । ভগবানকে সবাই স্মরণ করে, হে! ভগবান, হে! সত্যখন্ড স্থাপনকারী..... কিন্তু কবে আসবেন ? শাস্ত্রে তো লাখো বর্ষের কথা লিখে দেয়া হয় । এটাকেই অন্ধবিশ্বাস বলা হয় । এখন তো তোমরা জানো যে আমাদের বাবা জ্ঞানের সাগর । দ্বিতীয় কেউ জ্ঞানের সাগর হতে পারে না । জ্ঞানের সাগর বাবা দূরদেশের থেকে আমাদের কাছে আসেন । আমরা সব অন্ধকারে ডুবে ছিলাম । জানতাম না যে ড্রামাতে আমরা সবাই অভিনেতা হিসেবে আছি ।

উঁচু থেকে উঁচু কে, এটা জানা দরকার । কেবলমাত্র উনি সর্বব্যাপী, এই জ্ঞান হয়ে গেলেই কি হবে ! যদি সর্বব্যাপী হয় তাহলে তো ভক্তিও করতে পারবে না । এটাকেই বলা হয় অজ্ঞানতা । এখন তোমরা সব জানো যে সবার সদগতি দাতা হলেন বাবা । ওনার নামই হলো পরমপিতা পরমাত্মা শিব । উনি পিতারও পিতা । জন্ম জন্মান্তর ধরে লৌকিক পিতা পেয়ে আসছে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা তারপর নম্বর অনুযায়ী সব আসবে । প্রথমে তো দেবি দেবতারা ধাপে ধাপে নামবেন । এখন সেই রচনা বাবার দ্বারা রচিত হচ্ছে । ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণেরা কেমন রচিত হবেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আয়ডন্ট করা হয় । বাচ্চারা বলে বাবা আমরা আপনার ছিলাম, এখনও আপনার আছি । প্রথমে তো আমরা সত্যযুগে এসেছিলাম।

এই সময় তোমরা হাফ কাষ্ট হয়ে আছো । শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হচ্ছে। সম্পূর্ণ পবিত্র, কর্মাতীত পরে হবে । পরে বুদ্ধিযোগ একদম ঠিকঠাক হয়ে যাবে আর বিকর্ম সব ভুল হয়ে যাবে । তাসত্ত্বেও এখানে কেউ তোমাদের কেউ পবিত্র বলবে না কেননা এখন এই শরীর পতিত হয়ে আছি । এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে। তারপর সত্যযুগে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে । সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেলে এখানে আর থাকতে পারবে না । যখন আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে । তাহলে তো পাঁচ তত্ত্ব পবিত্র হয়ে যাবে । এখন বাচ্চারা তোমরা সঙ্গমে উপস্থিত আছো । সত্যিকারের কুস্ত্র মেলা এটাই । গঙ্গা জলে গমন -- এই হলো ভক্তি মার্গ । সন্ন্যাসীরা স্নান করতে যান -- তারপরও বলেন আত্মা নির্লিপ্ত থাকে । বাবা বলেন ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক কিছু শুনছো । এখন বিচার বিবেচনা করো যে সঠিক কোনটা । এই হলো

অমর কথা যার দ্বারা তোমরা অমরপুরীর মালিক হতে পারো, তোমাদের কখনো কাল গ্রাস করতে পারবে না । ওখানে কখনো এমন বলা হবে না যে ওমূকের মৃত্যু হয়েছে । এখানে তো কত মৃত্যুর ভয় থাকে । ওখানে কেবল পোষাক বদলানো হয় । ভারতের মহিমা খুব উচ্চ । যতটা বাবার মহিমা ততটাই ভারতের মহিমা । ভারতে এখনও পর্যন্ত অনেক মন্দির বানানো হচ্ছে । এই সব কথা পরমপ্রিয় বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । এরা তো আমারই সন্তান । কিন্তু তোমরাও পরমপ্রিয় হয়ে যাও । লক্ষী নারায়ণ না জানি কত দিন ধরে রাজত্ব করে গেছেন । রাধে কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করা হয় । লক্ষী নারায়ণের কথা কিছু জানা নেই । রামকে ত্রেতাতে দেখানো হয়েছে । কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখানো হয়েছে । রাধে কৃষ্ণ আছেন সত্যযুগে । এই সব তোমরা তো জানোই । সমস্ত ধর্ম কেমন ভাবে রিপোর্ট হবে, ওমূক ধর্ম সংস্থাপক কবে আসবেন । তারা ভাবে ধর্ম স্থাপন করে ফেরত চলে যাবেন । আরে! তাহলে পালন কে করবেন ! প্রত্যেক মানুষ রচনা রচিত করে পালন করে । বিনাশ করে না । হদের রচনা কারী বাবা অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ দিতে পারেন । কারোর যদি সন্তান না হয় তাহলে বলবে যে আমাদের কুলের বৃদ্ধি কেমন করে হবে । বাবা বলেন এই সময় সবাই পতিত ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । একটা গান আছে - বলা হয় ভারতের কি হাল হয়েছে । তারপর অন্য গানে আছে যে আমাদের ভারত সবথেকে উঁচুতে আছে । এখন কি উঁচুতে আছে ? না । এখন তো একদমই পতিত হয়ে গেছে । বাবা বলেন বাচ্চারা ধৈর্য ধরো, এটাও একটা নাটক । এখন দুঃখের দিন শেষ হয়ে সুখের দিন আগত । এই নরককে স্বর্গে পরিণত করতে পরমধাম নিবাসী বাবা নিজের দেশকে পর করে এখানে আসেন । বাবা বলেন এই হলো আমার জন্ম স্থান । নাহলে তো কেউ বলো যে নিরাকার বাবা কোথায় এসেছেন, কোন শরীরে এসেছেন ? কখন এসেছেন ? কি করতে এসেছেন ? কেউ বলতে পারবে না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা কেমন করে এসে পতিতদের পবিত্র বানান । বাবা বলেন বাচ্চারা এছাড়া আমার কাছে আর কোন উপশমের উপায় নেই । প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমাকে পতিত পাবন বলো, সর্বশক্তিমান বলো । এখন তোমাদের শক্তি চাই পাঁচ বিকার জয় করার জন্য । হিংস্র লড়াই এখানকার জন্য নয় । এ হলো গুপ্ত । কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো । একে বলা হয় অজপাজপ । এখন সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবাইকে ফেরত যেতে হবে । সেটা হলো শান্তিধাম । ওখান থেকে অটোমেটিক তোমরা সুখধামে চলে যাবে । শান্তি তোমাদের স্বধর্ম । এমনিতে তো এই রাবণ রাজ্যে শান্তি পাওয়া যায় না । বাকি অল্প সময়ের জন্য চাইলে পরে অশরীরী হয়ে বসে থাকতে পারো । শান্তি তো সবারই চাই । যদি ১০১ কোটি জনও শান্তিতে বসে থাকে তাহলেও শান্তি হতে পারবে না । এই হলো অশান্তির দুনিয়া । শান্তির জন্য কোনো রায় জারি হতে পারে না । এটাতো গড ফাদারের দায়িত্ব । তোমরা জানো যে এখানে দেবি দেবতার রাজত্ব ছিলো, যাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয় । এখন কলিযুগের অন্তিম কাল, দুঃখধাম এটা । ওই হলো শান্তিধাম, মিষ্টি ঘর । মিষ্টি বাবাও এখানে থাকেন । ওইটা হলো সুখধাম, এইটা হলো দুঃখধাম । এর মাঝে অন্য আরো ধর্ম বার হয় । বৃদ্ধি হতে থাকে । ওনারা তো কল্পের আয়ু লাখো বছরের বলে দিয়েছেন, একে বলা হয় ঘোর অন্ধকার, সত্যযুগ হলো আলোয় আলোকিত । মূলবতনে অপার শান্তি থাকে । এখানে আমরা পার্ট প্লে করতে এসেছি । বাবা বলেন -

হে ! আত্মারা শুনছো -- নিজের কান রূপী অরগ্যান (organ) দ্বারা ? তোমাদের স্মরণ আছে - - এই ড্রামার চক্র কেমন করে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে । তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী । তোমরা ব্রাহ্মণেরা ছাড়া আর কেউ ত্রিকালদর্শী হয় না । ঋষি - মুনিরা বলেন আমরা ঈশ্বরকে জানি

না, আমরা নাস্তিক । এখন তোমরা আস্তিক হয়েছেো । বাবা আর সৃষ্টি চক্রের আদি- মধ্য - অন্ত জানো । তোমরা তিন লোকের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছেো । তোমাদের ছাড়া আর কারোর এই জ্ঞান নেই । লক্ষী - নারায়ণকে না তো ত্রিলোকীনাথ আর না তো ত্রিকালদর্শী বলা হবে। ত্রিলোকীনাথ মানুষ হতে পারে না । তোমরা তিন লোক আর তিন কালকে জানতে পারবে । লক্ষী নারায়ণেরও ত্রিলোকের জ্ঞান নেই । বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রধারী দেখানো হয়েছেো । এখানে বিষ্ণুর দুটো রূপ দেখানো হয়েছেো লক্ষী নারায়ণ, রাধে কৃষ্ণই লক্ষী নারায়ণ হয়ে যান । এই সময় কত তাঁদের স্মৃতিতে কত মন্দির বানানো হয়েছেো । কিন্তু এর বায়োগ্রাফি তো জানা দরকার । উঁচু থেকে উঁচু ভগবান' একজনই , ওনার নাম হলো "শিব "। রুদ্র বলা হয় । এই হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, কৃষ্ণের জ্ঞান যজ্ঞ তো হয় না । কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন । উনি কি যজ্ঞ রচনা করবেন । রুদ্র যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয় । সত্যযুগে যজ্ঞ রচনা করবার দরকার পড়ে না । এই জ্ঞান যজ্ঞ ছাড়া অন্য সব কিছু হলো জাগতিক যজ্ঞ । বাবা বুঝিয়েছেন যে একে যজ্ঞ কেন বলা হয় । এই যা কিছু সামগ্রী পুরোনো দুনিয়ার আছে সেই সব কিছু এতে (জ্ঞান যজ্ঞ) স্বাধা হয়ে যাবে এই জন্য বলা হয়েছেো যে --পরমপিতা পরমাত্মা যজ্ঞ রচনা করেছেন, যার ফলে মানুষ দেবতায় পরিণত হয় । দেবতাদের পদচিহ্ন পুরোনো দুনিয়ায় পড়ে না ।. তোমাদের তো বাবা সব কিছু সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের শান্ত স্বধর্ম সর্বদা বজায় রাখতে হবে। এই হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা, ঘরে ফিরতে হবে এই জন্য বাবার স্মরণে অজপাজপ চলতে থাকবে ।

২) কর্মাভীত হতে গেলে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । যা কিছু বিকর্মের বোঝা আছে সেই সব স্মরণের যাত্রায় থেকে নামিয়ে দিতে হবে । স্মরণের শক্তির দ্বারা বিকার জয় করতে হবে ।

বরদান :- বাবার সাহায্যের দ্বারা আনন্দ উৎসাহ আর ক্লান্তিহীনতার অনুভবে থাকার মতন কর্মযোগী ভবঃ

কর্মযোগী বাচ্চাদের কর্মের সময় বাবার সাথে থাকার জন্য অধিক সাহায্য প্রাপ্ত হয় । কোনো কাজ যতই কঠিন হোক না কেন , বাবার সাহায্য- আনন্দ - উৎসাহ , সাহস আর ক্লান্তিহীন থাকার শক্তি প্রদান করে । যেই কার্যে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে সেই কাজ অবশ্যই সফল হবে । বাবা নিজের হাতে কাজ করেন না কিন্তু সাহায্য দেবার কাজ অবশ্যই করেন । তাহলে স্বয়ং আর বাবা -- এমন কর্মযোগী স্থিতি যদি থাকে তাহলে কখনো ক্লান্তিহীনতার অনুভব হবে না ।

*স্লোগান :- "আমার" এর মধ্যেই আকর্ষণ থাকে সেইজন্য "আমি" -- কে "তুমি" তে
পরিবর্তন করে দাও* ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের উপর অনেক বিকর্মের বোঝা চেপে আছে। যার কারণে এতদিন পর্যন্ত তোমাদের এই শারীরিক অসুস্থতা, দুর্বলতা ইত্যাদি হয়েই চলেছে। কিন্তু কর্মজীবিত অবস্থায় পৌঁছতে পৌঁছতে সেই কর্মভোগও সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।"

প্রশ্ন :- সবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই ঈশ্বরীয় মহা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এমন নাম হওয়া উচিত ?

উত্তর :- 'প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন', পাণ্ডব ভবন। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজের দ্বারা সম্পদ আর বিজ্ঞান অর্থাৎ যোগের দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, যা পুরো ২১ জন্মের জন্য। বাচ্চারা, এভাবেই তোমাদের মানুষদেরকে মুক্তি ও জীবন-মুক্তির দিশা দেখাবার উদ্দেশ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদর্শনী করা উচিত। এই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন' নামের দ্বারাই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে।

*গীত :- হামারে তীর্থ ন্যারে হ্যায়।
(আমাদের এই তীর্থ এক বিশেষ ধরনের)*

ওঁ শান্তি!--এই গীতে একটা লাইন আছে যে ভক্তি-মার্গে তীর্থের নামে মানুষেরা চতুর্দিকের চারধাম ঘুরে থাকে। কিন্তু, তাতে আসলে লাভের লাভ কি বা হয় ? বাস্তবে তা তো হলো - প্রতি কল্পের সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ইত্যাদির চক্রের জ্ঞান অর্থাৎ সৃষ্টি-চক্রকে জানা। যার প্রকৃত অর্থ তীর্থ। যত বেশী করে বাবাকে স্মরণ করবে, ততই কল্পের সৃষ্টি-চক্রকে জানতে পারবে, আর তোমাদের বিকর্মগুলিও বিনাশ হতে থাকবে। অতএব বাবাকে অনেক বেশী করে স্মরণ করতে হবে, যেহেতু বিকর্মের বোঝা তোমাদের উপর যে অনেক রয়েছে।.. এটা তো জানো যে, আমাদের কর্মভোগ অনুযায়ী শারীরিক ব্যাধিও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনের সঙ্গী হয়। যতদিন না আমরা কর্মজীবিত অবস্থায় পৌঁছোচ্ছি, ততদিন পর্যন্ত তো কিছু না কিছু দুঃখ ভোগ করতেই হবে। নিজের একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান আর যোগের মাধ্যমেই এই সব দুঃখ ভোগ থেকে মুক্ত হতে পারবে। আমাদের প্রধান বিষয় হলো - জ্ঞান আর যোগ। দিল্লীতে যদিও একটা জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন আছে, কিন্তু, আমাদের এটাই হলো প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন। জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ, যার দ্বারা জীবনমুক্তি ঘটে আর বিজ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি। যোগকেই বলা হয় বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে। আর জ্ঞানের দ্বারা জীবনমুক্তি। অতএব জ্ঞান বিজ্ঞান ভবনের এই যুক্তিটা অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে, আর সেই কারণে এই জ্ঞান বিজ্ঞান ভবনে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রদর্শনীর আয়োজনও করতে হবে, যাতে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবনে এসে দেশের সকল মানুষ তথা বিদেশীরাও ভারতের এই সহজ জ্ঞান ও যোগ বুঝতে সক্ষম হয়। জাগতিক মানুষেরা তো পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে থাকে। যে হিসাবে অনেকেই লিখে থাকে রীয়েল (আসল) গীতা, সেই রকম ভাবেই জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন কথটাও লেখার প্রয়োজন। তাই বাবা নির্দেশ দেন যে, এটা আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে যদি তা রীয়েল (আসল) জ্ঞান বিজ্ঞান ভবন, পান্ডব ভবন নামকরণ করা হয় এবং এর সাথে এটাও লিখবে - কিভাবে জ্ঞানের দ্বারা জীবনমুক্তি অর্থাৎ চির- সম্পদশালী ও বিজ্ঞান অর্থাৎ যোগের দ্বারা চির-সুস্থাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব। আর যখন তা বোঝাবে, তখন একথাও বলবে, তার

ব্যবহারিক প্রয়োগ বুঝতে হলে, তাদেরকে অবশ্যই আসা উচিত এখানে। একবার তা বুঝতে পারলেই এটা অনুভব করবে যে, বাস্তবে প্রকৃত সুখ-শান্তি প্রাপ্তি করার জন্য নিজেদেরকে কিভাবে দেবী-দেবতা স্বরূপে জাগিয়ে তুলতে হবে। একথা শুধুমাত্র দু-একজনকে বোঝালেই চলবে না, প্রদর্শনী মেলার মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকেও তা বোঝাতে হবে। এভাবেই বাবা বলেন, যুক্তি দিয়ে বোঝানোর সাথে সাথেই, ঝট করে কাপড়ে রং চড়িয়ে তাতে তা ছাপিয়ে ও লিখে নাও। খুব অল্প সময়েই এসব কিছু বানাতে হবে। আর তা এমন হতে হবে যাতে দেশের লোকেরা এবং বিদেশীরাও এসে সহজেই তা বুঝতে পারে। বাবা আরও বলেন, সৃষ্টি-চক্রের চিত্রটা অনেক বড় আকারের বানানো উচিত। তার পাশেই বিরাট রূপের চিত্রকে রাখতে হবে। আর তার উপরের মাথার দিকে কেবলমাত্র শিবকেই নয়, ত্রিমূর্তিকে অবশ্যই রাখতে হবে। যেহেতু তার দ্বারাই প্রমাণ করতে হবে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। সবাইকে নিমন্ত্রণও জানাতে হবে। যদিও এইসব চিত্রগুলির দ্বারা বোঝানো অনেক সহজ, তথাপি একথা বোঝাতে হবে, পরম-পিতা পরমাত্মার দ্বারা রাজযোগ শেখার ফলেই নতুন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। কোটি কোটির মধ্যে মাত্র কয়েক জনই ব্রহ্মা-কুমার ব্রহ্মা-কুমারী হতে সক্ষম হন, আবার তাদের মধ্যেও এমন অনেকে থাকেন যারা আশ্চর্য জনক ভাবে নিজেদের শান্ত রাখেন, খুব মনোযোগ সহকারে সবকিছু শোনে ও বলেন। কিন্তু তবুও কেউ কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরও তারা এখান থেকে পালিয়ে জাগতিক সংসারে মনোনিবেশ করেন। এখানে তো গরীব, ধনী ও মধ্যবিত্ত সবাই আছে। কিন্তু ধনবানরা বেশীদিন স্থায়ী হয় না।

ঈশ্বরীয় পিতা তো বলেই দিয়েছেন যে, এই জ্ঞান যজ্ঞের পথে অনেক ধরনের বাধা-বিপত্তি, অত্যাচার, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি তো আসবেই। সেই বিষ় অর্থাৎ কামনা না মিটলে, মেয়েরা বিবাহ করতে রাজি না হলে, তাদেরকে জোরপূর্বক মারধোর ও শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। ঈশ্বরীয় পিতা সর্বদা একথা বলেন যে, যারা বাবার শ্রীমত অনুসারে চলবে তারা অবশ্যই শ্রেষ্ঠাচারী হবে। বাবা তো আসেন এই পতিত ব্রহ্মাচারী দুনিয়াতেই। কারণ বর্তমানের এই রাবণ-রাজ্য তো কাম-মহাশত্রুর বিকার যুক্ত। অপরদিকে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যেখানে বিকারের লেশমাত্র থাকে না। তাই ঐ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ কিভাবে পবিত্রতার সাথেই হয়- এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আরে, ওখানে (পবিত্র দুনিয়া) তো রামের রাজত্ব, তাই সেখানে বিকার রূপী বিষও নেই। আর বর্তমানের এই দুনিয়া তো রাবণ-রাজ্য। তাই রাবণকেই জ্বালানো হয়। সেই কারণে বর্তমান দুনিয়ায় কেউ শ্রেষ্ঠাচারী হতেই পারে না। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই পারেন সবাই কে শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে। যেহেতু স্বর্গ হলো "ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড" (পবিত্র দুনিয়া) আর ওখানে রাবণ না থাকায় বিকার-রূপী বিষও নেই। এখন তোমারা তোমাদের যোগবলের দ্বারা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হতে পারবে। রাবণের বিনাশ তো হতেই হবে। যেহেতু এই সময়কালটা হলো সঙ্গমযুগ। আর এই যুগেই তোমরা সম্পূর্ণতা লাভ করছো। কারণ সত্যযুগের শুরুতে সেখানে (স্বর্গে) কোনো বিকারী আত্মাদের থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এই সঙ্গম যুগেই দু-ধরণের আত্মাদেরই অবস্থান এই দুনিয়ায়। সঙ্গম অর্থাৎ যেখানে ময়লা জল আর পরিষ্কার জল একত্রে মিশেছে, তাকেই সঙ্গম বলা হয়। আর যখনই জল থেকে সেই ময়লা অপসারিত হয়ে যাবে, তখনই জল আবার পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এই দুনিয়ারও এখন সঙ্গমযুগ চলছে আর এই সময়েই আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন বা সঙ্গম হয়। এই নদী আর সাগরের মিলন তো পরম্পরায় চলেই আসছে, কারণ নদী তো সাগরেই এসে মিশবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে জলের পার্থক্য তো থাকবেই। একমাত্র এই ঈশ্বরীয় বাবা ছাড়া অন্য কোনও মানুষ করওকে ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকীনাথ বানাতে পারে না। আর তোমরাই হলে সেই ত্রিকালদর্শী,

ত্রিলোকীনাথ। কৃষ্ণকেও তা বলা যাবে না কিন্তু। ত্রিলোকীনাথ অর্থাৎ যিনি তিন কালকেই জানেন সেই এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। তাই ত্রিলোকীনাথ ত্রিকালদর্শী একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ-ই হতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও তিন-লোকের বা তিন-কালের এই জ্ঞান থাকে না। এছাড়া কল্পের আদি মধ্য ও অন্তের জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু এখন তোমাদের সেই তিন-কাল ও তিন-লোকের সমস্ত জ্ঞানই আছে। অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতার সকল ব্রাহ্মণ সন্তানেরাই তাঁর গুণ ও পদবীর অধিকারী। যা দেবতাদেরও তা থাকে না। তাই তোমরা এখন কত উচ্চ-পদের অধিকারী হচ্ছে। যে সব আত্মারা নিজেদের ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী ভাবে, তারা অবশ্যই অন্য আত্মাদের সাথেও 'আপসমান' বা সম্ভাব বজায় রাখতে নিজেকে সর্বদা সতর্ক রাখবে। সকল ধর্মের আত্মাদেরই নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাও আর তাতে লেখ- কিভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান এর দ্বারা স্বাস্থ্যবান ও সম্পদশালী হওয়া সম্ভব, তোমরা এখানে এলে অবশ্যই তা বুঝতে পারবে। দিল্লীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবনে কত ফরেনাররা (বিদেশীরা) এসে জ্ঞান প্রাপ্ত করেন, সেখানেও এর ব্যবস্থাপনা করো। কারণ সবাইকে তা বোঝাতে হবে। যেহেতু আমরা এখন বিনাশের দোরগোড়ায়, তাই এই অন্তিমকালে সবাইকে তা বুঝতে হবে। আর এই বিনাশ কিন্তু অবসম্ভাবী। তাই এখন আমরা এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাকেই স্মরণ করবো, যার দ্বারা আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আর যেমন যেমন তোমাদের আত্মা শুদ্ধ হতে থাকবে তেমন তেমন তোমরাও উচ্চ পদেরও অধিকারী হতে থাকবে। এই সবকিছুর পিছনেই রয়েছে - জ্ঞান আর বিজ্ঞান। যারা মুক্তিধামে থাকতে পছন্দ করবে তারা যোগের প্রতি বিশেষ পুরুষার্থ করবে। যেহেতু তাদের আত্মায় সেই জাতীয় পাট ভরা আছে আর দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা জ্ঞানকেই বেশী পছন্দ করবে। বাচ্চারা, তোমাদের দিন-প্রতিদিন বাবার জ্ঞানের দ্বারা উন্নতি হচ্ছে, অর্থাৎ উর্দ্ধগামী হচ্ছে, আর জাগতিক লোকেদের কেবলই অবনতি অর্থাৎ নিম্নগামী হচ্ছে। তোমাদের হলো উত্তরণ-কলা আর অন্যদের সবার হলো অবরোহণ-কলা। কিন্তু অবশেষে প্রত্যেকেই আত্মাদের আপন ঘরে অর্থাৎ সুখধামে ফিরতে তো হবেই। আর তা যে সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই তো বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্ষা যে অবশ্যই নিতে হবে। কিন্তু আবার এই বোধটা অনেকেরই আসে যে, কল্প পূর্বে তারা যে যেমন পদের অধিকারী হয়েছিল, যে প্রকারে তার প্রাপ্তি ঘটেছিল, আবারও তাই হবে। পরমাত্মা কিন্তু সে সবই সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখতে থাকেন। ধারায় আসবে তো অনেকেই। দিন-প্রতিদিন কত ভাল-ভাল যুক্তিও প্রকাশ হতে থাকবে। 'জ্ঞান-বিজ্ঞান ভবন'-এর নামও খুব হবে আর খুব ভাল-ভাল চিত্রাদিও অনেক থাকবে সেখানে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় দুনিয়াদারীর ফালতু চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে কেউ কেউ তো বাঁকেবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ট্যারা বাঁকা চিত্রও বানায়, যদিও তোমাদের ওসবের দরকার নেই। স্বর্গ লোকে সকল দেবতারাই তো কত প্রকারে নৃত্য করেন, তাঁরা তো খুশিতে কত প্রকারের খেলাতেও মেতে থাকে। কিন্তু বর্তমানের এসব চিত্রকলা তো এই দুনিয়ার রীতি রেওয়াজের। আর ওখানে (স্বর্গে) রাজপুত্র, রাজকন্যারা নিজেদের মধ্যে খেলা ধুলা করে কত আনন্দ করে, কারণ ওখানে তো আর এই দুনিয়ার মতো বায়স্কোপ (সিনেমা, নাটক) ইত্যাদি নেই। যদিও এসব কথা তো তোমরা কেবল এখনই জানছো। তোমরা বাবাকেও সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছো। কিন্তু জাগতিক দুনিয়ায় মনুষ্যেরা, তারা তাঁর কিছুই বুঝতে পারে না। তাদের বুদ্ধিতে তা আসেই না যে, শ্রীকৃষ্ণ আসলে কে, তাঁর প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে তারা খুব সামান্যই জানতে সক্ষম হয়েছে। কেবল নামটাই জানে। তাঁর নাম তো শুনেছে, খুব সুন্দর ছবিও দেখেছে। তাঁকে তো আবার শ্যাম সুন্দরও বলা হয়। যখন তিনি কামরূপ কাম-চিতায় বসেন, তখন তিনি শ্যাম (কালো)-য় পরিনত হন। আবার জ্ঞান রূপ চিতায় বসলে তখন অর্ধকল্পের জন্য গোরা (ফর্সা) হয়ে যান। বুদ্ধিতে একথা ধারণ করতে হবে যে, সত্যযুগ থেকে ২১ জন্ম তিনি

খুবই সুন্দর ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে কামরূপ কাম-চিতায় বসে বসে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপে এসে তিনিই শ্যাম (কালো) হয়েছেন। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা তো এটা বোঝে না যে, শ্রীকৃষ্ণকে কেন কালো দেখানো হয়েছে। কিন্তু তোমরা তো তা জানো এটা প্রকৃত পক্ষে কার চিত্র। কি ভাবেই বা তাদেরকে তা বোঝানো যায়। একে কেন শ্যাম সুন্দর বলা হয়। কিন্তু এমন নয় যে রামচন্দ্রকেও শ্যামসুন্দর বলা হয়। অথচ শ্রীকৃষ্ণকে কেন কালো দেখানো হয়েছে, সেটা তো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। বর্তমান এই সময়ে তো সবাই কালো থেকে আরও কালোয় পরিণত হয়েছে। এই ব্যাপারটাকেই খুব ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। যতক্ষণ না খুব ভালো রীতিতে তা বুঝবে। প্রদর্শনীর মাধ্যমে খুব ভালো ভাবে শেখার সুযোগও থাকে। এমনও হতে পারে বোঝাবার জন্য বাবার জ্ঞানী-গুণী বাচ্চারাও সেখানে এসে হাজির হতে পারে। অন্য বাচ্চারা তখন তাদেরকে দেখেই শিখবে। নিমন্ত্রণ কিন্তু সবাইকেই দিতে হবে। তাতে যদি কেউ গালমন্দ করে করুক, কারণ সঙ্গমযুগে তো গালমন্দ খেতেই হবে।.... *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি অতি প্রিয় হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তাঁর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমত অনুসারে থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে। কামরূপ মহাশত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। অত্যাচারীকে ভয় পাবে না।

২) যোগবলের দ্বারা আত্মাকে শুদ্ধ বানাতে হবে। ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকীনাথ হয়ে অন্য আত্মাদেরও তোমার মতন বানানোর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। অবশ্যই সব ধর্মের আত্মাদের বাবার খবর পাঠাতে হবে।

বরদান :- মন ও বুদ্ধির একাগ্রতার দ্বারা সকল কার্যেই সফলতা প্রাপ্ত কারী কর্মযোগী ভব

বিস্তার :- এই দুনিয়ার মানুষ মনে করেন যে, কর্মই সবকিছু। কিন্তু, বাপদাদা বলেন যে, কর্ম কোনও পৃথক কিছু নয়। কর্ম আর যোগ দুটোই একই সাথে চলে। এইরকম কর্মযোগী আত্মাদের যে কোন কর্ম, তা যে রকমই হোক না কেন, সেটাতেই তারা খুব সহজেই সফলতা প্রাপ্ত করবে। তা স্থূল কর্ম বা অলৌকিক কর্ম যাই হোক না কেন। কিন্তু যদি কর্মের সাথে যোগ তথা মন আর বুদ্ধিও একাগ্র হয়, তাহলে সফলতা সেখানে অবশ্যই বাঁধা থাকবে। কর্মযোগী আত্মারা সর্বদাই ঈশ্বরীয় পিতার সাহায্য পেয়ে থাকে।

স্নোগান :- বাবার স্নেহের রিটান (ফেরত) দেওয়ার জন্য নিজের মনকে অনাসক্ত রাখ আর মনমনাভব হও ।

"অভিনন্দন জানাও এবং বিদায় দাও"

আজ বিশ্ব কল্যাণকারী বাপদাদা বিশ্বের চারিদিকের বাচ্চাদের সামনে দেখছেন। সব বাচ্চারা নিজের স্মরণের শক্তি দ্বারা আকারী রূপে মধুবনে এসে পৌঁছেছে। প্রত্যেক বাচ্চাদের অন্তরে মিলনের শুভ সংকল্প আছে। বাপদাদা সর্ব বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন কারণ বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাদের বিশেষত্ব জানেন। সেই বিশেষত্বের আধারে প্রত্যেকে নিজের বিশেষ পার্ট করছে। এইটিই হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের বা ব্রাহ্মণ পরিবারের নতুনত্ব যে এক একজন ব্রাহ্মণ আত্মা বিশেষত্বের বিহীন সাধারণ নয়। সব ব্রাহ্মণরাই হল অলৌকিক জন্মধারী, অলৌকিক তাই সবাই অলৌকিক অর্থাৎ তারা কিছু কিছু বিশেষত্বের কারণে বিশেষ আত্মা। বিশেষত্বের অলৌকিকতা আছে তাই বাপদাদার বাচ্চাদের উপরে গর্ব অনুভব হয়, সবাই হল বিশেষ আত্মা। এমনভাবেই নিজেকে এই অলৌকিক জন্মের, অলৌকিকতার, রূহানীয়তের, মাস্টার সর্বশক্তিমানের নেশা নিজের মধ্যে অনুভব করো কি? এই নেশা সর্ব প্রকারের দুর্বলতাকে সমাপ্ত করে দেয়। তো সদাকালের জন্যে সর্ব দুর্বলতা গুলি বিদায় দেওয়ার মুখ্য সাধন হল, সদা স্বয়ংকে আর সর্বকে সঙ্গমযুগী বিশেষ আত্মা রূপের বিশেষ পার্টের অভিনন্দন জানাও। যেমন কোনো বিশেষ দিনে কোনো বিশেষ কাজে কি করো? অভিনন্দন জানাও, একে অপরকে অভিনন্দন জানাও। তো সম্পূর্ণ কল্পে সঙ্গমযুগের প্রতিদিন হল বিশেষ দিন আর তোমরা হলে বিশেষ যুগের বিশেষ পার্টধারী তাই তোমাদের বিশেষ আত্মাদের প্রতিটি কর্ম হল অলৌকিক অর্থাৎ বিশেষ। তো সর্বদা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে অভিনন্দন জানাও আর স্বয়ংকেও অভিনন্দন জানাও। যেখানে অভিনন্দন জানানো হবে সেখানে বিদায় হয়েই যাবে। তো এই ডবল বিদেশীদের মিলন মুহূর্তের সারাংশটি স্মরণে রাখো - "সদা অভিনন্দনের দ্বারা বিদায় দিও।" এখানে এসেছ বিদায় দিয়ে অভিনন্দনের সম্মেলনে তাই "বিদায় এবং অভিনন্দন" এই দুটি শব্দ মনে রাখবে। বিদায় দিতে হবে, নয়, বিদায় দিয়েছি। বরদান ভূমিতে আসা অর্থাৎ সদাকালের জন্যে দুর্বলতাকে বিদায় দেওয়া। রাবণের তো জ্বালাও কিন্তু রাবণের বংশধারী নিজের দাঁও লাগায়। যেমন তোমাদের সাকারী দুনিয়ায় কোনো বৃহৎ প্রপার্টি সম্পন্ন ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করলে তার অজানা আত্মীয় এসে উদয় হয়। তেমনই রাবণকেতো মেরে ফেলো কিন্তু রাবণের বংশ যেই অধিকার দাবী করতে সামনে এসে পড়ে, সেই বংশকে বিনাশ করতে গিয়ে কখনও দুর্বল হয়ে যাও। যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এদের বংশ অর্থাৎ অংশ বড় রয়্যাল রূপে আপন করে নেয়। যথা লোভের অংশ হল - প্রয়োজনীয়তা। লোভ নেই কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনের সীমা আছে কিন্তু প্রয়োজন যদি বেহদের হয় তবে লোভের অংশ হয়ে যায়।

তেমনভাবেই কাম বিকার নেই, সদা ব্রহ্মচারী কিন্তু কোনো আত্মার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকলে তাকে বলা হয় রয়্যাল রূপের স্নেহ। কিন্তু অতিরিক্ত স্নেহ অর্থাৎ কাম বিকারের অংশ। স্নেহ থাকা রাইট কিন্তু 'অতিরিক্ত' হল অংশ।

সেইরকমই ক্রোধকেও হারিয়েছ কিন্তু কোনো আত্মার সংস্কার দেখে স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ স্থিতি থেকে নীচে নেমে যাও আর সেই আত্মাকে একটু উপেক্ষা করার চেষ্টা করো কারণ তাকে দেখে তার সম্পর্কে থেকে স্থিতি নীচে উপরে হয় তাই স্বভাব দেখে উপেক্ষা করা, এইটিও হল ঘৃণা অর্থাৎ ক্রোধেরই অংশ। যেমন ক্রোধের জ্বালায় দূরত্ব আসে সেইরকম সুক্ষ্ম ঘৃণার ভাবও ক্রোধ অগ্নির

সমান , দূরত্ব নির্মাণ করে। এর রয়্যাল শব্দ হল - নিজের অবস্থা খারাপ না করে উপেক্ষা করা ভাল। ডিট্যাচ (নির্লিপ্ত) থাকা আর উপেক্ষা করা এই দুটি-ই হল পৃথক বস্তু । প্রিয় বা লাভলী হয়ে নির্লিপ্ত বা ডিট্যাচ স্থিতিতে অবস্থান করাটাই সঠিক স্থিতি । কিন্তু সুক্ষ্ম ঘৃণা ভাব - " যে এইজন এমনই , কখনোই বদলাবেনা । " এইরূপ তাকে সুক্ষ্ম রূপে শাপিত করাই হল। সেফ থাকো কিন্তু তার বিষয়ে কোনো ফাইনাল সার্টিফিকেট দিও না। এইভাবেই বিশেষত্ব দেখে , সর্বদা সর্বজনের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনার ভাব রেখে এই অংশটিকেও বিদায় দাও। নিজের শ্রেষ্ঠ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনার ভাবনা কখনও ছেড়ে দিওনা , নিজের রক্ষা করতে অন্য আত্মাদের অপদস্থ করে নিজের রক্ষা কোরোনা । এই ঘৃণার ভাব অর্থাৎ অপদস্থ করা। অন্যকে অপদস্থ করে নিজেকে সেফ করা - এইটি ব্রাহ্মণদের বিশেষত্ব নয়। নিজেকেও রক্ষা করো অন্যদেরও রক্ষা করো।

একে বলা হয় - বিশেষ হওয়া এবং বিশেষত্ব দেখা। এই ছোট ছোট কথা সময়ান্তরে দুটি স্বরূপে পরিণত হয় - এক হল নিরাশ মন আর দ্বিতীয় হল কেয়ারলেস । তাই এখন রাবণের অংশটিকে সদাকালের জন্যে বিদায় করতে এই দুটি রূপকে বিদায় জানাও। আর সর্বদা নিজের মধ্যে বাবার দ্বারা প্রাপ্ত বিশেষত্বকে দেখো । আমার বিশেষত্ব নয় বাবা প্রদত্ত বিশেষত্ব । আমার বিশেষত্ব চিন্তা করলেই অহংকারের অংশ এসে পড়বে। আমার বিশেষত্ব টি কোনো কাজে নেওয়া হয়না , আমার বিশেষত্ব কেউ জানেনা। 'আমার' শব্দটি এল কোথা থেকে ? বিশেষ জন্মের উপহার হল - বিশেষত্বের প্রাপ্তি । তো জন্মদাতা দ্বারা প্রদত্ত এই বিশেষ উপহার - 'আমার' বলা যায় কি ? আমার বিশেষত্ব , আমার নেচার , আমার হৃদয় এই কথাই বলে , আমার মন এই কাজ করে , এইসবই শুধুই আমার নয় বরং সবই হল চিন্তা । তোমরা বলো কিনা - ওয়ারি , হারি , কারি (worry, hurry, carry) । বুঝলে - এই অংশ টুকুও শেষ করো এবং সর্বদা বাবা প্রদত্ত নিজের বিশেষত্ব এবং সর্বজনের বিশেষত্ব দেখো অর্থাৎ সদা স্বয়ংকে ও সর্বকে অভিনন্দন জানাও । সবার অংশ বুঝেছ তো ? এখন মোহের অংশটি কি ? নষ্টোমোহা হয়েছ কি ?

আত্মা - মোহের রয়্যাল রূপ হল কোনও বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষ ভাল লাগা , এই বস্তু গুলি ভাল লাগে , মোহ নেই কিন্তু ভাল লাগে। যদি কোনও বস্তু বা ব্যক্তি ভাল লাগে তবে সবকিছুই ভাল লাগা উচিত - তালি দেওয়া পোশাকও ভাল তো দামী পোশাকও ভাল। ৩৬ ব্যঞ্জনও ভাল শুকনো রুটি এবং গুড় খেতেও ভাল। প্রতিটি বস্তু ভাল প্রত্যেক ব্যক্তি ভাল। এমন নয় - এইটা বেশী ভাল ! এই বস্তুটি বেশী ভাল লাগে , এইরকম ভেবে কাজে লাগিয়োনা । ওষুধকে ওষুধ ভেবে খাও । কিন্তু ভাল লাগে তাই খাও , এমন নয়। ভাল অর্থাৎ আকৃষ্ট হবে। তো এই হল মোহের অংশ । খাও - দাও , আনন্দ করো কিন্তু অংশগুলি বিদায় দিয়ে ডিট্যাচ হয়ে প্রয়োগ করায় প্রিয় স্বরূপ হও। বুঝলে।

বাপদাদার ভালদারা থেকে স্বতঃই নিয়ম অনুরূপ সর্ব প্রাপ্তির সাধন তৈরী আছে , খুব খাও কিন্তু বাবার সাথে খাও , আলাদা হয়ে নয়। বাবার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া , বাবার সঙ্গে আনন্দ মজা তাহলেই স্বতঃই সর্বদা মর্যাদার সীমারেখার ভেতরে অশোক বাটিকায় থাকবে। যেখানে রাবণের অংশ আসতে পারবেনা । খাও-দাও , আনন্দ করো কিন্তু সীমারেখার ভেতরে বাবার সঙ্গে । তাহলে কোনো কথাই

মুশকিল লাগবেনা । প্রতিটা কথায় মনোরঞ্জন অনুভব হবে। বুঝলে কি করবে? সদা মনোরঞ্জন করো।

আচ্ছা - ডবল বিদেশী সদা মনোরঞ্জনের বিধি বুঝতে পেরেছে ? মুশকিল অনুভব হয়না তো ? বাবার সঙ্গে বসে যাও তো কোনো মুশকিল নেই , প্রতিটি মূহূর্ত আনন্দ অনুভব হবে। প্রতি মূহূর্ত স্বয়ং এবং সর্বের জন্যে অভিনন্দনের কথাই বলবে। তাহলে বিদায় দিয়েই যাবে তো ? সঙ্গে নিয়ে যাবেনা তো ? এই সমস্ত সর্ব অংশের বিদায় দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে যেও। সবাই তৈরী তো - সবাই হল ডবল বিদেশী। আচ্ছা - বাপদাদাও সদাকালের বিদায় দিতে পারে এমন বাচ্চাদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । পদমণ্ডল অভিনন্দন । আচ্ছা ।

এমন সদা মনমনানুভব অর্থাৎ মনোরঞ্জন অনুভবকারী , সর্বদা এক বাবাতেই সম্পূর্ণ সংসার অনুভবকারী , বিশেষত্ব দর্শনকারী বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

সেবাধারীদের* *সঙ্গে

সেবাধারীর মধুবনে কি উপহার পেয়েছে ? প্রত্যক্ষফল পেয়েছে আর ভবিষ্যতের প্রালঙ্কও জমা হয়েছে। তো ডবল উপহার প্রাপ্ত করেছে। খুশীর অনুভূতি হয়েছে, নিরন্তর যোগের অভ্যাসীও হয়েছে , এই প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এরসঙ্গে ভবিষ্যতের প্রালঙ্কও জমা হয়েছে। তো ডবল চান্স পেয়েছে। এখানে থেকে সহজযোগী , কর্মযোগী , নিরন্তর যোগীর অভ্যাস হয়েছে। এই সংস্কার এখন এমন পাকা করে যাও যে সেখানেও এমনই সংস্কার যেন থাকে। যেমন পুরানো সংস্কার না চাইতেও কর্মে পরিলক্ষিত হয় তেমনই এই সংস্কারও পাকা করো। ফলে সংস্কারের কারণে এই অভ্যেস চলতেই থাকবে। তাহলে মায়ার বিঘ্ন আসবেনা কেননা সংস্কার এমন হয়েছে তাইজন্য এই সংস্কার গুলি আন্ডারলাইন করতে থাকবে। ফ্রেস করতে থাকবে। এখানে থেকেও নির্বিঘ্ন রয়েছে , কোনো বিঘ্ন এসেছে কি ? নিজেদের মধ্যে মনের দিক থেকেও কোনো টক্কর ইত্যাদি হয়নি তো ? সংগঠনে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও " সী ফাদার" করেছে নাকি " সী ব্রাদার সিস্টার " করেছে । যে সর্বদা সী ফাদার করে থাকে , তারা হল বাপদাদার খুব কাছে সন্তান । আর যারা সী ফাদারের সঙ্গে - সী সিস্টার ব্রাদার করে তারা কাছের সন্তান নয় , দূরের। তাহলে তোমরা সবাই কে ? কাছের সন্তান তো ? তাহলে সদা এই স্মৃতিতেই চলতে থাকো। বাইরে থেকেও এই পাঠ-টি পাকা করো - "সী ফাদার বা ফলো ফাদার " , ফলো ফাদার যারা করে তারা কখনও কোনো পরিস্থিতিতে টলমল হবেনা কারণ ফাদার কখনও টলমল হয়নি কিনা। তো সী ফাদার করে যারা অচল , অটল , একরস থাকবে। আচ্ছা - সব আশা পূর্ণ হয়েছে তো ? সবাই নিজের পাট ভাল মতন প্লে করেছে। ভাল পাট প্লে করার প্রমাণ হল প্রতি বছর নিজের থেকে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হবে। এই হল প্র্যাক্টিকাল স্মারকচিহ্ন তৈরী করা। ঐ স্মারকচিহ্ন তো তৈরী হবেই কিন্তু এখনও নির্মিত হয়ে যায়। কেউ ভাল সেবা করলে সবার মুখে একটাই কথা থাকে যে তাকেই ডাকো। তো এমন প্রমাণ দেওয়া উচিত - যে সেবাধারী থেকে সদাকালের সেবাধারী হও , সবাই যেন বলে এই আত্মাকে এখানেই রেখে নাও। আচ্ছা ।

মধুবন নিবাসীদের সঙ্গে

মধুবন নিবাসী হলই সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ কেননা মধুবনের মহিমা , মধুবনের বিশেষ পড়াশোনা , মধুবনের বিশেষ সঙ্গ , মধুবনের বিশেষ বায়ুমন্ডল সব তোমাদের প্রাপ্ত রয়েছে। মধুবনে বাইরে থেকে এসে সবাই নিজের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে , আর তোমরা তো এখানেই বসে রয়েছ। শরীর থেকেও বাপদাদার সদা সঙ্গ রয়েছে কেননা মধুবনে সবাই বাবার সঙ্গ অনুভব সাকার রূপেই করে। তো শরীর থেকেও সাথে অর্থাৎ সাকারেও সাথে আর আত্মা তো রয়েছেই বাবার সঙ্গে ।

তাহলে ডবল সঙ্গ হয়ে গেল তাইনা ? সর্বপ্রকারের খন্ডে বসে রয়েছ। তো সর্ব খন্ডের মালিক হয়েছ কিনা। মধুবনবাসীদের মনে প্রতিটি সেকেন্ড , প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন এই গান-ই বাজে যে যাহা পাওনা ছিল তাহা পাওয়া হয়েছে , অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই এই ভান্ডারে । মধুবনবাসীরা সর্বদা ফ্রেস খাবার খায়। যে সর্বদা ফ্রেস খাবার থাকে , সে কত হেল্দি থাকবে। তোমরা সবাই হলে বরদানী আত্মা , সদা বাপদাদার পালনায় রয়েছ। বাইরের সবাইকে তো অন্য বায়ুমন্ডলে থাকতে হয় তাই তাদের বিশেষভাবে কিছু বরদান দিতে হয় , তোমরা তো বরদান ভূমিতেই বসে রয়েছ। বাইরের আত্মাদের এক বছরের জন্যে রিফ্রেসমেন্ট দরকার তাই তোমাদের এক একজনকে বাপদাদা কি বলবেন । তাদের বলা হয় লাইট-হাউস, মাইট-হাউস হয়ে থাকে। তোমাদেরও কি এইরকম বলতে হবে । বাইরের আত্মাদের এই কথাটির প্রয়োজন আছে কারণ এইটিই তাদের জন্যে পদ্মপুষ্প স্বরূপে ডিট্যাচ এবং লাভলী হয়ে থাকতে সাহায্য করে। এমনিতেও বাড়িতে কেউ এলে তার খেয়াল করতে হয়। তোমরা তো সদা-ই বাড়িতে রয়েছ। তাদের ডবল পার্ট প্লে করতে হয় তাই ডবল ফোর্স ভরতে হয় । তাদের জন্যে এই এক একটি শব্দ সংসার রূপী সমুদ্রে নৌকার কাজ দেয় আর তোমরা তো সংসার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে জ্ঞান সাগরের মধ্যখানে বসে রয়েছ। তোমাদের সংসার-টাই হল বাবা।

প্রশ্ন :- বাবাতাই সংসার , এই কথাটির ভাব কি ?

উত্তর :- এমনিতেও বুদ্ধি সংসারের দিকেই যায় তাইনা । সংসারে রয়েছে দুটি জিনিস - এক হল ব্যক্তি , আরেক হল বস্তু । বাবা হলেন সংসার অর্থাৎ সর্ব ব্যক্তির কাছে যা কিছু প্রাপ্তি আছে সেইসব একমাত্র বাবার থেকে। আর যে সমস্ত বস্তু থেকে তৃপ্তি হয় সেইসবও বাবার থেকে। তো সংসার হয়ে গেল কিনা। সম্বন্ধও বাবার সঙ্গে , সম্পর্কও বাবার সঙ্গে । ওঠা বসা বাবার সঙ্গে । তো বাবা-ই হলেন সংসার তাইনা । আচ্ছা ।

অস্ট্রেলিয়ার *পার্টির* *সঙ্গে*

আজ সবাই কি সঙ্কল্প করেছে ? সবাই মায়াকে বিদায় দিয়েছ কি ? যারা এখনও ভাবছে - তারা হাত তোলো। যদি এখনও বলছ যে ভাববে , তো এওতো কমজোর ফাউন্ডেশন হয়ে গেল। ভাবা অর্থাৎ কমজোরী । ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের ধাক্কা হল মায়াজিত হওয়া আর মায়াজিত করা। তো নিজের নিজস্ব ধাক্কা সম্পর্কে কিছু ভাবতে হবে নাকি ! বলো হয়েই রয়েছে । যেমন দেখো গত বছরে দুট সংকল্পের ফলে অনেক জায়গায় সেবাকেন্দ্র খুলে গেছে তাইনা ! এখন কটা সেন্টার আছে ? ১৭ , তো যেমন সংকল্প করা হয়েছে পূর্ণ হয়েছে। তেমনভাবে মায়াজিত হওয়ার সংকল্প করো। বাপদাদা তো বাচ্চাদের সাহস দেখে বারবার অভিনন্দন জানাচ্ছেন । আগামী সময়ে সেবার

ক্ষেত্রে আরও বৃদ্ধি করবে। সবাই বাপদাদার মনের প্রিয় সন্তান তোমরা । বাপদাদাও তোমাদের সঙ্গ ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। তোমরা হলে অনেক - অনেক ভ্যালুয়েবল । আচ্ছা ।

বরদান :- যথার্থ স্মরণের দ্বারা সর্বশক্তি সম্পন্ন স্বরূপ শস্ত্রধারী , কর্মযোগী ভব।

ব্যাখ্যা :- যথার্থ স্মরণের অর্থ হল সর্ব শক্তিতে সদা সম্পন্ন থাকবে । পরিস্থিতি রূপী শত্রু আসে এবং শস্ত্র কাজে না লাগলে শস্ত্রধারী বলা যাবেনা। প্রতিটি কর্মে স্মরণ করলে সফলতা প্রাপ্ত হবে। যেমন কর্ম ছাড়া এক সেকেন্ডও থাকতে পারোনা তেমনই যে কোনো কর্ম যোগ ছাড়া করতে পারোনা তাই কর্মযোগী , শস্ত্রধারী হও আর সময় অনুসারে সর্ব শক্তিগুলি অর্ডার প্রমাণ ব্যবহার করো - তবেই বলা হবে যথার্থ যোগী।

শ্লোগান : যে আত্মাদের সংকল্প এবং কর্ম মহান সেই আত্মারাই হল সর্বশক্তিমান ।

"মিষ্টি আঙ্গুরাকারী বাচ্চারা - তোমাদের সর্বদা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে, তোমরা কখনও কেঁদো না, কারণ তোমরা এখন উচ্চতম থেকেও উচ্চ বাবাকে খুঁজে পেয়েছ"

প্রশ্নঃ - কেন অতীন্দ্রিয় সুখ তোমাদের গোপ -গোপীদের ক্ষেত্রে স্মরণ করা হয় কিন্তু দেবী -দেবতাদের জন্য নয় ?

*উত্তরঃ - তোমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ। তোমরা মানুষকে দেবতায় পরিণত করবে, তোমরাই যখন আবার দেবী-দেবতা হবে, তোমরা নীচে নামতে শুরু করবে এবং তখন ডিগ্রি কম হয়ে যাবে। সেইজন্য তাঁদের সুখের গায়ন হয়না। সুতরাং, এটা তোমাদের বাচ্চাদের সুখের গায়ন।

গীতঃ- যিনি আমায় সাহারা দিয়েছেন তাঁকে ধন্যবাদ ...

ওম্ শান্তি । এই কথা একজনের নাকি দুজনের ? বাবার এবং দাদারও । "ওম্ শান্তি" কে বলেছে ? তোমাদের বলতে হবে, উভয়ই এটা বলেছেন, কারণ তোমরা জানো যে উভয়েই আত্মা । এক আত্মা এবং আরেক পরমাত্মা । এদের সবাইকে জীবাত্মা বলা হয় । তোমরা আত্মারা তোমাদের পার্ট প্লে করতে এখানে এসেছ । অন্য ধর্মের কোনও প্রশ্নই নেই । বাবা একমাত্র ভারতেই আসেন । ভারতই বার্মপ্লেস । মানুষ শিবের জন্ম-জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু তারা জানেনা তিনি কখন এবং কিভাবে আসেন ! শিব এক নিরাকারকে বলা হয় এবং তাঁর পূজাও হয় । মানুষ শিবের জয়ন্তী পালন করে । যাকিছু পাস্টে হয়েছে তারা সেইসবের উত্সব পালন করে, কিন্তু তারা জানেনা তিনি কখন এসেছিলেন এবং কি করেছিলেন ? তোমরা বাচ্চারা এখন সবকিছু জানো । তোমরা যে কোনও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, তোমরা কার রাত্রি উদযাপন করো ? মন্দিরে যাও এবং জিজ্ঞেস করো, এঁরা কারা ? কোন সময় এঁদের রাজত্ব ছিলো ? পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ? তারা নিশ্চয়ই বলবে যে, সকলের সাথে তাঁর সম্পর্ক আছে ; তিনি সকলের পরমপিতা ! সুতরাং, নিশ্চিতভাবে তাঁর কাছ থেকে সকলের সুখের বরসা প্রাপ্তি হয় । বর্তমানে, এই দুনিয়া দুঃখের । যদিও মানুষ নতুন ইনভেনশন করছে, তবুও দুঃখের কলা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে, কারণ এখন উত্তরতি কলা । কতরকম বিপর্যয় আসে । মানুষকে দুঃখের অভিজ্ঞতা করতেই হবে । যখন অধিকমাত্রায় দুঃখ বেড়ে যায়, তারা চিত্কার করে কাঁদতে থাকে আর বাবা তখনই আসেন । এই সময়ে, সমস্ত মানুষ পতিত হয়েছে এবং সেই কারণে এই দুনিয়াকে ভিশ্যাস্ ওয়ার্ল্ড (অধার্মিকতা পূর্ণ দুনিয়া) বলা হয় । সত্যযুগে কোনও দুঃখ থাকেনা । তোমরা বাচ্চারা জানো ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । এই সময় সবাই রাবণের অর্থাৎ পাঁচ অশুভ আত্মার বশে আছে । সে তোমাদের শত্রু । দুঃখের দশা । মানুষ এখন অতি তমঃপ্রধান হয়ে গেছে কারণ তারা বিকারের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে । দুনিয়া জানেনা সেখানে বিষ বলে কিছু হয়না । তারা জিজ্ঞেস করে, সেখানে বাচ্চা কিভাবে জন্ম নেয় ? তাদের বলা, সর্বপ্রথম বাবাকে জানো এবং তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নাও । তারপর সেখানে আরও যে রীতি-রেওয়াজ আছে সেইমতো চলবে । কেন তোমাদের এই সংশয় ? কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, শিববাবা যখন এখানে, নিরাকার দুনিয়ায় তখন কি আত্মারা থাকবে ? নিশ্চয়ই ! এখনও পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়ে চলেছে তার মানে সেখানে আত্মা আছে । যেমনই হোক, প্রথম এবং মূল জিনিস হলো বাবাকে এবং তাঁর বরসাকে স্মরণ করা । এইসব কথার সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক ?

তোমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হলে তারপর জিজ্ঞাসা করার জন্য আর কোনও প্রশ্ন থাকবে না । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর বরসাকে । যদি সহজভাবে মুক্তি পেতে চাও "মনমনাভব" এবং যদি রাজস্ব পেতে চাও তবে "মধ্যাজীভব" ।

বাচ্চারা তোমরা জান তোমাদের কে পড়ান ? এই চৈতন্য পাত্রে চৈতন্য হীরে বসে আছেন । তিনি সত্য বাবাও । পরমাত্মা এই দেহের মাধ্যমে কথা বলেন । যখন কেউ মারা যায় তার আত্মাকে আহ্বান করা হয় । সেই সময় মনে করা হয় যে আমাদের বাবার আত্মা এসেছে ; যেন দুটি আত্মার হয়ে গেল । সেই আত্মা এসে উৎসর্গ করা খাবারের ঘ্রাণ নেয়, কিন্তু, বাস্তবে সে সবই ড্রামা । তাসত্বেও, তারা তাদের বিশ্বাসের প্রতিদান পায় (ভাবনার ভাড়া) । পূর্বকালে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট আত্মবল ছিল যার জন্য আত্মারা আসত এবং কথা বলত । সেই আত্মাকে প্রবল উত্সাহে খাওয়ানো হত । তারা আত্মা সম্বন্ধে কিছু জানতনা । যে ব্রাহ্মণের শরীরে আত্মাকে ডাকা হত সেই শরীরে বিদ্যমান আত্মা সমস্ত খাদ্যবস্তুর ঘ্রাণ নিত । বাবা তো ঘ্রাণটুকুও নেননা কারণ তিনি অভোক্তা (কর্মফল ভোগের উর্ধে) । আত্মাই সবকিছু সহ্য করে বা ভোগ করে । বাবা বলেন, আমি অভোক্তা । আত্মা সুন্দর গন্ধের ঘ্রাণ নেয় কারণ সে এইসবের বশবর্তী হয়ে পড়ে । আমি কোনও সৌরভে আকৃষ্ট হইনা । আমার সাথে যোগে স্থির হলে তোমাদের বিকর্ম দ্বন্দ্ব হয়ে যাবে । তোমরা বোঝাতে পারো, শিব যদিও নিরাকার, মানুষ তবুও শিবের জন্মদিবস পালন করে, এক আত্মার জন্মদিবস পালিত হয় ; আত্মা শরীরে এসে প্রবেশ করে । একমাত্র শিব পতিত-পাবন । যাঁর আহ্বান করা হয় ; তিনি এসে যেন তাদের রাবণের দুঃখ থেকে লিব্যারেইট (মুক্ত) করেন । এই সময় পাঁচ বিকার সর্বব্যাপী । চক্রের অর্ধেক অর্ধেক তাই না ! যখন রাবণরাজ্য শুরু হয় তখন অন্যান্য ধর্মগুলোও আসে । তাদের সবাইকে নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে আসতেই হয় । আমি এখানে আসি । তোমরা বাচ্চারা জানো আমি এসে তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তৈরি করি, এই চৈতন্য পাত্রে বসে । তিনি সং-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানের সাগর । তোমরা এখন তা' জানো । বাবা তোমাদের মনে করিয়ে দেন এবং সেইজন্য তোমরা তাঁকে স্মরণ করো, কিন্তু তারপর তাঁকে ভুলে যাও । পোপ ইত্যাদিদের চৈতন্য শরীর আছে বলেই তারা বিখ্যাত । তাদের অনেক গুণগান হয় । এখানে, এই পাত্রে এক হীরে লুকিয়ে আছেন । তিনি মাত্র একবার আসেন , একথা কেউ জানেনা । তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এই ব্রহ্মার মধ্যে বসে আছেন । ইনি আমাদের সত্য বাবা এবং সত্য টিচারও । এটা একটা পাঠশালা । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ এটা ভুলে যায় । একজন মানুষের চালচলন থেকে তোমরা তার সবকিছু বুঝতে পারো । তোমাদের মধ্যেও কোনও কোনও বাচ্চা সামান্য পরীক্ষা দিতেই ফেল হয়ে যায় । বাচ্চারা বলে, তুমি যা-ই খাওয়াও না কেন, যা-ই ঘটুক না কেন, আমাদের ভালোবাস, মারো সুযোগ্য সন্তানরা আঙ্গাকারী হয় । বাবা বলেন, বাচ্চারা কখনও কেঁদেনা । তোমাদের সামনে এমন সুমহান পিতা এবং প্রিয়তম , তবুও তাঁর অংশস্বরূপ হয়ে তোমরা কাঁদবে ! আমি তোমাদের বড় বাবা বসে আছি । মায়া তোমাদের নাক ধরতেই তোমরা কেঁদে ফেলো । গায়ন আছে - তোমরা যদি অতীন্দ্রিয় সুখ কি জানতে চাও, তবে গোপ-গোপীদের জিজ্ঞাসা করো । যতই হোক, মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয় । তোমাদের উচিত বাবার কাছে সমর্পিত হওয়া এবং নিজেদের উৎসর্গ করা । অন্তর্মানে স্মরণ থাকলে তোমরা সুখের অনুভব করতে পারবে । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো বাবা সত্যকারে ইন্দ্র, সেই ইন্দ্র নন যিনি বৃষ্টির বর্ষণ করেন । বাবা জ্ঞানের ইন্দ্র । ইন্দ্রধনু উদ্ভূত হয় এবং অনেক তার রঙ, কিন্তু তিনটে রঙই মুখ্য । বাবা এখন তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ যে আদি -মধ্য -অন্তকে জানে, স্বদর্শন চক্রধারী, যে সময় চক্রের তিনকালকে জানে । এই কথা নিজের সঙ্গে মিলিয়ে

নাও । তোমরা বাচ্চারা জানো এটা ইন্ডসভা । এইজন্য বাবা লেখেন - কোনও বিকারি, নোংরা, অপবিত্র বস্ত্র আমার সভায় আসতে পারবেনা । তোমরা পরীরা ডান্স করছ, গুণের ডান্স । গুণ-ইন্ডের পরীদের প্রতি নির্দেশ আমার এখানে কোনও ভিশ্যাস্ (vicious) মানুষ আনবেনা । তোমাদের কাছে ভিশ্যাস্ মানুষ আসবে ভাইসলেস হতে । কিন্তু আমার সভায় অবশ্যই নিয়ে আসবেনা । এটাই আইন । বাস্তবে আমি অনেকের সাথে কথা বলি । অজ্ঞাকারী এবং সুযোগ্য বাচ্চা হলে, অন্যদের লভ্ সেই বাচ্চার কাছে টেনে আনে । ঠিক যেমন গান্ধীর জন্য সকলের লভ্ আছে । তিনি ভালো কাজ করেছিলেন । তোমাদেরও এই পূর্ব নির্ধারিত ড্রামাকে বুঝতে হবে । এটা হুবহু রিপিট হচ্ছে । এর জন্য কাউকে দোষারোপ করা যায়না । রাবণের সবাইকে ভ্রষ্টাচারী বানাতেই হবে । একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই এইসব জিনিস বুঝবে । অন্যেরা এইসবের কি বুঝবে ! তারা পতিত-পাবন বলে কিন্তু জানেনা তিনি কে ; তারা কোনও কিছু বোঝেনা । তোমরা তারাই, যারা পূর্ব কল্পেও বাবাকে সাহায্য করেছিলে । সত্যযুগে তোমরা জানতে পারবেনা কিভাবে তোমরা রাজ্য লাভ করেছিলে ।

এখন তোমরা জানো, বেহদের বাবা কত বিশিষ্ট ! বাবাই ভারতকে কড়ি থেকে মূল্যবান হীরেসমান তৈরি করেন । স্বর্গে একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো । এখন আবার একবার স্থাপনা হচ্ছে । সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতেই হবে ; এর রেসপনসিবিলিটি পরমপিতা পরমাত্মার একার । বাবা এসে সবাইকে ধনবান বানান । বাবা তোমাদের বোঝান তোমরা কিভাবে অনাথ হয়েছ এবং কবে রাবণরাজ্য শুরু হয়েছিলো । তোমরা এইসব জানোনা । মানুষ এখনও রাবণের কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালাচ্ছে । এই সময় ভক্তি মার্গের উত্তরতি কলা । সত্যযুগকে রামরাজ্য বলা হয় । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান কেননা তোমাদের কলা ক্রমশঃ কমে আসছে । এই সময় তোমাদের রাজোচিত আচরণ হওয়া উচিত । তোমরাই মানুষকে দেবী-দেবতায় পরিণত করো । গোপ -গোপীদের অতীন্দ্রিয় সুখের গায়ন হয় । এরকম বলা হয়না, অতীন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণকে জিজ্ঞেস করো । কিন্তু গোপ গোপীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কারণ তারা ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমরা দেবতা হও আর তারপর আবারও তোমাদের ডিগ্রি (কলা) কমতে থাকে । রাজারা কত সমারোহের সাথে চলে , কিন্তু তারা সকলেই তমঃপ্রধান । তোমাদের কাছে ব্রহ্মার যে ছবি আছে তা'দেখে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয় । তোমাদের কাছে লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি আছে, এক ত্রিমূর্তি সহ এবং অন্যটা ত্রিমূর্তি ছাড়া, শুধু শিববাবার ছবি আঁকা হয়েছে । সুতরাং, তোমাদের এই দুটো ছবিই রাখা উচিত । ব্রহ্মা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাদের বলা, কার দেহে ঈশ্বরের প্রবেশ হবে ? ব্রহ্মা এবং সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং নারায়ণ হন । তিনি অবশ্যই ব্রহ্মার শরীরে আসেন সেইজন্য ব্রাহ্মণের রচনা হয় । তা নাহলে এত বাচ্চা কিভাবে হবে ? এই সকল বাচ্চা ব্রহ্মার, ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । তোমরাও ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী । প্রজাপিতা ছাড়া কিভাবে সৃষ্টি রচনা হবে ? নতুন সৃষ্টির রচনা হচ্ছে । তোমরাও নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তোমরা এটা বিশ্বাস করোনা । তোমরা যদি এখন ব্রাহ্মণ না হও, তবে তোমরা দেবী-দেবতাও হতে পারবেনা । তোমরা বুঝতেও পারছ যাদের স্যাপলিং লাগানো হয়েছে তারাই এখানে আসবে । বাবা তোমাদের স্পষ্ট করে সব বুঝিয়ে দেন ! প্রত্যেকের অবস্থা বাবা জানেন । কেউ কেউ একটা জিনিষের জন্য ক্ষুধার্ত, অন্যান্যরা ফ্যাশন ইত্যাদির জন্য । তোমরা এসে বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, বাবা আমি কি সঠিকভাবে চলছি ? আমি যা করছি তা'রাইট অথবা রং (right or wrong) ? বাবা ততক্ষণাত্ বুঝে নেবেন তুমি যা কিছু করছ সেটা ভয় থেকে করছ । দেখো, গান্ধীজীকে সকলে কত সাহায্য করেছে ! তবুও তিনি নিজে কিছু খাননি, সবকিছু তাঁর দেশের জন্য করেছেন । গান্ধীজী তবু মানুষ ছিলেন, কিন্তু ইনি বেহদের বাবা । শিববাবা দাতা, তিনি

বাচ্চাদের জন্য সবকিছু করেন। তোমরা মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কেন তুমি একটাকা দাও ? তারা বলে, আমরা এটা শিববাবাকে দিই ২১ জন্মের বরসা নেওয়ার জন্য। তোমাদের এইরকম কোনও ভাবনা থাকা উচিত নয় যে, তোমরা শিববাবাকে দিচ্ছ। বরং পরিবর্তে তোমরাই ২১ জন্মের বরসা নাও। বাবা দীননাথ। তিনি তোমাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন। এটা তোমাদের বুদ্ধিতে ধরে রাখো। তিনি সবকিছু বাচ্চাদের জন্য করেন। গান্ধীজীও এইসব কাজের ক্ষেত্রেই লাগাতেন। নিজের জন্য কোনও কিছু রাখেননি ; তাঁর সবকিছু তিনি দান করেছিলেন। যারা অন্যকে দেয় তারা নিজের জন্য কিছু রাখেনা। সন্ন্যাসীরা সবকিছু ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু আবার ফিরে এসে সমস্ত কিছু নেয়। তাদের কাছে অনেক ধনসম্পত্তি ; তাদের অনেক ফ্ল্যাট ইত্যাদি আছে। বাস্তবে, সন্ন্যাসীদের হাতে এক পয়সাও থাকা উচিত নয়। এটাই আইন, এটাই নিয়ম। তারা কখনও দানী হবেনা। তোমাদের বাবার পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। বাবা, এই সবকিছু তোমার। তুমি যেভাবে আশ্রয় বলবে আমি সেভাবে খরচ করব। বাবা অনবরত ডিরেকশন দিতে থাকেন, তোমরা বাচ্চারা কিন্তু অভ্যাস কোরো। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) প্রতি পদক্ষেপে বাবার রায় মেনে চলো। তোমাদের অবশ্যই নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে। বাবা যেখানে বসাবেন সেখানে বসো বাবা যা খাওয়াবেন তাই খাও। আঞ্জাকারী হয়ে থাকতে হবে।

২) তোমাদের আচার-আচরণ রয়্যাল এবং শ্রেষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান এইজন্য তোমাদের অবশ্যই প্রত্যেকের সাথে বিরাট রয়্যালটি নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। অবশ্যই তোমরা কেঁদোনা।

বরদানঃ- কর্ম আর যোগের ব্যাল্যান্স দ্বারা সর্বজনের রেসিংস্ প্রাপ্ত করে সহজ সফলতা মূর্ত ভব

কর্মে যোগ এবং যোগে কর্ম, এইরকম কর্মযোগী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, শ্রেষ্ঠ স্থিতি এবং শ্রেষ্ঠ বায়ুমণ্ডল তৈরী করে সকলের আশীর্বাদ পাওয়ার অধিকারী হয়ে যায়। কর্ম আর যোগের ব্যাল্যান্স করে সব কর্মে বাবা দ্বারা রেসিং প্রাপ্তি তো হয়ই কিন্তু যাদের সম্পর্ক-সম্বন্ধে আসে তাদের থেকেও রেসিংয়ের প্রাপ্তি হয়, সকলেই তাকে ভালো বলে মানে এবং তাদের এই ভালো মানাই রেসিংয়ের কাজ করে। তাই যেখানে আশীর্বাদ আছে সেখানে সহযোগ আছে এবং এই আশিস আর সহযোগই সফলতা মূর্ত বানিয়ে দেয়।

স্লোগানঃ- সর্বদা খুশিতে থাকা আর খুশি ভাগ করে নেওয়া, এই হল সত্যিকারে সেবা।

"* মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই নেশায় থাকো যে জ্ঞানের সাগর বাবা আমাদের জ্ঞান দান করে স্বদর্শন চক্রধারী , ত্রিকালদর্শী বানিয়েছেন , আমরা হলাম ব্রহ্মা বংশীয় ব্রাহ্মণ । "*

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হলেই পদমাপদম ভাগ্যশালী হয়ে যাও -- কিভাবে ?

উত্তর :- ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করা । বাবার বাচ্চা হলেই এক সেকেন্ডে বর্ষার অধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে । জীবনমুক্তি হলো তোমাদের অধিকার, তাই তোমরা পদমাপদম ভাগ্যশালী । বাদবাকি এই মৃত্যুলোকে তো কোনো সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিই নেই । এখানে অকালে মৃত্যু হতেই থাকে । তোমরা বাচ্চারাই কেবল কালের উপর জয় পাও । তোমাদের ত্রিকালদর্শীতার জ্ঞানও আছে । শিববাবা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের ঝুলি ভর্তি করে দিচ্ছেন ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমরা কাঁটা থেকে ফুল হতে চলেছি , অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হতে চলেছি । বাচ্চারা জানে যে এ হলো কাঁটার জঙ্গল । এখন আমাদের ফুলের বাগানে যেতে হবে । এই দিল্লী কোনো এক সময় পরীস্থান ছিলো । তোমরা বাচ্চারা যখন দেবতা ছিলে তখন তোমরাই এখানে রাজত্ব করত । কেউ কেউ রাজা , মহারাজার রূপে কেউ কেউ আবার প্রজার রূপে এই কথা তো এখন সবাই জানে যে , বরাবর এই সৃষ্টি এখন কবরস্থান হয়ে যাবে । এর ওপরেই তোমরা পরীস্থান বানাতে । তোমরা জানো যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া এখন নতুন ভাবে তৈরী হবে । যমুনা নদীর ধারেই রাধা - কৃষ্ণ , লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন । এমন নয় যে রাধা - কৃষ্ণ একই রাজ্যের ছিলেন । না , তারা আলাদা রাজধানীর ছিলেন । কৃষ্ণ আলাদা রাজধানীতে ছিলেন । দুজনের স্বয়ংবর হয়েছিলো । স্বয়ংবরের পরে তাঁরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়েছিলেন তারপর তাঁরা যমুনা নদীর ধারে এই পরীস্থানে রাজত্ব করতেন । এই রাজবংশ অনেককালের পুরোনো । আদি সনাতন দেবী - দেবতাদের রাজত্বকাল সেই সময় থেকে চলে আসছে । কিন্তু এই কথা একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো । তোমরাই তোমাদের পরীস্থান বানাচ্ছ । রাজধানী তোমরাই স্থাপন করছো । কিভাবে স্থাপন করছো ? এই যোগবলের দ্বারা । দেবী - দেবতাদের রাজধানী লড়াইয়ের দ্বারা স্থাপন হয় নি । তোমরা এখানে রাজযোগ বল শিখতে এসেছো যা ৫০০০ বছর আগে শিখেছিলে । তোমরা বলবে হ্যাঁ , আগের কল্পেও আজকেরই দিনে এই সময়ে আমরা বাবার থেকে এই পড়া শিখেছিলাম । এখানে কেবল বাবার সন্তানরাই আসে । বাচ্চাদের ছাড়া বাবা আর কারোর সাথেই কথা বলেন না । বাবা বলেন যে আমি কেবল আমার বাচ্চাদেরই শেখাই । তোমাদের কতো নেশা থাকা চাই । জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা , তাঁকেই জ্ঞান জ্ঞানেশ্বর বলা হয় , এর অর্থ হলো ঈশ্বর , যিনি জ্ঞানের সাগর , তিনি এই সময় তোমাদের জ্ঞান দেন । কোন্ ধরনের জ্ঞান ? এই সৃষ্টির আদি , মধ্য আর অন্তের জ্ঞান । তোমরা বাচ্চারাই স্বদর্শন চক্রধারী হও । তোমরাই হলে ব্রহ্মা বংশীয় । বিষ্ণুবংশীয় যারা রাজ্য করবে তারা কিন্তু স্বদর্শন চক্রধারী বা ত্রিকালদর্শী হয় না । তোমরাই হলে ব্রহ্মাবংশীয় , তোমরাই আবার দেবতা হবে । আমরাই সূর্যবংশী , তারপর চন্দ্রবংশী তারপর বৈশ্যবংশী এবং শূদ্রবংশীতে আসবো । এখন আবার আমরা ব্রাহ্মণবংশী হচ্ছি । তোমরা সবসময় জানো যে তোমরাই হলে স্বদর্শন চক্রধারী । সারা সৃষ্টির আদি , মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আমাদের মধ্যে আছে । এর দ্বারাই আমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবো । এই জ্ঞান কিন্তু সব ধর্মের মানুষদের জন্য । শিববাবা সবাইকেই বলেন - এই ব্রহ্মাকেও আমিই এই জ্ঞানের কথা শোনাই , তাঁর আত্মাও এখন এই কথা শুনছে । তোমরা এখন

ব্রাহ্মণ । প্রতিটা মানুষই যেমন শিববাবার বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাবাবারও বাচ্চা । ব্রহ্মাবাবা হলেন গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার , তিনি আমাদের এই শরীরের বাবা আর শিববাবা হলেন সকলের রুহানি বাবা । শিববাবাকে প্রজাপিতা বলা হয় না । শিববাবা হলেন আত্মাদের বাবা । বাবা বলেন যে আমি ভারতবাসীদের রাজ্য , ভাগ্য দিই , তাদের হীরের মতো সদা সুখী বানাই , এবং আমিই ২১ জন্মের জন্য তাদের বর্ষা বা সম্পত্তি দিয়ে থাকি । তারপর তারা যখন পূজ্য থেকে পূজারী হয় তখন তারাই আবার আমার গ্লানি করতে থাকে । বাবা বলেন যে - তোমাদের বাবা আমি কত উচ্চ , আমিই ভারতকে স্বর্গ রাজ্য বানাই । কিন্তু তোমরা আমাকেই সর্বব্যাপী বলে আমার গ্লানি করো । ৫০০০ বছর আগে এই ভারত স্বর্গ ছিলো । এ তো কালকের কথা । তোমরাই তখন রাজ্য করতে সেখানে আলোর দুনিয়া ছিলো আজ এই দুনিয়া অন্ধকার । কিন্তু মানুষ ভাবে এই দুনিয়াই স্বর্গ । ভারতবাসীরা গাইতে থাকে নতুন দুনিয়ায় যেন নতুন ভারত ,রামরাজ্য হয় । মানুষ কিন্তু এই কথাকেই নতুন ভাবে । এ হলো নাটক । এটা মায়ার অস্তিম মায়াজাল । এখন রাবণ রাজ্যের মৃত্যু এবং রামরাজ্যের জয় হতে হবে । রামরাজ্য কোনও রামসীতার রাজ্য নয় । সূর্যবংশীয় রাজ্যকে রামরাজ্য বলা হয় । তোমরা সূর্যবংশীয় রাজা-রানী হওয়ার জন্য এসেছ । এই হলো রাজযোগ । এই নলেজ ব্রহ্মা বা কৃষ্ণ পড়াননা । একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা এই নলেজ তোমাদের পড়ান । উঁনি বাবা পতিতপাবন, সারা বিশ্বকে হেভেনে পরিণত করেন এবং সুখ-শান্তি দেন । এই ভারত প্রথমে সুখধাম ছিলো । সবাই শান্তিধাম থেকে আসে । আমি আত্মা, প্রথমে শান্তিধামের নিবাসী ছিলাম । আত্মা, পরমাত্মা নয় । আমি আত্মা সূর্যবংশী ছিলাম তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হলাম । এখন আবার ব্রাহ্মণ বংশে এসেছি । চক্রের এই খেলা যেন ডিগবাজির খেলা । সর্বাগ্রে, শীর্ষ চূড়ায় ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয় । টোটাল ৮৪ জন্মের মধ্যে দিয়ে তোমাদের যেতে হবে । বাচ্চারা ! এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কথাই নেই । সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি । তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ এবং উত্তরাধিকার নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছ । যত তাড়াতাড়ি হয় মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে তোমরা বরসা নাও । এও সেকেণ্ডের কথা । জনক এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি লাভ করেছিলেন । তোমরা ঈশ্বরের হয়েছ সুতরাং ,বাবার থেকে বরসা নেওয়ার অধিকার তোমাদেরও আছে । তোমরা অমরলকের মালিক হও, এটা মৃত্যু লোক । তোমাদের থেকে সৌভাগ্যশালী আর কেউ নেই । এখানে অকালমৃত্যু হয় আর তোমরা কালের উপর বিজয় লাভ করো । বাবা সর্ব কালেরও কাল আর সেই বাবার থেকে তোমাদের কত বরসার প্রাপ্তি হয় ! সন্ন্যাসীরা এইসব জানেনা । সব ধর্মকে এটা জানতে হবে সেইজন্য এই চিত্র বানানো হয়েছে । এটা পাঠশালা । তোমাদের কে পড়ায় ? ভগবান বলেন, কৃষ্ণ তোমাদের পড়ায় না । জ্ঞানের সাগর কৃষ্ণ নয় জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি তোমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন । তোমরাই জ্ঞান গঙ্গা । দেবতাদের মধ্যে এই জ্ঞান থাকেনা । তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এই জ্ঞান আছে, সময়চক্রের তিন কালের । একমাত্র তোমরা এই সময় নলেজ পড়ে উত্তরাধিকার লাভ করছ । রাজযোগ শিখে স্বর্গের রাজারানী হও । তোমরা জানো বাবা দ্বারা তোমরা কালের উপর জিত কয়েম করছ । সেখানে তোমাদের সাক্ষাত্কার হবে, তোমরা পুরনো শরীর ছেড়ে আবারও ছোট শিশু হয়ে আসবে । সাপের উপমা আছে । সমস্ত উদাহরণ তোমাদের জন্য । এই ভারত প্রথমে শিবের মন্দির ছিলো । চৈতন্য দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, যাঁদের মন্দির বানানো হয়েছে । শিববাবা এসে শিবালয় বানান । রাবণ পরে এসে গণিকালয় বানায় । মহান পণ্ডিত, বিদ্বান লোকেরা জানেনা রাবণ কি ! তোমরা জানো, অর্ধকল্প ধরে রাবণ রাজ্য চলে । প্রথমে দিল্লিতে গডেস লক্ষ্মী এবং গড নারায়ণের রাজ্য ছিলো । বলা হয়, ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিলো । যাই হোক, তারপরে তারা এটা ভুলে গেছে । কারও একজনের মৃত্যু হলে লোকেরা বলে সেই ব্যক্তি স্বর্গে গেছে । তারা সহজেই এই কথা বলে তাদের মুখ

মিষ্টি করায় । ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন পুনর্জন্ম স্বর্গে হতো । ভারত এখন নরকে পরিণত তাই পুনর্জন্মও নরকেই হয় । বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা কি মনে করতে পারো আমি যে প্রত্যেক কল্পে আসি আর তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই ? এখন তোমরা পবিত্র থেকে পতিত হয়েছ । এই কর্তব্য এক বাবারই । তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে শিববাবা, উঁচুতম থেকেও উঁচু, এখানে বসে তোমাদের বেদ এবং শাস্ত্রের সার ব্রহ্মার দ্বারা শোনাচ্ছেন । ভক্তিমার্গে মানুষ খরচ করতে করতে কড়িসম হয়ে গেছে । বাবা বলেন, আমি তোমাদের হীরে জহরতের মহল বানিয়ে দিই । তারপর তোমাদের নীচে নামতেই হয় ; কলা কমারই ছিলো । সেই সময় কেউ উপরে উঠতে পারেনা কেননা সেটা নীচে নামারই সময় । এই সময় তোমরা সবচেয়ে উঁচু, ঈশ্বরীয় সন্তান এবং তারপর তোমরা দেবতা, ঋগ্বেদ ...হতেই হবে । যতই কেউ দান পুণ্য করুক, ভক্তিমার্গে খরচ করতে করতে কলা কমতেই হবে । বাবাও বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাদের ধনবান বানিয়েছি তোমরা সেই ধন নিয়ে কি করেছ ? বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা আপনারই মন্দির বানিয়েছি । বাবা শিব ভোলানাথ আবারও ২১ জন্মের জন্য আমাদের ঝুলি ভরছেন । বাবা বলেন, আই অ্যাম ইওর ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট মোস্ট ওবিডিয়েন্ট ফাদার, মোস্ট ওবিডিয়েন্ট টিচার । পারলৌকিক ফাদার, পারলৌকিক টিচার আর পরলোক নিবাসী মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সত্গুরুও । আমি তোমাদের আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাব । অন্য কোনও গুরু তার সাথে তোমাদের নিয়ে যাবেনা । এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই । এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছ । এই বাবাকে তোমরা সেই নেত্র দ্বারা দেখো । বুদ্ধির নেত্র দ্বারা বাবাকে উপলব্ধি করা যায় । তোমরা শিববাবার থেকে রাজ্যাধিকার লাভ করো । এই ব্রহ্মাও শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে । শিববাবা উচ্চতম থেকেও উচ্চ । তারপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর, তারপর ব্রহ্মা এবং সরস্বতী, এবং তারপরে লক্ষ্মী এবং নারায়ণ ; এই পর্যন্তই সব । তারা কত কত চিত্র বানিয়েছে । ছয়-আট হাতের কোনও ছবি নেই । সেইসব কিছু ভক্তিমার্গের খেলা । ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ এনার্জি । বাস্তবে, সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি গীতা । তারা একটা ভুল করেছে, এই শাস্ত্রে বাবার নামের পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে দিয়েছে । এটাও ড্রামা । সবার সদগতি দাতা, পতিত-পাবন এক বাবাই । আরেক বাবা হলেন ব্রহ্মা, প্রজাপিতা এবং তৃতীয় বাবা লৌকিক বাবা । জন্মে জন্মে তোমরা দুই বাবাকে পাও । একমাত্র এই সময়েই তোমরা তিন বাবাকে পাও । এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কথা নেই । বলা হয়, জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য । বৈরাগ্য দুই রকমের । এক হলো হৃদয়ের আর এক হল বেহৃদয়ের । সন্ন্যাসী তাদের ঘর-সংসার ছেড়ে বনে চলে যায় । এখানে, তোমরা বুদ্ধির সাহায্যে পুরনো দুনিয়া ছেড়ে যাও । সেটা হঠযোগ আর এটা রাজযোগ । হঠযোগী কখনও রাজযোগ শেখাতে পারেনা । এই যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো বুঝতে হবে । একমাত্র এই সময় তোমরা বাচ্চারা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হও । প্রথম নম্বর, সবচেয়ে বড় কাঁটা দেহ-অভিমান । একমাত্র বাবা তোমাদের এই কাঁটা থেকে মুক্ত করে দেন ; অন্য কারও এই ক্ষমতা নেই এটা করার । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এই পুরনো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে বেহৃদয়ের বৈরাগী হতে হবে । দেহ-অভিমানের অশুভ শক্তিকে সরিয়ে দাও ।

২) বাবার মতো ওবিডিয়েন্ট হয়ে সবার সেবা করো । অন্যদের নিজের সমান বানাও । কোনও ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়োনা ।

বরদানঃ-সর্বদা উত্সাহ-উদ্দীপনার ডানায় ভর করে উড়তি কলার স্থিতি অনুভব করে কর্মযোগী ভব

উত্সাহ-উদ্দীপনা তোমাদের ব্রাহ্মণদের উড়তি কলার পাখা । যদি কার্য হেতু নীচে আসতেও হয় তবে উড়তি কলার স্থিতি দ্বারা কর্মযোগী হয়ে সেই কর্ম করো । এই উত্সাহ-উদ্দীপনা ব্রাহ্মণদের পরম শক্তি । নিরস জীবন নয় , উত্সাহ-উদ্দীপনার মাধুর্য তোমাদের মনোবল কখনও নষ্ট হতে দেবেনা, সবসময় খুশিতে হৃদয় ভরে থাকবে । উত্সাহ তুফানকেও উপহার বানিয়ে দেয় । পরীক্ষা বা সমস্যাকে মনোরঞ্জন অনুভব করায় ।

শ্লোগানঃ- যারা অশরীরি স্থিতির অভ্যাস করে তাদের শরীরের আকর্ষণ আকৃষ্ট করতে পারেনা।

*"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন,তোমাদের বাচ্চাদের তাঁর মতন
অশরীরী বানাতে, যখন তোমরা অশরীরী হবে তখনই বাবার সাথে যেতে পারবে।"*

প্রশ্ন :- বাবার কোন আদেশনামা পালন করলে নিরন্তর যোগী হতে পারবে ?

উত্তর :- বাবার প্রথম আদেশনামা হলো যে, বাচ্চারা তোমাদের এই দেহকে ভুলতে হবে। দেহকে ভুলে নিজেকে আত্মা রূপে নিশ্চয় করলে বাবার স্মরণ নিরন্তর চলতে থাকবে। সর্বদা একটাই শিক্ষা নিশ্চিত করো যে আমি আত্মা নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী, এর ফলে তোমাদের দেহ- অহংকার সমাপ্ত হয়ে যাবে। বুদ্ধিতে কোনো দেহধারীর স্মরণ না এলে তাহলে নিরন্তর যোগী হতে পারবে।

গান :- তোমাকে পেয়ে আমরা পুরো দুনিয়া পেয়েছি.....

ওম্ শান্তি। এটা কে বললো? আত্মা বললো ওম্ অর্থাৎ আমি শান্ত স্বরূপ আত্মা। এই সব বোঝবার কথা। প্রথমে তো নিজেকে আত্মা রূপে নিশ্চয় করো। প্রথম আমি আত্মা। পরে শরীর প্রাপ্ত হয়। আমরা আত্মারা কার সন্তান? সেই শান্তির সাগর, জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। উনি সর্বদাই শান্ত স্বরূপ। আমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে আর এক শরীর নিই। পাট প্লে করি। শিববাবা বিচিত্র। সেই আত্মার নিজের কোনো চিত্র নেই। তোমাদের তো নিজের চিত্র (শরীর) আছে। তোমরা সব সময় কথা বলছ। বাবা বলেন, আমি সর্বদাই বিচিত্র (বিদেহী), ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর সূক্ষ্ম চিত্রবান (শরীরী)। আমি বিচিত্র (বিদেহী)। তোমরা আত্মারাও আমার সাথে নির্বাণধামে থাকো। বিচিত্র বাবা বসে আমাদের এই জ্ঞান শোনান। তোমরা আত্মারা তাঁর কাছ থেকে শোনো। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, এই হলো দুঃখধাম। মানুষ বলে আমরা পতিত হয়েছি। কিন্তু আমাদের এমন পতিত কে বানিয়েছে? বাবা তো বানাননি? মাতাপিতার রূপে তোমরা বাবার মহিমা করো, তোমরা বলো তুমি মাতা, তুমিই পিতা... তাঁর সাথে যে অনন্ত সুখের ঘেরাতে ছিলে, তাকে সমস্ত ভারতবাসী স্মরণ করে। একে ভ্রাতৃত্ব ভাব বলে। তারপর তোমরা শরীরে এলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা হয়। আত্মা অবিনাশী, কিন্তু তোমরা বলতে পারোনা এটা ফাদারহুড। সল্ল্যাসীরা বলে, শিবোহম্ এবং ততত্বম অর্থাৎ আমি শিব, যে তুমি, সে-ই আমি; অথবা তারা এমনও বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তাহলে তো সবাই ফাদার হয়ে যায়, এই কথা নিয়ম বিরুদ্ধ। বাচ্চারা মুক্তি এবং জীবন-মুক্তির বর্সার জন্য আহ্বান করে। তাহলে যখন এখানে আস তখন নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। আমি আত্মা; এমন না যে আমি পরমাত্মা। আমরা হলাম আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার আমরা সবাই বাচ্চা, ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। তোমরা সবাই ব্রহ্মার সন্তান আর শিববাবার পৌত্র পৌত্রী। সবাই পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। মানুষ বলে হে, ঈশ্বরীয় পিতা। যাই হোক, তোমরা যদি তাঁকে সর্বব্যাপী বলো, তাহলে বর্সা কি করে পাবে। ভক্তিমার্গে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে। ভগবান এক এবং তোমরা সবাই ভক্ত। ব্রাইডস অনেক, ব্রাইডগ্রুম অথবা সাজন এক, অতি পরম প্রিয়। উনি বাবা আর বাকি সবাই তাঁর সন্তান। সুতরাং, আর অন্য কাউকে তোমরা স্মরণ করো না। বাবার আদেশ, ওহে আমার বাচ্চারা!

তোমাদের এই দেহকে স্মরণ করো না । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । আত্মাই বলে, আমরা দুঃখী, আমরা ব্রষ্টাচারী। এখানে তো দৈবী রাজত্ব নেই । পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিলো, যেখানে রাজা রানী এবং প্রজাগণ সুখী ছিলো । অকাল মৃত্যু হতো না । খুব অল্প সংখ্যক মানুষ ছিলো । এই সবকিছু ভারতবাসী ভুলে গেছে, আমাদের ভারত আগে হেভেন ছিলো । এমনকি তারা বলেও হেভেনলি গড ফাদার । নিরাকার দুনিয়াকে হেভেন বলা হয়না । স্মরণ করো, আমরা আত্মা নিরাকার দুনিয়ার অধিবাসী । তোমাদের অন্য কাউকে স্মরণ করা উচিত নয় । দেহ-অভিমান ছেড়ে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। এই যে কুস্ত্র মেলা হয়, সেটা সুন্দর সঙ্গমযুগের মেলা নয় । সঙ্গম হলো কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি । কলিযুগ পতিত দুনিয়া । একজনও পবিত্র নেই । যদিও মহাত্মারা আছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই পবিত্র নয় । তাঁরা সবাই বলেন , এই দুনিয়া পতিত । মানুষ কুস্ত্র যায় পবিত্র হওয়ার জন্য । তারা গঙ্গায় স্নান করে ; অতএব, তারা নিশ্চয়ই পতিত হবে । সাধু-সন্ন্যাসীরা সবাই সেখানে যায় পবিত্র হতে । বাবা বলেন, আমি তখনই আসি যখন অধিক মাত্রায় ব্রষ্টাচার বেড়ে যায় এবং মানুষ অতি দুঃখী হয়ে যায় । আমি এসে সবাইকে উদ্ধার করি। আমি পাথর বুদ্ধি সব গণিকা, সাধু-সন্ন্যাসী, গুরু ইত্যাদির উদ্ধার করতে আসি, কেননা তারা পবিত্র আত্মা নয় । পতিত দুনিয়ায় কেউ পবিত্র হয়না এবং পবিত্র দুনিয়ায় কোনও অপবিত্র কিছু থাকেই না ; সেটাই আইন । সাধুগণ নিজেদের মহান আত্মা ভাবেনা, তাঁরা তো নিজেদের পরমাত্মা ভাবে । শিবোহম্ বলে। প্রাচীন মহাত্মারা বলে থাকেন যে, পরমাত্মা আদি অন্তহীন, তিনি রচয়িতা এবং তাঁর রচনা আদি অন্তহীন । তাহলে তিনি নির্বাণধাম নিয়ে যাবেন কি করে ? ওদের জানা নেই যে ভারত জীবন মুক্ত ছিলো । সেই সময় অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । কেবল সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীরা ছিলো । তারপর সূর্যবংশী বদলে গিয়ে চন্দ্রবংশী হয় । সূর্যবংশীরা পরিবর্তিত হয়ে যখন চন্দ্রবংশীয় হয় ; তাদের পুনর্জন্ম নিতে হয় । তাঁরা ৮৪ বার পুনর্জন্ম নেয়, ৮৪ লাখ নয়, এটা বড়সড় একটা মিথ্যা ! ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত্রি, সূতরাং ৮৪ জন্ম নিতেই হয় । বাবা এখানে বসে আছেন এবং বোঝাচ্ছেন, এখন আর অন্য কাউকে স্মরণ করো না । আমি আত্মা, পরম প্রিয় পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । এমন না যে সবাই পরমাত্মার স্বরূপ । এটা তো অসম্ভব ব্যাপার । এটাই একমাত্র ভুল, যা মানুষ করে থাকে । বাবা এক এবং একমাত্র, বাকিরা সব বাবার বাচ্চা । সব আত্মারা ব্রাদার্স । তারপর তোমরা যখন শরীরে আসবে তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলবে, তাই না । সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণরা হবে । ভারতে তো বিভিন্ন রূপ দেখানো হয়েছে । ব্রাহ্মণেরা শীর্ষদেশ ! ভগবানের উচ্চ থেকে উচ্চ সন্তান । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো । শিববাবার পৌত্র পৌত্রী , প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা । শিববাবার বাচ্চারা তো সবাই আত্মা । তোমরা বর্ষা শিববাবার থেকে নিষ্ছো । শিববাবা তোমাদের ঝুলি পরিপূর্ণ করে দেন আর মায়া সেইসব শূন্য করে দেয় । গাওয়া হয়ে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম । যাই হোক, মানুষের বুদ্ধিতে ত্রেতার রাম সীতা আছে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্য এবং ত্রেতায়ুগ হলো সুখধাম । ওখানে দুঃখের নাম গন্ধও থাকে না । পতিত-পাবন সকলের বাবা, এক এবং একমাত্র । এমনকি এখানে, মানুষ হনুমান মন্দিরে গিয়ে বলে, তুমি মাতা -তুমিই পিতা । এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে ? সবার সদগতি দাতা পতিত পাবন একজনই আছেন । উনি জ্ঞানের সাগর । এই যে সাগর থেকে নদী বের হয় সে সবই তো একই জল। জল পতিত পাবন হতে পারে না । কোনো এমন জায়গায় নেই যেখানে বলা যেতে পারে যে জলে স্নান করলে পবিত্র

হয়ে মুক্তি হয়ে যাবে । এটা তো হতে পারে না । এক তো হলো মুক্তি আর দ্বিতীয় হলো জীবন মুক্তি । সদগতি অথবা জীবন মুক্তি দাতা একজনই আছেন । এই হলো পতিত দুনিয়া। ভারতবাসী জানে যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিলো আর কোনো অন্য খন্ড (জায়গা) ছিলো না । পাঁচ হাজার বছরের কথা তোমরা ভুলে গেছো । অন্যান্য সমস্ত জায়গার অস্তিত্ব পরে পাওয়া যায় । এখন অনেক বিস্তৃত হয়েছে । দেখো বাচ্চারা, সব সময় মনে রাখবে - যখন তোমরা বাবার থেকে শোনো তখন এটা ভেবো না যে, ইনি দাদা বলছেন নাকি ব্রহ্মাবাবা। শিববাবা, যিনি সবার রচয়িতা উনি এখানে বসে রচনার রহস্য বোঝাচ্ছেন । ঋষি মুনি সবাই বলে পরমাত্মা আদি অন্তহীন, তাই তারা তাঁকে জানেনা । তোমরা ব্রাহ্মণেরা তো আস্তিক হয়েছেো যারা এই নিশ্চয় করো যে বাবা আমাদের নিজের আর রচনার জ্ঞান প্রদান করেন । ত্রিকালদর্শী বানান । ঋষি মুনি ইত্যাদি কেউই ত্রিকালদর্শী নয় । বাবা বলেন দেবী দেবতাও ত্রিকালদর্শী নন ।

কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা ত্রিকালদর্শী হয় । এই হলো ব্রাহ্মণদের শীর্ষ শিখা । ব্রাহ্মণদের দ্বারা নতুন রচনা রচিত হয়। তোমরা হলে সবার থেকে উত্তম । তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে ভারতকে শ্রেষ্ঠ হতেও শ্রেষ্ঠ বানাও । শ্রীমত তো কেবল ভগবানের হয় , কৃষ্ণের নয়। কৃষ্ণ পতিত পাবন নয় । পতিত-পাবন এক এবং একমাত্র । উনি সবার বাবা । সর্ব সময় স্মরণ করো, আমরা আত্মারা অরগ্যান দ্বারা শুনি । আত্ম - অভিমানী হও । আমি তোমরা আত্মাদের জ্ঞান দিই, এই কারণে গাওয়াও হয় যে, যখন সদগুরু জ্ঞান অঞ্জন দেন, তখন সমস্ত অজ্ঞানতার অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যায় । তিনি পতিত -পাবন, সদগতি দাতা । বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন, তারপর টিচার হয়ে তাদের পড়ান এবং তারপর গুরু হয়ে সদগতি দান করেন । সদগতি দেবার জন্য একমাত্র বাবাই আছেন। বাচ্চারা তোমরা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য অথবা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এই পড়াশোনা করছো । এখন এই পতিত মনুষ্য সৃষ্টি সমাপ্ত হয়ে দৈবী দুনিয়া তৈরি হতে চলেছে । বর্তমানে যদিও মানুষ দেবতাদের পূজো করে, কিন্তু তারা জানেনা যে তারা নিশ্চিত দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলো । যাঁকে পূজো করা হয় তাঁরই ধর্ম বলা হয় । ভারতবাসীরা আদি সনাতন দেবী-দেবতার ধর্ম ছিলো, এটা স্বর্গেই হবে। এখন তারা বলে, মানুষ ৮৪ লাখ জন্ম নেয় । তারা সবাই কি ততো জন্ম নেয় ? এতো লাখ জন্ম হলে তার জন্য সেইরকমই বড় কল্প প্রয়োজন । ড্রামা অনুযায়ী পূর্ব পরিকল্পিত এই নাটক রচিত হয়েছে । যা অতীত হয়েছে তাই ড্রামা । তোমরা বাচ্চারা একমাত্র মূলবতন , সূক্ষ্মবতন জানো । তোমরা বাচ্চারা হলে স্ব-দর্শনচক্রধারী । মানুষ বলে, বিষ্ণু স্ব-দর্শন চক্রধারী । বাবা বোঝাচ্ছেন - বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ, স্ব-দর্শন চক্রধারী নন । একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরা স্ব-দর্শনচক্রধারী । সত্যিই কত পার্থক্য হয়ে যায় । ওরা বলে যে কৃষ্ণের স্বদর্শন চক্র ছিলো । যুদ্ধক্ষেত্রে যে চক্র তিনি চালনা করেছিলেন এবং তার ফলে কৌরবেরা মারা গিয়েছিল । কিন্তু দেবীদেবতার কখনও হিংসার আশ্রয় নেননা । তাঁরা তো ডবল অহিংসক হন । না তো ওঁদের মধ্যে বিকার হয় আর না তো লড়াই । সবথেকে বড় হিংসার কাজ হলো একে অপরকে বিষ পান করানো, কাম কাটারি চালানো । বাবা বলেন, এর জন্য আদি মধ্য অন্ত দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে । সত্যযুগে কাম কাটারি চলত না ; ভাইসলেস রাজ্য ছিলো । সর্বগুণসম্পন্ন , মর্যাদা পুরুষোত্তম ছিলো । সম্পূর্ণরূপে পাপ মুক্ত ছিলো । হিংসা ছিলো না। এই সময় রাবণের রাজত্ব চলছে । ৫ বিকার সর্বব্যাপী আছে । আর ওরা বলে দেয় পরমাত্মা

সর্বব্যাপী । এই যে ১০০ বছরের মধ্যে এই সায়েন্স দ্বারা বিমান ইত্যাদি বেরিয়েছে তা কিসের জন্য ? এটা তো ট্রায়াল হচ্ছে । সব জিনিস ভবিষ্যতে তোমাদের কাজে আসবে । এইসবের দ্বারা এখন সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে । তারপর সব সুখের কাজে লাগবে । এখানে সুখ যেমন আছে, তেমন দুঃখও আছে । এই সবকিছুকে মায়ার পাম্প বলা হয় । বিনাশ হবে এটা তো ভালোই হবে, তাই না । সবাই ডাকে পতিত পাবন এসো -- এসে কি করবো? বাবা আবারও একবার স্বর্গের স্থাপনা করুন তাহলে আমরা সুখে থাকবো। বাবা বোঝান, বাচ্চারা , এই নাটক তৈরি করা থাকে । বাবা সুখধাম রচনা করেন — রাবণ তারপরে দুঃখধাম বানিয়ে দেয় । শান্তিধাম থেকে আত্মারা প্রথমে সুখধামে আসে। পবিত্র আত্মারাই আসে । এই সময় সব আত্মারা পতিত হয়ে গেছে । তাইতো স্মরণ করে, বাবা আসুন । বাবাও ডামার বন্ধনে বেঁধে আছেন । বাবা বলেন , যখন সবাই দুঃখী হয়ে যায়, তখন আমাকে আসতেই হয় । কলিযুগের অন্তিম আর সত্যযুগের আদির এটা সঙ্গম । সঙ্গমের সময় কুস্ত্র মেলা হয়। সেটা হলো জলের সাগর আর নদীর মেলা । তোমরা বলবে যে এই হলো পরমপিতা পরমাত্মার আর আমরা আত্মাদের মেলা । বাবার তো নিজের শরীর নেই । বাবা বলেন যে বাচ্চারা আমার নলেজ দেবার জন্য শরীর তো নিশ্চয়ই চাই । নাহলে আমি কি করে কথা বলব, এই জন্য আমি এঁনাকে অ্যাডপ্ট করি। তোমরা এখন ঈশ্বরের সামনে এসেছো । বাবার দ্বারা জানতে পেরেছো যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান । এখন পরমপিতা পরমাত্মা জিজ্ঞেস করেন যে আমি কেমন করে আসব ? কার মধ্যে প্রবেশ করব ? নিশ্চয়ই আমাকে পতিত দুনিয়ায় আর পতিত শরীরে আসতে হবে । এরা সব শ্যাম বর্ণের হয় । বাবা বলেন তোমরা সব গৌর বর্ণের ছিলে । এখন শ্যাম বর্ণের হয়েছো । তোমাদের প্রত্যেকের নাম — শ্যাম সুন্দর । এখন শ্যাম বর্ণের হয়েছো । কৃষ্ণকে বলা হয় শ্যাম সুন্দর । সবসময়েই ভারত সুন্দর ছিল । স্বর্ণযুগ ছিল । ফাস্ট ক্লাস প্রকৃতি ছিলো । ওখানে পশু প্রতিবন্ধী হতো না । কৃষ্ণ নম্বর ওয়ান শ্যাম সুন্দর ছিলেন । শিববাবা এঁনার (ব্রহ্মার) দেহের আধার নিয়ে এঁনাকে আর তার সাথে সাথে বাচ্চারা তোমাদেরকে শ্যাম বর্ণের থেকে সুন্দর বানিয়ে থাকেন । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আমরা ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ শিখর, সবথেকে উত্তম, এই নেশায় থেকে শ্রীমত অনুসারে ভারতকে শ্রেষ্ঠতম থেকেও শ্রেষ্ঠ বানাবার সেবা করতে হবে । আস্তিক হতে হবে আর আস্তিক বানাতে হবে ।

২) দেহ অহংকার ছেড়ে আত্ম অভিমানী হতে হবে । বিচত্র (অশরীরী) হবার পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :- প্রত্যেক কর্মকে যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত করে কর্মযোগী হয়ে নিরন্তর যোগী ভব

কর্ম যোগী আল্লার প্রতিটি কর্ম যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হতে হবে । যদি সাধারণ বা ব্যর্থ কর্ম হয়ে যায় তাহলে নিরন্তর যোগী বলা যায় না । নিরন্তর যোগ অর্থাৎ স্মরণের আধার হলো ভালোবাসা । যাকে ভালো লাগে সে স্বতঃতই স্মরণে থাকে । ভালোবাসার জিনিস নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে । তাইতো প্রত্যেক সেকেন্ড, প্রত্যেক সংকল্প, প্রত্যেক বচন যেন সর্বদা শ্রেষ্ঠ হয় আর একমাত্র বাবার সাথেই হৃদয়ের ভালোবাসা থাকে তাহলেই বলা যাবে কর্মযোগী যে সে-ই নিরন্তর যোগী ।

স্নোগান :- পরিশ্রম থেকে ছুটি পেতে হলে প্রেমের দোলায় দুলতে থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সবাইকে সত্যিকারের গীতা শুনিয়ে সুখ দাও, তোমরা হলে সত্যিকারের ব্যাসদেব। তোমাদেরকে নিজে ভালো ভাবে পড়ে সবাইকে পড়াতে হবে, সুখ দিতে হবে।"

প্রশ্ন:- সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কোনটা, যেখানে পৌঁছানোর জন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো ?

উত্তর:- নিজেকে অশরীরী মনে করা, এই দেহ-অভিমানের ওপরে জিৎ প্রাপ্ত করা - এটাই সর্বোচ্চ লক্ষ্য কারণ সবথেকে বড় শত্রু হলো দেহ-অভিমান। এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে অস্তিমে বাবা ছাড়া আর কেউ স্মরণে না আসে। শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যেতে হবে। এমনকি তোমরা এই শরীরও স্মরণে রেখোনা। এই পরিশ্রমই তোমাদের করতে হবে।

গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে...

ওম্ শান্তি। তোমরা জীব আত্মারা অর্থাৎ তোমরা বাচ্চারা অন্তর থেকে বৃদ্ধিতে পারছ, বাবা আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। বরাবর যেখান থেকে আমরা এসেছি সেখানেই তিনি নিয়ে যাবেন। তারপর তিনি আমাদের পবিত্র আত্মাদের সৃষ্টিতে, জীব আত্মাদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন। শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্ম শব্দগুলো আছে যখন, নিশ্চয়ই জীব আত্মাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হতে হবে। যখন শরীরে থাকে তখনই সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করতে হয়। বাচ্চারা জানে যে এখন বাবা এসেছে। বাবার নাম সদা শিব। আমাদের নাম শালিগ্রাম। শিবের মন্দিরে শালিগ্রামেরও পূজা হয়, বাবা বুঝিয়েছেন- একটা হলো রুদ্র গুণান যন্তু, আরেকটা হলো রুদ্র যন্তু। মানুষ বিশেষভাবে বেনারসের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আমন্ত্রণ জানায়, রুদ্র যন্তুর পূজার জন্য। বেনারসে অনেক শিবের মন্দির আছে। তারা এটাকে শিব-কাশী বলে, আসল নাম হলো কাশী। পরে ইংরেজরা বেনারস নাম রেখেছে। এখন বারাণসী নাম রাখা হয়েছে। ভক্তি মার্গে আত্মা পরমাত্মার গুণান নেই। তারা দুজনের পূজা আলাদা আলাদা ভাবে করে। একটা বড় শিবলিঙ্গ বানায়, আর অনেক ছোট ছোট শালিগ্রাম বানায়। তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নাম শালিগ্রাম আর আমাদের বাবার নাম হলো শিব। সব শালিগ্রাম একই সাইজের বানায়, তাই বরাবর পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। আত্মারা স্মরণ করতে থাকে হে পরমপিতা পরমাত্মা ! আমরা পরমাত্মা নই, কিন্তু পরমাত্মা আমাদের বাবা। অন্যদের বোঝানোর জন্য এই সমস্ত বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দিন-প্রতিদিন তোমাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হতে থাকে যাতে অন্যকে প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি করিয়ে দিতে পারো। প্রথমে তোমাদের যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে যে উঁনি নিরাকার বাবা। আর ইঁনি প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা হলেন সাকার। উত্তরাধিকার নিরাকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন - আমার একটাই নাম, শিব। আমার আর কোনো নাম নেই। সকল আত্মাদের শরীরের নাম অনেক। আমার কোনো শরীর নেই। আমি পরম আত্মা। বাবা প্রশ্ন করেন, তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু কে? যে বুদ্ধিমান সে বলবে দেহ-অভিমান হলো আমাদের সবথেকে বড় শত্রু যার থেকে কাম বিকারের উৎপত্তি হয়। দেহ-অভিমানের ওপর জিৎ প্রাপ্ত করা অনেক মুশকিল। দেহী-অভিমानी হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা দেহ সম্বন্ধে থেকে পরস্পরের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করো। এখন জেনেছ আমি আত্মা, অনাদি অবিনাশী, যার আধারে এই শরীরের অস্তিত্ব। যারা রিলিজিয়াস মাইন্ড তারা আমাদের শেখায় আমরা আত্মা, দেহ নই। আত্মা নামটা সর্বদা এক থাকে, দেহের নাম পরিবর্তন

হয়; আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নেয়। আমাদের বাবা বলছেন, তোমাদের পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে যেতে হবে। এইটা হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া, রাবণ তোমাদের ব্রষ্টাচারী তৈরী করে। কোনো জীবন্ত মানুষের ১০টা মাথা হয়না, কিন্তু এই কথাটা কেউ জানেনা। সবাই রামলীলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। তাদের সকলে একমতও হয়না। কেউ কেউ এইসব কথাকে কল্পনা মনে করে। কিন্তু এটা জানেনা যে ব্রষ্টাচারীকে রাবণ বলা হয়। অন্যের স্ত্রী কে হরণ করা, এটা তো ব্রষ্টাচার, তাই না ! এই সময়ে সবাই ব্রষ্টাচারী কারণ তারা বিকারকে প্রশ্রয় দেয়। যারা বিকারকে আশকারা দেয় না তাদের বলা হয় বিকারহীন। সেটা হলো রাম রাজ্য। এটা রাবণ রাজ্য। ভারতেই রাম রাজ্য ছিল। ভারত হলো সবথেকে প্রাচীন। সৃষ্টিতে সবার প্রথমে সূর্যবংশীয় দেবী-দেবতা ধর্মের পতাকা উড়েছিল। এমনকি সেই সময়ে চন্দ্রবংশীরাও ছিলোনা। এখন এটা হলো তোমাদের বাচ্চাদের সূর্যবংশী পতাকা। তোমরা এখন লক্ষ্যকে জানো, আবার ভুলেও যাও। স্কুলে বাচ্চারা কখনো এইম্ অবজেক্টকে ভুলে যায়না। স্টুডেন্টরা কখনও তাদের টিচার এবং পড়া ভুলে যায়না। সত্যিকারে কত শ্রেষ্ঠ পড়া ! ২১ জন্মের জন্য তোমরা রাজ্যভাগ্য লাভ করো। সুতরাং, এইরকম স্কুলে প্রতিদিন কত ভালো ভাবে পড়া উচিত। যদি এই কল্পে ফেল করলে, তাহলে কল্প-কল্পান্তর তোমায় ফেল হতে হবে। তারপর কখনো পাস হতে পারবেনা। সুতরাং, তোমাদের অনেক বেশী পুরুষার্থ করতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। শ্রীমৎ বলে, ভালো ভাবে ধারণ করো এবং অন্যকেও উত্সাহিত করো। যদি ঈশ্বরীয় নির্দেশ অনুসারে না চলো তাহলে উঁচু পদও পাবেনা। নিজেকে প্রশ্ন করো - আমি কি শ্রীমৎ অনুসারে চলছি? নিজেকে সর্বশ্রু (মিয়া মিটু) মনে করোনা। নিজেকে প্রশ্ন করো তো, আমি কি ঠিক সেইভাবেই শ্রীমত অনুসরণ করছি যেভাবে ব্রহ্মা সরস্বতী করেছেন ? আমি পড়ছি আর অন্যদেরও পড়াচ্ছি? কারণ তোমরা হলে ব্যাস, সত্যিকারের গীতা শোনাও। সেই ব্যাস নয় যে গীতা লিখেছে। তোমরা এই সময়ে সুখদেবের সন্তান, যারা অন্যদের সুখ দেয়। সুখদেব শিববাবা হলেন গীতার ভগবান। তোমরা তাঁর সন্তান, ব্যাস, যারা সত্য গল্পকথা শোনাও। এটা স্কুল, স্কুলে বাচ্চাদের পড়ার ধরন দেখে নম্বর অনুমান করা যায় তেমনই এখানে প্রত্যেক বাচ্চার পড়ার ধরন দেখে নম্বর অনুমান করা যায়। ওটা হলো প্রত্যক্ষ, আর এটা গুপ্ত। এখানে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় আমি কতটা উপযুক্ত হয়েছি। কিভাবে অন্যদের পড়াও বাবা তার প্রমাণ পেয়েছেন। বাচ্চারা লেখে বাবা অমুকে আমাকে এমনভাবে তীরবিদ্ধ করেছে, আমি আপনার হয়ে গেছি। কেউ কেউ বাবার সামনে এসেও বলতে পারেনা বাবা আমরা আপনার হয়ে গেছি। কোনও কোনও বচ্চীরা পবিত্রতার রক্ষার কারণে মারও খায়। কেউতো আবার বাচ্চা হয়েও চলে যায় কারণ তারা ভালোভাবে পড়েনা। অথচ বাবা কত স্পষ্টভাবে বোঝান, বাচ্চারা শুধু আমাকে স্মরণ করো আর পড়ো। এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা চক্রবর্তী রাজা হবে। ঘরের বাইরেও লিখে দাও - জনকের মতো এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হতে পারে, ২১ জন্মের জন্য। এক সেকেন্ডে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো। বিশ্বের মালিক তো অবশ্যই দেবতারাই হবে, তাই না। সেটাও নতুন বিশ্বে, নতুন ভারতে। যে ভারত নতুন ছিল সেটাই এখন পুরানো হয়ে গেছে। ভারত ছাড়া আর অন্য কোনো ভূমিকে নতুন বলা যাবেনা। যদি নতুন বলা তাহলে পুরাতনও বলতে হবে। আমরা সম্পূর্ণ নতুন ভারত খন্ডতে যাই। ভারতই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়। আর কোনও ভূমি পূর্ণ চন্দ্র (ফুল মুন) হতে পারেনা। ওদের শুরুই হয় অর্ধেক কল্পের পরে থেকে। কত গুট রহস্য। একমাত্র আমাদের ভারতকেই সত্যখন্ড বলা হয়। সত্যের পিছনে তারপর মিথ্যাও হয়। প্রথমে ভারত ফুল মূনের মতো হয়, পরে তা' অন্ধকার হয়ে যায়। প্রথম পতাকা হেভেনের। গায়নও আছে যে প্যারাডাইস ছিল... আমরা স্পষ্টরূপে এইসব বুঝতে পারি কারণ আমরা সব কিছুই অভিজ্ঞতা করেছি। সত্যযুগ, ত্রেতাতে আমরা কিভাবে রাজ্য করেছি, তারপর দ্বাপর

কলিযুগে কি হয়েছে, এইসব বুদ্ধিতে আসলে কত খুশী হওয়া উচিত। সত্যযুগকে আলো, কলিযুগকে অন্ধকার বলা হয়। সেই জন্যই বলা হয় সৎগুরু যখন জ্ঞান অঞ্জন দেন অজ্ঞানতার অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যায়। দেখো, বাবা কিভাবে এসে পতিতদের এবং অবলা মাতাদেরকে জাগিয়েছেন। ধনীদের মধ্যে তো খুব কমজনই সচেতন হয়। এই সময় বাবা সত্যিকারের গরীবের নাথ। গরীবরাই স্বর্গের মালিক হয়, ধনীরা নয়। এটারও গুপ্ত কারণ আছে। এখানে তোমাদের সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে। গরীবদের সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে সময় লাগেনা। এইজন্য সুদামার গায়ন আছে। তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছ। কিন্তু তোমরাও ক্রমানুসারে আছে। বাকি সকলের জ্যোতি নিভে আছে। এতো ছোট আত্মার মধ্যে অবিনাশী পার্ট সুনির্দিষ্ট আছে। আশ্চর্য, তাই না। এটা কোনো বিজ্ঞানের শক্তি নয়। তোমাদের এখন বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত হচ্ছে। এটা সত্যিকারে অবিনাশী চক্র যেটা ক্রমাগত আবর্তন হতে থাকে, এটার কোনো আদি অন্ত হয়না। নতুন কেউ এই কথা শুনলে চক্কর লেগে যাবে। এখানে কেউ কেউ ১০-২০ বছর ধরে আসছে অথচ পুরো বোধগম্য হয়না অথবা কাউকে বোঝাতেও পারেনা। অস্তিমে তোমরা সব জানবে কিভাবে অমুক অমুকের কাছে জন্ম নেবে, কি ঘটনা ঘটবে ইত্যাদি ইত্যাদি ...। যাঁরা মহাবীর পরে তাঁদের সবকিছুর সাক্ষাৎকার হবে। অস্তিমে তোমরা সত্যযুগের ঝাড় খুব কাছ থেকে দেখতে পাবে। মহাবীরদেরই তো মালা, তাই না। প্রথমে ৮ মহাবীরের, তারপর ১০৮ মহাবীরের। অস্তিমে তোমরা ফার্স্টক্লাস সাক্ষাৎকার করবে। গায়নও আছে পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞান-তীরে বিদ্ধ করার অধিকার দিয়েছেন। তারা নাটকে অনেক গল্প বানিয়েছে। বাস্তবে, এটা কোনও স্থূল বাণের কথা নয়। কন্যা, মাতারা বাণের কি জানে। বাস্তবে এটা হলো জ্ঞান বাণ এবং পরমপিতা পরমাত্মাই তাদের এই জ্ঞান দেন। সত্যিকারে আশ্চর্যের বিষয়! কিন্তু বাচ্চাদের বারবার একটা আসল জিনিস ভুল হয়ে যায়। তোমরা দেহ-অভিমাণে এসে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করো এবং তোমরা আত্মা, এই বিশ্বাস তোমাদের থাকেনা। সত্যিকথা কেউ বলেনা। সত্যি তো হলো সারাদিনে কষ্ট করে আধ ঘন্টা অথবা এক ঘন্টা কেউ স্মরণে থাকতে পারে। কেউ বুদ্ধিতে পারেনা যে যোগ কাকে বলে। লক্ষ্য অনেক উঁচু। নিজেকে অশরীরী আত্মা বুদ্ধিতে হবে, যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে হবে, অস্তিমে তোমরা অন্য কাউকে স্মরণ কোরোনা। কেউ কেউ জ্ঞানসম্পন্ন আত্মা, যাদের ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান আছে, ভালো তত্ত্বজ্ঞানী, তারা তাদের আসনে বসে ভাবে যে তারা তত্ত্ব লীন হয়ে যাবে। তাদের শরীরের অস্তিত্ব থাকেনা। সেই সময়ে তারা যখন শরীর ছেড়ে দেয় তখন চারপাশে মৃত্যুর নিস্কৃততা নেমে আসে। তখন মানুষ বুদ্ধিতে পারে যে, এক মহান আত্মা তার শরীর ছেড়েছে। তোমরা বাচ্চারা স্মরণে থাকলে কত শান্তি ছড়িয়ে পড়বে। এই অনুভব তাদেরই হবে যারা তোমাদের কুলের হবে। বাকিরা তো মশার ঝাঁকের মতো মারা যাবে। সেই সময়, তোমাদের অশরীরী হওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। এই অভ্যাস তোমরা এখানেই করো। ওখানে সত্যযুগে তো আত্মা এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর নেয়। এখানে তোমরা জানো যে এই শরীর ছেড়ে বাবার কাছে যেতে হবে। যাই হোক, অস্তিমে অন্য কারও স্মরণ কোরো না। শরীরই যদি স্মরণে না আসে তবে আর বাকি কি থাকবে। এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। অনবরত পরিশ্রম করতে করতে অস্তিমে পাস হয়ে যাবে। যারা পুরুষার্থ করছে তোমরাও তাদের চিনতে পারো; তারা ক্রমশঃ তাদের নিজেদের প্রকাশ করতে থাকে। বন্ধনে থাকা গোপিকারা এমন পত্র লেখে, যারা মুক্ত তারাও কখনো সেভাবে পত্র লেখেনা। তাদের সময়ই নেই। বন্ধনে থাকা গোপিকারা বোঝে যে শিববাবা এই হাতের লোন নিয়েছেন তাই শিববাবার পত্র আসবে। এইরকম পত্র তো আবার ৫০০০ বছর পরে তারা গ্রহণ করবে। তারা ভাবে, কেন বাবাকে প্রতিদিন পত্র লিখব না। চোখের কাজল বের করে হলেও লিখব। এইরকম

এইরকম খেয়াল আসে আর লেখে যে, বাবা আমি সেই আগের কল্পের গোপিকা। আমি তোমার সাথে নিশ্চয়ই দেখা করবো, উত্তরাধিকারও অবশ্যই নেবো। যোগবল থাকলে নিজেকে বন্ধন থেকে ছাড়াতে পারবে। তারপর যেন কোনো কিছুতেই মোহ না থাকে। বুদ্ধি করে বোঝাতে হবে। নিজেকে বাঁচাতে হবে, উভয়দিকেই দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার খুব চেষ্টা করতে হবে। মাতারা ভাবে আমরা যুগলকেও সাথে নিয়ে যাব। যদিও তাদেরকে বোঝানো আমাদের কর্তব্য। পবিত্রতা তো খুব ভালো। বাবা নিজে বলছেন কাম হলো মহাশত্রু, এর ওপর জিৎ প্রাপ্ত করো। আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাকে স্বর্গের মালিক বানাবো। এইরকম বাচ্চাও আছে যে যুগলকে বুঝিয়ে সাথে নিয়ে আসে। যারা বন্ধনে থাকে তাদেরও পার্ট আছে। অবলাদের এবং দুর্বলদের ওপর অত্যাচার তো হয়ই। শাস্ত্রতেও এর উল্লেখ আছে - কামেসু, ক্রোধেসু...। কোনো নতুন কিছু নয়। তোমাদের তো ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে, এর জন্য একটু তো সহ্য করতেই হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) যোগবলের দ্বারা নিজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে বন্ধনমুক্ত হতে হবে, কোনো কিছুতেই মোহ রাখা যাবেনা।

২) যা কিছু ঐশ্বরীয় নির্দেশ প্রাপ্ত হচ্ছে, সেই অনুসারে পুরো পুরো চলতে হবে। ভালোভাবে পড়তে আর পড়াতে হবে। মিয়া মিটু হওয়া যাবেনা। *

বরদান:- ত্রিকালদর্শী স্থিতির দ্বারা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিকে খুশিতে পরিবর্তন করে কর্মযোগী হও।*

যে বাচ্চা ত্রিকালদর্শী সে কখনো কোনো ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়না কারণ তার সামনে তিন কালের জ্ঞান স্পষ্ট । যখন লক্ষ্য আর পথ স্পষ্ট থাকে তখন কেউ বিভ্রান্ত হয়না। ত্রিকালদর্শী আত্মারা কখনো কোনো ব্যাপারে খুশী ব্যতীত অন্য কিছু অনুভব করেনা। যদি বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিও হয়, ব্রাহ্মণ আত্মা সেটাকেও খুশিতে পরিবর্তন করে দেয় কারণ অসংখ্য বার সে এই অভিনয় করেছে। এই স্মৃতি কর্মযোগী বানিয়ে দেয়। সে প্রত্যেক কর্ম খুশির সাথে করে।

স্লোগান:- সবার সম্মান প্রাপ্ত করতে হলে প্রত্যেককে সম্মান দাও।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যখন আন্তরিক ভালোবাসার সাথে বাবাকে 'মিষ্টি বাবা' বলে ডাকো, সেই সময় তোমার মুখ থেকে অমৃতের ন্যায় রস নিঃসৃত হয়। কিন্তু, ঈশ্বর বা প্রভু বলে ডাকলে সেই রস নিঃসৃত হয় না।"

প্রশ্ন :- কোন ধরনের এমন বিশেষ কাজ - যা কোনো মানুষের দ্বারা আদৌ সম্ভবপর নয়, তা কেবল একমাত্র সর্বশক্তিমান বাবার দ্বারাই সম্ভব ?

উত্তর :- পতিত আত্মাদের পবিত্র-পাবন বানানো, সমগ্র বিশ্ব জগৎকে নতুন রূপে পরিবর্তিত করা- এই কর্ম-কর্তব্য যা একমাত্র সর্বশক্তিমান বাবাই করে থাকেন। তিনিই সকল আত্মাদেরকে পবিত্র-পাবন হওয়ার শক্তি প্রদান করেন। যেহেতু, এই কাজ কোনো মানুষের দ্বারাই করা সম্ভব নয়। জগতের মানুষেরা তো ভেবে থাকে যে, ভগবান চাইলে তিনি সব কিছুই করতে পারেন। এমন কি আমাদের অসুখ-বিসুখও তিনি সারিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বাবা বলেন - আমি এই ধরনের আশীর্বাদ করি না। আমি তো কেবল পবিত্র-পাবন হওয়ার জন্য যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত দিশার কথাই বলে থাকি।"

* গীত :-জাগ্ সজনীয়াঁ জাগ্ ্..... . .

(ওহে প্রমিকা আত্মারা, এবার তো তোমরা সজাগ হও, নতুন ভোরের আলো ফুটলো বলে)

ওম্ শান্তি ! বেহদের বাবা এসে বাচ্চাদের বুদ্ধিকে জাগ্রত করছেন। তিনি তো আত্মাদের মাতা-পিতা, যাঁর মিলনে এত আনন্দ অনুভব হয়, তাই তিনি ঘোর অন্ধকার থাকতেই এসে আমাদের জাগিয়ে তোলেন। আর তোমরা হলে সেই মাতা-পিতারই সন্তান। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে, আগে কতই না ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই ছিলে! কিন্তু, এখন আবার ধীরে ধীরে সেই অন্ধকার থেকে জেগে উঠছো। একেই বলে ঈশ্বরীয় পরিবার। এমনিতে তো সমগ্র দুনিয়াটাই হল ঈশ্বরীয় পরিবার। জাগতিক দুনিয়ার সকল মানুষেরাই এবং সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই (গড-ফাদার) ঈশ্বরীয় পিতার পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। ওঁনাকেই মাতা-পিতা গড-ফাদার বলা হয়। সেই গড-ফাদার তবে নিজের স্ত্রী ছাড়া কোন সংস্কারের দ্বারা তিনি তাঁর বাচ্চাদের সৃষ্টি করবেন! বিশেষ করে ভারতীয়রাই এমনটাই বলে থাকে যে, তুমিই হলে মাতা-পিতা। আর সে হিসাবে এটাই তো হলো গড-ফ্যামিলি অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পরিবার। জগতের লোকেরা তো শুধুমাত্র ওঁনার গুণ-গান কীর্তনই করে থাকে কেবল। কিন্তু, বাস্তবে তো তোমরাই হলে ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত। তাই গড-ফাদার নিজের পরিবারকেই সজাগ করে তুলছেন। তিনি বলছেন- আমার প্রিয় পুত্র-কন্যারা তোমরা জাগো, রাতের অবসান যে হতে চলেছে, এই এবার দিনের আলো ফুটলো বলে। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা জ্ঞান-সূর্য উদয়ের আহ্বানী গান তো গায়, কিন্তু তার অর্থ তারা কিছুই বোঝে না। যদিও তারা বসে বসে কতই না শাস্ত্রাদি পঠন-পাঠন করে, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থটাই আদৌ বোঝে না। আর যারা তা বোঝে তারা খুব ভালোই পুন্যার্জন করে। যারা অবুঝ হয়, তারা দেউলিয়া বা ভিখারী হয়ে যায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন - বাচ্চারা, মায়া তোমাদের এমনই অবুঝ করে রেখেছে। একদিকে ওঁনাকে বলছো, হে গড-ফাদার ঈশ্বরীয় পিতা, আবার অন্যদিকে তোমরাই বলছো পরমাত্মা সর্বব্যাপী। একবার বলছো, আমরা সবাই ভাই-ভাই অর্থাৎ এক বাবার

সন্তান, আবার অপরদিকে সেই তোমরাই বলছো যে দিকেই দেখি না কেন, শুধু তুমি আর তুমি অর্থাৎ 'উই আর অল ফাদারস'-অর্থ দাঁড়ায় আমরা সবাই এক একজন বাবা। তাই এখন বাবা বলছেন, বাচ্চারা তোমরা তো জানো যে, আমি আসি সেই পরমধাম থেকে। সব ধর্মের মানুষেরাই তাদের নিজেদের ভাষায় আমাকেই ডাকে, ও গড-ফাদার বলে। সেই হিসেবে তো এটাই দাঁড়ায় ফাদার-মাদার (বাবা-মা) -এর ফ্যামিলি বা পরিবার। বাবা আরও বলেন - যাঁকে তুমি সর্বদা স্মরণ করবে তাঁর (অক্যুপেশন) কর্ম-কর্তব্যের কার্যকারীতা সম্বন্ধেও জানবে তো। কারণ, যিনি এই এত বড় সৃষ্টির রচয়িতা। সেই বাবার অর্থাৎ পরমাত্মার মধ্যেই সর্ব বিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকায় ওঁনাকে জ্ঞানের-সাগরও বলা হয়। অর্থাৎ উনি হলেন জ্ঞানেরও ভাণ্ডার। তাই তো এই বাবাকেই সত্য বলে মানো, যেহেতু তিনি সর্বদা কেবল সত্য কথাই বলেন আর *সত্যই হচ্ছে চির-অমর।* সেই অমর কথাই শোনান উনি। এখন তোমরা বাচ্চারা জানতে পেরেছো, অমরনাথ শিববাবা আমাদের সেই অমরকথা শুনিয়ে অমরলোকের অধিকারী বানাচ্ছেন। যে সব বাচ্চারা এই অমরকথা পড়ে, তারা তবে কার সন্তান হবে ? নিশ্চয় সেই মাতা-পিতার। আসলে তোমরা সবাই কিন্তু পার্বতী। যেহেতু, শিববাবা স্বয়ং তোমাদের অমর-কথা শোনাচ্ছেন। আজ থেকে ৫-হাজার বছর আগে এই দুনিয়াই প্যারাডাইস (স্বর্গ) ছিল। সৃষ্টির এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী প্রতিটি ঘটনাই ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। সত্যযুগের পরে ত্রেতা. . . নতুন ঘর তা পুরনো হওয়া। স্বস্তিকা চিহ্নকেও চারটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখন তোমাদের চড়তী কলা অর্থাৎ জ্ঞান সঞ্চয়ের ফলে উল্লতির সোপানে। কথিত আছে, *'চড়তী কলা তেরে ভানে সর্ব কা ভাল।'* (জ্ঞানের দ্বারা নিজের সাথে সাথে অন্য সব আত্মাদেরও গতি হয় অর্থাৎ মুক্তি পায়।) বর্তমানে সকল মানুষই তো তমোপ্রধান ও দুঃখী। এই জ্ঞান দ্বারাই তার থেকে মুক্ত হয়ে সতোপ্রধানে পরিবর্তিত হয়। ফলে পুরো সৃষ্টি জগৎটাই সতোপ্রধানে পরিনত হবে। শিববাবাকে পরমপিতা পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলে ডাকলে, বাবা শব্দের সেই আক্ষরিক রস পাওয়া যায় না। তাই বাবা বলেন- *আশীর্বাদী-বর্ষার সুগন্ধ তখনই অনুভব করবে যখন নিজেকে বাবার প্রকৃত সন্তান হিসাবে মানতে পারবে।* আমরা বি.কে. ভাই-বোনরা হলাম একই শিববাবার সন্তান। যদিও সকল আত্মারাই তাঁর সন্তান, তথাপি এখন বাবা স্বয়ং এসে এই বি.কে.-দের তাঁর সন্তান রূপে রচনা করছেন। জাগতের লোকেরা সীতারামকে পতিত পাবন বলে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণও কিন্তু এমন ভাবে আহ্বান করে না - "হে পতিত পাবন এসো", যেহেতু তাঁরা তো তখন পবিত্র-পাবন আত্মাই। সাধু-সন্তরাও সবাই এ ভাবেই আহ্বান করে থাকে। গান্ধীজীও এই দুনিয়া কে নতুন ভারত তথা রামরাজ্য উপ-স্থাপনের আহ্বান করতেন। গীতার প্রতি উনি অগাধ বিশ্বাস রাখতেন, নিজের কাছেও সর্বদা গীতা রাখতেন। কেন না তিনি জানতেন, গীতাতেই মহাবিনাশ ও নতুন দুনিয়া স্থাপনের সকল কাহিনী নিহিত আছে। তাই গীতাই হলো সর্বসান্তের শিরোমণি অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। গীতা হলো আমাদের মাতা স্বরূপ। আচ্ছা এই *গীতা মাতার পতি কে ? - স্বয়ং ভগবান!* এর দ্বারাই পতিতদের পবিত্র-পাবন বানানো যায়। শ্রী ভগবান উবাচ - অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানই (শিববাবা) তা বলছেন - শ্রীকৃষ্ণকে কিন্তু পতিত পাবন বলা যাবে না, কারণ তিনি হলেন মনুষ্য আত্মা, কোনো মানুষ তো আর অন্য কোনও পতিত মানুষকে পবিত্র-পাবন বানাতে সক্ষম হবে না। এখন তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জেনেছো যে, আত্মা আর পরমাত্মা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন, যারা একে অপরের থেকে বহুকাল ধরে আলাদা ছিল। আবার এমনও তো বলা হয় - মহান আত্মা, পূণ্য আত্মা, কিন্তু এমন তো কোনও ক্ষেত্রে বলা হয় না যে অমুক মহান পরমাত্মা। তবে কেন নিজেদেরকে শিবোহম্ অর্থাৎ পরমাত্মা ইত্যাদি বলে থাকো। যেখানে নিজেদেরকে পূণ্য আত্মা, পাপ আত্মা বলা, তখন আবার কেন বলা যে, আত্মা তার কর্মফল

বহন করে না ? একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মনেরাই তো ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। আবার অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের এইসব খেলা, তা কেবল ভারত ভূখন্ডেই হয়ে থাকে। যা আমাদের কেবল একমাত্র শিববাবাই বোঝাতে পারেন, ব্রহ্মাবাবাও নয়। ব্রহ্মাকে তো ষাঁড় (নন্দী) অর্থাৎ শিববাবার বাহন হিসাবেই ভাবা হয়। তাই ব্রহ্মার ভ্রুকুটির মাঝখানে শিববাবাকেই দেখানো হয়। শিব ঔঁনার বাহনের ভ্রুকুটির মাঝখানেই অবস্থান করেন। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা তো পিন্ড-দান ইত্যাদিও করে ঔঁনাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে। তারপর তারা অশরীরী আত্মাদের আহ্বান করে, এবং নিজেরা পাশে বসে। আত্মা হলো এক স্টার বা তারার স্বরূপ। তার বর্ণনা এভাবে করা হয় *আত্মা হলো ভ্রুকুটির মাধ্যমানে চমকানো এক তারা।* বাচ্চারা, এখন তো তোমরা জানতে পেরেছো এটা বেহদের একটা অনেক বড় খেলা। প্রতিটা সেকেন্ডই যা অতিবাহিত হচ্ছে, তা নিয়ম অনুসারেই। আত্মারা মানুষের রূপ ধারণ করে, এই ড্রামাতে সে ভাবেই অভিনয় করে যাচ্ছে। এই মনুষ্য জন্ম ৮৪-বার কিভাবে হয়- কিন্তু সব মানুষেরই ৮৪-জন্ম হয় না। এখনও কত আত্মা উপর থেকে আসছে। তাই বাবা বলছেন - ওহে সজনীরা তোমরা জাগো। অর্থাৎ নিজের বুদ্ধিকে জাগ্রত করো। মেয়েদের বিয়ের সময় তাদের মাথায় মাটির-কলস রেখে, তাতে প্রদীপ জ্বালানো হয়। বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমাদের আত্মারূপ জ্যোতির প্রদীপের ঘী এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এখন যদি আবার আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের জ্যোতির প্রদীপ রূপী আত্মাতে ঘী ভরতে ভরতে, আবার সেই প্রদীপ জ্বলে উঠবে। আর তখনই তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। এই নিরাকার শিববাবাই হলেন একাধারে সমগ্র দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা। তোমরা স্মরণ তবে কাকে করবে ? তা কি ব্রহ্মাকে ? নাকি বিষ্ণুকে ? অথবা কাউকেই নয় ? দুঃখের সময় তো সবাই গড-ফাদারকেই স্মরণ করে। এই দুনিয়াটাই হলো দুঃখ-সুখ, হার-জিতের খেলা ঘর। মায়ার কাছেই আমরা হেরে যাই, বাবা কিন্তু আমাদের জেতার উপদেশই দেন। তিনি বলেন, সর্বশক্তিমান তো একমাত্র উঁনিই, যিনি আমাদেরই সাথেই আছেন। তবে এমনটা মোটেই হয় না যে, তুমি অসুস্থ হয়েছো আর ঔঁনার (ভগবানের) আশীর্বাদে তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। উঁনি এসব করতে তো আর এখানে আসেননি। উঁনি এসেছেন, পতিত আত্মাদের পবিত্র-পাবন বানাতে, শ্রীমৎ দিয়ে সঠিক চলার দিশা দেখাতে। শিববাবা হলেন শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। এরপর অন্যান্য সবাই হয় ক্রমিক নম্বরের ভিত্তিতে। জপের মালাতে পুঁতি যে ভাবে থাকে। এখন তো তোমরা বাচ্চারা জেনেছো যে, আমরা সবাই হলাম গড-ফ্যামিলি অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পরিবার। যে রকম শিববাবার মহিমা অপার-অনন্ত-পারাবার,- সমুদ্র তুল্য। সেই রকম সৃষ্টির মহিমাও অপার-অনন্তপার। তেমনি আবার ভারতের মহিমাও অপার-অনন্ত। এক সময় এই ভারতে হীরে-মণিরত্নাদির বহুমূল্য সব মহল ছিলো। গড অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যখন আছেন সেখানে মাদার অর্থাৎ মায়েরও তো প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা যখন এখানে এসে বসো, তখন প্রথমেই বাবাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করবে অবশ্যই। তারপর সূক্ষ্ম-বতনের অধিকারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরকেও স্মরণ করবে। যেহেতু এই ব্রহ্মার দ্বারাই নতুন দুনিয়া স্থাপনার কার্য শুরু হয়েছে। এখন তোমরা হচ্ছে, ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত, এরপর তোমরাই হবে দৈবী পরিবার ভুক্ত। আর এসবই হবে এই সঙ্গমযুগেই। সূর্যবংশীদের, চন্দ্রবংশীদের ও বিরাট-রূপের চিত্রেও তো তা দেখানো হয়েছে। শুধু সর্কোষ্ট শিখরে কে তা দেখানো হয়নি। দেবতা তারপরে ক্ষত্রিয় কিন্তু দেবতাদেরও আগে থাকে কে ? তা বোঝাবার কারণেই বেহদের বাবা জানাচ্ছেন - *"মনমনাভব" অর্থাৎ তোমার এই মন আমার প্রতি লাগাও।* আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও আর বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা নাও, যা জন্ম-জন্মান্তর ধরেই নিয়ে আসছে। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা ২১-জন্ম অবধি এই বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা যা নিয়েছিলে, তার অবশিষ্ট এখন তো

আর কিছুই নেই। তাই আবার তা বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্ষা হাসিল করতে হবে। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা তো বলবেই- পরমাত্মা যেখানে নাম-রূপহীন নিরাকার, তা হলে তিনি এখানে আসবেন বা কি ভাবে ? আরে, গীতাতেই তো তা আছে, শ্রীমৎ ভগবত গীতা। তাই যখন বলা হবে শ্রীভগবান উবাচ - সেক্ষেত্রে কিন্তু কৃষ্ণকে ভগবান মানা যায় না। এ সবকিছুই এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে (ড্রামাতে) খোঁদিত আছে। নিরাকার ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর। ঔনার পরেই, তাদেরই গুণ ও মহিমা কীর্তন করা হয়, যারা রাজ্য পরিচালনার কার্য করেন, আর তাদের মহিমাও ভিন্ন ভিন্ন। যদিও তারাও হন সর্বগুণ-সম্পন্ন, ১৬-কলা সম্পূর্ণ । বর্তমান সময়ে এই দুনিয়ার জগতের লোকেরা, সবাই তো বিকারী আত্মা। যারা খুবই হিংস্র প্রকৃতির ও কাম-বিকারের বিকারী। লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশ্যে কিন্তু এমন কথা বলা যাবে না। যেহেতু তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠাচারী। আর বাবার মহিমা তো সবার থেকেই আলাদা। প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজস্ব পার্ট বা অভিনয়ের দক্ষতা আছে যা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেক্ষেত্রে যে যত ছোট আত্মাই (মানুষ) হোক না কেন, তার মধ্যেও তার পার্ট সম্পূর্ণই ভরা থাকে। বাবা জানাচ্ছেন, যদিও উঁনিও আত্মা, তথাপি কেবল ঔনাকেই সুপ্রীম (পরম) আত্মা বলা হয়। ভক্তিমার্গে ঔনার নামে চিহ্ন হিসাবে বড় বড় লিঙ্গ-রূপ বানায়, সেটাও আবার নানা ধরনের। এসব খুবই ভুল করে তারা। সকল আত্মাই একই ধরনের, যা স্টার (তারা)-র মতন। তবে তার মধ্যেও জ্ঞান-সূর্য, জ্ঞান-চন্দ্র, জ্ঞান-তারা, ইত্যাদি- এরকম প্রকার ভেদও আছে। এই ড্রামাতে (অবিনাশী নাটকে) তো কত প্রকারেরই পার্টধারী আছে। প্রত্যেকেই কিন্তু নিজের নিজের পার্টটাই করে থাকে, যা একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সত্যি, কি সুন্দর ভাবে রচিত হয়েছে এই ড্রামা। সে হিসাবেই এটাকে বলা যায় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নাট্যশালার নাটক এটা। এমনিতে জাগতিক দুনিয়ার নাটকগুলি তো খুবই সাধারণ। যাতে কেবল ৪ ঘন্টার অভিনয়ই থাকে। আর পরমাত্মার এই অভিনয় তো পুরো ৫-হাজার বছরের। তবুও জগতের লোকেরা বলে যে, কলিযুগের আয়ু হল ৪ লাখ ৩২ হাজার বছর। তারা এমন কতই না গাল-গল্প শোনায়। যেখানে মৃত্যু আমাদের দোরগোড়ায়, তথাপিও তারা এই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্নের মধ্যেই পড়ে থাকবে। তাই বেহদের বাবা বলছেন- বাচ্চারা, এবার তো তোমরা জাগো, তোমরা তো এতদিন কেবল সেই ভক্তি-মার্গের ভগবানকেই স্মরণ করে এসেছো, আর সেই ভক্তিমার্গের দিনও তো প্রায় শেষ হয়ে এলো। তাই তো এই সময়েই আমি এসেছি, তোমাদেরকে জ্ঞানের আলোয় জাগিয়ে তুলে সঠিক দিশা দেখাতে। বর্তমান সময়ে এই দুনিয়ার মানুষের আত্মারা কতই না ক্রোধী প্রকৃতির। তাই তারা কেবল লড়াই-ঝগড়া করতেই শেখে। রাবণের রাজ্যভার শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এইসবও শুরু হয়। অপরদিকে সত্যযুগ হলো কেবল শান্তির রামরাজ্য। বাবা জানাচ্ছেন- এই সময়েই আমি তোমাদের অর্থাৎ আমার বাচ্চাদেরকে রাজারও রাজা হবার জ্ঞান দিয়ে থাকি, কিন্তু তার পরেও যখন তোমাদের যদি অধঃপতন হয় বা নিম্নগামীতে চলে যাও, সেক্ষেত্রে পবিত্র-পাবন রাজার পরিবর্তে পতিত হয়েই থাকবে। যদিও বর্তমান দুনিয়ায় পবিত্র-পাবন আত্মা কেউ নেই। বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমরা সর্বদা এটা বিশ্বাসের সাথে মানবে যে, শিববাবা এই ব্রহ্মার মুখ দ্বারাই মূরলীর মাধ্যমে তোমাদের এসবকিছু শুনিয়ে থাকেন। পূর্বেও যা শুনে যে সব আত্মারা মহারাজা-মহারানী হয়েছিলো, তারাই এখন এমন পতিতে পরিণত হয়েছে। যেহেতু বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হলো আসুরিক-সৃষ্টির দুনিয়া। আর সত্যযুগ হল ঈশ্বর-সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ দুনিয়া। রাম এবং রাবণ দুজনের নামই তো জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু রাবণের প্রকৃত অর্থটাই তো অন্যেরা কেউই বোঝে না। নর অর্থাৎ পুরুষ আর নারী উভয়েরই ৫-টা করে মোট ১০-টা বিকার আছে। তাই রাবণের দশ মাথা দেখানো হয়েছে। এই কারণেই

বর্তমানের এই সময়কে রাবণ-রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়। দীপমালা বা দীপাবলীতে যে পূজার প্রচলন আছে, সেখানে মহালক্ষ্মীর চার হাত দেখানো হয়েছে। যার প্রকৃত অর্থ দুই হাত লক্ষ্মীদেবীর, আর বাকী দুই হাত নারায়ণের। যার যুগ্ম চিত্র বিষ্ণু। এছাড়া বিষ্ণু কিন্তু আলাদা কেউ নয়। এখন তোমরা রাজারও রাজা অর্থাৎ দ্বিমুকুটধারী হতে চলেছো। এই সময়েই তোমরা স্বদর্শন-চক্রধারী হও। আর তোমরাই জানতে পারো যে, কেবল তোমরা ব্রাহ্মণেরাই ৮৪-জন্ম নিয়ে থাকো। বেহদের এই বাবার থেকে বেহদের সুখ, আর লৌকিক বাবার থেকে লৌকিক সুখ পাও। সত্যযুগ অর্থাৎ ব্রহ্মার দিন আর কলিযুগ হলো ব্রহ্মার রাত। অবশ্য প্রজাপিতা ব্রহ্মারও উপস্থিতি আছে এখানে। এক হিসাবে যদিও সবাই শিববাবারই সন্তান, তথাপিও এই ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী রচিত হয়। তা না হলে কি করে বাবা এত বাচ্চাদেরকে এডপ্ট (দত্তক) নেয়। শিববাবাই ব্রহ্মার দ্বারা এই সন্তানদের এডপ্ট (দত্তক) করিয়ে থাকেন। তাই তো বাবা বলেন- আমার যা কিছু, তা তোমরাই তো আমার সব। এখন তোমাদের এক নতুন ভাবে জন্মলাভ হচ্ছে। ড্যাডি অর্থাৎ বাবার যা সম্পত্তি তা তো তোমরাই পাবে। সমগ্র বিশ্বের সেই রাজ্য-সুখ তা তো ব্রহ্মার মাধ্যমেই পাও। এই ব্রহ্মা হলেন সূক্ষ্ম-বতন বাসী। সেখানে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। বাবার এই জ্ঞান-মূরলী প্রচারের জন্য তো কোনও শরীর রূপী রথেরও প্রয়োজন। গীতাই হলো ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। গীতার তুলনায় অন্য সব শাস্ত্র একেবারেই শিশু। সর্বপ্রথম আসে দেবতাদের রাজত্বকাল, তারপর ঋত্বিগদের , ধর্মগুলি সেভাবে স্থাপিত হয়- তার প্রথমে আসে সত্যযুগী সম্পন্ন, ক্রমে ক্রমে আসে, রজোঃ ও তমোঃ-তে। ক্রাইস্ট (খ্রীশু) যখন এসেছিলেন, শুরুতে তিনি তখন প্রথমে পবিএই ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনো বিকর্ম না করে, ততক্ষণ সে কোনও শাস্তিও পাবে না। সত্যযুগে কেবলমাত্র পবিএ আত্মারাই আসবে। সত্যযুগে মায়ার অবস্থান না থাকায় কোনো আত্মাই কখনই দুঃখী হয় না। আমাদের বিকর্ম তখন থেকেই শুরু হয়, যখন আমরা বাম-মার্গে প্রবেশ করি। এটা খুবই ভাল রীতিতে বোঝার বিষয়। যেমন বিকর্মজীং সংবৎ (পঞ্জিকা) আছে, তেমনি বিকর্মী সংবৎ-ও (পঞ্জিকাও) আছে। এমন কাহিনী তো অনেকই আছে। যেমন- মোহজীং রাজার কাহিনী, মোহ জীত অর্থাৎ মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণও। প্রকৃত অর্থে সেটাই ছিল রামরাজ্য। আর বর্তমানের এই সময়টা হলো রাবণরাজ্য। তাই তো রাবণকেই জ্বালানো হয়। কল্প শুরুর প্রথম অর্ধকল্প হলো রামরাজ্য, তার পরের অর্ধকল্পে আবার আসে রাবণরাজ্য। এই স্বদর্শন চক্র সম্বন্ধে কেবল তোমরা বি.কে.-রাই জানো। যেহেতু তোমরা সবাই হলে ঈশ্বরীয় পরিবারের সন্তান। শিববাবা স্বয়ং ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের এডপ্ট (দত্তক) করেছেন, তাই তো বাবা এত স্নেহের সাথে তোমাদেরকে হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চা বলে সন্মোদন করেন। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তাঁর ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) আত্মারূপী প্রদীপকে সর্বদা জাগ্রত রাখতে তার মধ্যে সর্বদাই স্মরণ রূপ ঘৃত ঢালতেই থাকতে হবে। স্মরণের মাধ্যমেই আত্মাকে সত্যপ্রধান বানাতে হবে।

২)সর্বদাই জ্ঞানের আলোয় থাকতে হবে। বেহদের এই নাটক (ড্রামা) কে বুদ্ধিতে ধারণ করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

বরদান :- বাবার শ্রেষ্ঠ মতে চলে প্রত্যেকটি কর্মই কর্ম-যোগীর মতো করতে পারা, কর্ম বন্ধনমুক্ত ভব!

যে সব বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ মতে চলে প্রতিটি কার্য করার সাথে সাথে বেহদের ঈশ্বরীয় নেশায় মত্ত থাকে, তারা সকল কর্ম করেও কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হয়না, নির্লিপ্ত ভাবে থেকে সবার প্রিয় হয়। কর্মযোগী হয়ে কর্ম করলে, তাদের কাছে দুঃখের ডেউ আসতেই পারে না, যেহেতু তারা সর্বদা নির্লিপ্ত আর সবার প্রিয় হয়ে থাকে। কোনো কর্ম বন্ধনই তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে না। সর্বদা মালিকের (ঈশ্বরের) হয়ে কর্ম করলে, কর্ম বন্ধনমুক্ত স্থিতির অনুভব হয়। এইরকম আত্মারা যেমন নিজেরা সবসময়ই খুশীতে থাকে, তেমনি অন্যদেরও খুশী দিতে পারে।

স্লোগান :- অনুভবের অথরিটি (অধিকারী) হলে কখনো প্রবঞ্চিত হবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পড়াশোনায় গাফিলতি করো না । অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দিয়ে নিজেদের থলে (ঝোলা) ভরতে থাকো , বিনাশী ধনের পেছনে এই অবিনাশী কামাইকে হাতছাড়া করো না"

প্রশ্ন - যে বাচ্চারা বাবার মত দয়ালু হয় , তাদের কিভাবে চিহ্নিত করা হবে?

*উত্তর - তারা জ্ঞানের নেশায় মগ্ন থাকবে , তারা জ্ঞান রত্নকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে অন্যদেরও জ্ঞানের ইনজেকশন লাগাতে থাকবে , আর সবাইকে আসুরী মত থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করবে ।

২) বাবা যা শোনান, সেসব নোট করবে আর সকাল সকাল উঠে সেসবের ওপর বিচার সাগর মন্থন করে সবসময়ই হর্ষিত থাকবে* ।

গীত --: আমাদের তীর্থ আলাদা (ন্যায়ারা)

ওম্ শান্তি । শিব জয়ন্তী কবে হয় বা পরমপিতা পরমাত্মা শিব কবে অবতরিত হন , এইসব ভারতবাসী জানে না । তোমরা বাচ্চারাও নশ্বর ভিত্তিতে পুরুষার্থ অনুসারে জানো যে শিব কবে অবতার গ্রহণ করেছেন । গাওয়া তো হয় রাতে অবতার নিয়েছেন । কিন্তু কোন্ রাতে ? সেটা কোনো কমন দিনরাত নাকি সেই রাত কোনো বিশেষ কোনও রাত হয় ? এসব ভারতবাসীরা কিছুই জানে না । শিবের বদলে তারা কৃষ্ণের জন্ম রাত্রি বারোটার সময় রেখে দিয়েছে । শিবকে মানে সবাই কিন্তু তিনি কখন জন্ম গ্রহণ করেন, এটা জানে না । শিবের অবতরণের দিন সবার জন্য বড় থেকে বড় দিন হয় কারণ তিনি হলেন সর্বের সঙ্গতি দাতা । যখন সবার ওপরে দুঃখ আসে তখন তারা চৈততে থাকে ও পতিতপাবন আসুন । ও গড ফাদার দয়া করো । পোপও বলেন হে গড ফাদার এই মানুষদের ওপর দয়া করুন । এরা একে অপরকে মারার জন্য তৈরী হয়ে যায় । কারোর কথা শোনেও না । তাদের ঈশ্বরীয় মত দাও । বাড়ির কেউ যখন খারাপ পথে চলে যায়, তখন বলা হয় ঈশ্বর এদের সুমতি দাও, কারণ তারা আসুরী মতে চলছে । ভগবান কে , এটাই জানে না । বলে দেয় ভগবান নিরাকার আর সর্বব্যাপী । তারপর তো আর কোনো কথা দাঁড়াতে পারে না । তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা কিভাবে সাধারণ ব্রহ্মার তনে অবতার নেন । ব্রহ্মা কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছেন, এটা ভারতবাসী জানে না । দাদার(ব্রহ্মা বাবা) চিত্র দেখে কনফিউজড হয়ে যায় । তারা বোঝে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে জন্ম নিয়েছেন । এবার নাভি থেকে জন্ম তো কারোর হয় না , বিষ্ণু কোথাকার অধিবাসী কারোর বায়োগ্রাফী সম্বন্ধে কিছুই জানে না । বিষ্ণু কি কখনও ব্রহ্মার দ্বারা সব বেদের সার শুনিয়েছিলেন? ব্রহ্মার হাতে বেদ দেওয়া হয়েছে । এটাও ঠিক নয় । বাবা বোঝাচ্ছেন এক তো দেহী অভিমানী হয়ে এখানে বসতে হবে । আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে এই কান দিয়ে শুনছি । কিন্তু বাচ্চারা মুহূর্তে মুহূর্তে ভুলে যাচ্ছে । আমাদের আত্মাদের সাথে পরমপিতা পরমাত্মা বার্তালাপ করছেন । যিনি সবার সঙ্গতি দাতা , জ্ঞানের সাগর, তিনিই বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন । এইসব তোমাদের ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে বসে না , এইজন্য সম্মান করে না । যদি নিশ্চয় থাকতো যে ভগবান পড়ান তাহলে এইসব পড়াকে এক সেকেন্ডও ছাড়ত না । এই পড়া আধা পৌনে ঘন্টা চলে । বাবা বলেন শুধু আমাকে স্মরণ

করো । এই একটা কথা কখনও ভুলো না । বাকী তো সব বিস্তারিত ভাবে থাকে । বাবা বোঝাচ্ছেন এই যে বেদ পড়া, দান পুণ্য করা এতোদিন যা কিছু করেছে , সবকিছু ড্রামায় তৈরী আছে । অর্ধেক সময় জ্ঞান আর অর্ধেক সময় ভক্তি । ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত । এই কমল দিনরাত তো জানোয়ারও জানে , কিন্তু এই ব্রহ্মার দিনরাত তো বড় বড় বিদ্বানরাও জানে না ।

বাচ্চারা তোমাদের তো গৃহস্থ থেকে ব্যবসা ইত্যাদি করে অবশ্যই পড়াশোনাও করতে হবে , এতে গাফিলতি চলবে না । বাবা জানে অমুকে অমুকে গাফিলতি করে । রোজ পড়াশোনা করে না । তাহলে তো ফেল করে যাবে বা কম পদ পাবে কারণ তারা বিনাশী ধনের লোভী । অবিনাশী জ্ঞান রত্নের কোনো সম্মান নেই । এইসব তো তোমরা বাচ্চারাই জানো । সাথে এই অবিনাশী রত্নও চলবে । যারা অনেক পয়সা (ধন) একত্রিত করে, তাদের পেছনে গভর্নমেন্ট পড়ে আছে । যেমন মানুষের মৃত্যু আসে , তো হলুদ হয়ে যায় । সেরকম গভর্নমেন্টের অফিসাররা যখন ধরতে আসে তখনও হলুদ হয়ে যায় । দেখো দুনিয়ার অবস্থা কি হয়েছে, আমরা বোঝাই যে বাচ্চারা সময় এখন খুবই অল্প । এই মৃত্যুলোককে নরক বলা হয় । বলাও হয় - আমরা পতিত, তারপরও নিজের মতে চলতে থাকে । কনফারেন্স করতে হবে যে শান্তি কিভাবে সম্ভব? ধর্মের লোকেরা একে অপরের সাথে লড়াই করো না । এক ক্রিস্চান ধর্মের লোকই নিজের ধর্মের লোকের সাথে লড়াই করেছে । এবার তাদের মানুষরা কিভাবে শান্ত করতে পারে । একদমই অনাথ । ঋষি মুনিরাও বলে আমরা রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানে না । বাবা বলেন তোমরা নিজের ধনীকে জানো না । মালিককে যখন মানো তখন তাকে জানা দরকার, না ! ভগবান, ঈশ্বর, গড এইসব ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয় । বাস্তবে তো তিনি আমাদের বাবা (ফাদার) , তাই না! আমাদের রচয়িতা আর আমরা ওঁনার সন্তান । বাবা মা আর বাচ্চারা । আমরা তো হলাম ঈশ্বরীয় পরিবার । মাতা পিতার কাছ থেকে অবশ্যই অধিকার পাওয়া দরকার । আমরা পরমপিতা পরমাত্মার পরিবারের । বাবাকে সর্বব্যাপী বললে পরিবার হবে না । মালিক রচয়িতার পরিবারের আমরা । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও বাবা এরকমই অধিকার দিয়েছিলেন । না শুধু আমাদের কিন্তু সবাইকেই দেন । আমাদের জীবন মুক্তি দেন আর বাকি সবাইকে মুক্তি দেন । কত সহজ না! এতে তো অনেক খুশী হওয়া দরকার । কিন্তু অহো মম মায়া , এখান থেকে বাইরে গেলেই সব ভুলিয়ে দেয় । বাবাকেই ভুলে যাওয়া হয় । এখন তোমরা বাবার হয়েছেো, তুমিই জানো শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা এডপ্ট (দত্তক) নিয়েছেন । এরকম নয় যে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়েছে । এই চিত্র রাখা উচিত । (গান্ধীর নাভি থেকে নেহেরু) কিন্তু বিষ্ণুর নাভি থেকে এতো বড় ব্রহ্মা কিভাবে বেরোবে । তারপর ব্রহ্মা বসে বেদের জ্ঞান শোনায় , সেটাও কোথায় ? সেটা কি সূক্ষ্ম বতনে? কিছুই বুদ্ধিতে থাকে না । যাদের বাবার কাছ থেকে অধিকার (বর্সা) নেওয়ার আছে , তারা তো এইসব কথা ভালো করে বুঝতে পারে , বাকি সবাই বলে কল্পনা । এবার বাচ্চারা তো মানে সত্যিই বাবা সত্য কথা শোনান । এবার তোমাদের ব্রাহ্মণদের গিয়ে সবাইকে সত্যিকারের গীতা শোনাতে হবে । সবাই একরকম বোঝাতে পারবে না । সেকারণে নম্বর ভিত্তিতে রাজধানী তৈরী হচ্ছে । সবাই একরকম পড়াশোনা করতে পারে না । ধারণা করে তার উপর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । শুনলাম, নোট করলাম তারপর সেটাকে নিয়ে চিন্তা করতে হয় । আজ বাবা কি শোনালেন । সকালে উঠে ধ্যান দেওয়া দরকার । তোমাদের সবার ওপরে মায়া (তরস) আসা উচিত । বাবার আঙ্গা হলো নিজেদের রচনা বাচ্চাদেরও বোঝাও । পুরুষ নিজের সুখের জন্য রচনা রচিত করে । বেহদের বাবা কখনও নিজে সুখ ভোগ করে না । তিনি

বলেন বাচ্চাদের জন্য পুরো পরিশ্রম করি। তাই যখন ধারণা হয়, তখন নেশা হয়, আর তখনই কাউকে ইনজেকশন লাগাতে পারো। বাবার মত দয়ালু হতে হবে। আসুরী মত থেকে সবাইকে ছাড়াতে হবে। কত কঠিন শত্রুতা রাম আর রাবণের। এটা হলো রাবণ রাজ্য, ওটা হলো রাম রাজ্য। মানুষ তো কিছুই জানে না যে কে পাবন তৈরী করে আর পতিত কে বানায়। বাবা কত ভালো ভাবে বোঝাচ্ছেন। বোঝানোর জন্যই এই চিত্র তৈরী করা হয়েছে। পুরো বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফী বাবাই বোঝাচ্ছেন। এইসব চিত্রে অনেক ভালো লেখা আছে। এবার তোমরা বাচ্চারা জানো নিরাকার গড ফাদার পুরো বিশ্বের ধর্মীয় রাজনৈতিক হিস্ট্রি জিওগ্রাফী বসে বোঝাচ্ছেন। শোনে অনেক কিন্তু বোঝে না কিছুই। বাস্তবে এই চিত্র হয় অন্ধের সামনে আয়না। ঝাড় আর ড্রামা সেটা তো একেবারেই পরিস্কার। বাবা এটা বুঝিয়ে তৈরি করেছেন। এই সময়ে সবাই অঙ্গুণ নিদ্রায় নিদ্রিত। তোমরা বাচ্চারা রুহানী যাত্রায় নিয়ে যাচ্ছো। রুহানী রাহী (পথিক) বানানোর জন্য কত জ্ঞান দিতে হবে। বুদ্ধি স্বচ্ছ দরকার। এই পুরোনো দুনিয়া থেকে একদম উপরাম। এটাও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, যেখানে নিজেদের জড় পদার্থের স্মৃতি আছে, সেখানেই এসে বসা হয়েছে। এইসব জড় পদার্থ, ওটা চৈতন্য। বড়ই গুপ্ত রহস্য। যেমন আমরা গুপ্ত, সেরকম মন্দির স্মৃতিও গুপ্ত। যারা মন্দির তৈরী করে তারা কিছুই জানে না। বাবা তোমাদের সবকিছু বোঝাচ্ছেন। প্রদর্শনীতে কথা গুলি খুব ভালো হওয়া উচিত। তোমাদের অনেক ভালো করে বোঝাতে হবে। মানুষও চিনতে হবে। বড় বড় লোকেরা আসে, কেউ খুব ভালো করে বোঝে আবার কেউ বলে দেয় সময় কোথায় আবার কেউ বলে কাল এসে বুঝবো। বাবা বলে দেন তোমরা কখনওই আসবে না। বড়ই মুশকিল। তোমরা জানো আমরা দেবতা তৈরী হচ্ছে। আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। আমরা রাজ্য করবো। কিন্তু এইসব নিজের মনে দেখতে হয়। আমরা রাজা-রাণী হবো না দাস-দাসী না প্রজা। মধুবনে এসে এরকম নেশা চড়িয়ে যাও যেটা সদাকালের জন্য থাকে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

(বিশেষ কনফারেন্স অথবা সেবার জন্য অব্যক্ত বাপদাদার ইশারা)

সেবার প্ল্যান তো অনেক ভালো তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু প্লেন বুদ্ধি হয়ে প্ল্যানকে প্র্যাক্টিকলে আনতে হবে। সেবা যদি করো তাহলে জ্ঞানকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করো। শুধু শান্তি, শান্তি তো বিশ্বের সবাই চাইছে। অশান্তিতে শান্তি মিশ্রিত করে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে তো সবাই এই নাড়া লাগাচ্ছে যে শান্তি হোক। অশান্ত আত্মারাও শান্তির ধ্বনি দিচ্ছে। শান্তি তো দরকার কিন্তু যখন নিজের স্টেজে প্রোগ্রাম করো তো তখন নিজের অথোরিটিতে বলো। বায়ুমণ্ডল দেখে নয়। সেটা তো অনেকদিন ধরে করেছে আর সেটা ঐ সময় প্রমাণে ঠিকই ছিল। কিন্তু এবার যখন ভূমি (ধরনী) তৈরী হয়ে গেছে তখন জ্ঞানের বীজ বপন করতে শুরু করো। সেরকম টপিক তৈরী করো। তোমরা টপিক এইজন্য পরিবর্তন (change) করো, যাতে দুনিয়ার লোকেরা ইন্টারেস্ট দেখায়। কিন্তু আসেও তারাই। কত মেলা, কত কনফারেন্স, কত সেমিনার ইত্যাদি করা হয়েছে। এতোদিন লোকেদের মত করে টপিক বানানো হয়েছে। কিন্তু আর কতদিন গুপ্ত বেশে থাকবে। এবার তো প্রত্যক্ষ হয়ে যাও। ঐসব সময় অনুসারে যা হবার তাই তো

হয়েছেই, কিন্তু এখন নিজের স্টেজে পরমাত্র বাম (মলম) তো লাগাও । তাদের মাথা তো এবার ঘুরুক যে এরা কি বলে ! নইলে তো শুধু বলতেই থাকবে যে খুব ভালো লাগলো কথা শুনে । তাহলে ভালো, ভালোই থাকে আর সেটা যেখানকার সেখানেই থেকে যায় । কিছু শোরগোলের সাথে (হলচল মচানা) সাথে কাজ তো শুরু করো । প্রত্যেকের তো নিজের অধিকার আছে । পয়েন্টসও দাও , সেটাও অথোরিটি আর স্নেহের সাথে দাও, কেউ কিছু করতে পারবে না । এমনি তো অনেক জায়গাতেই ভালো করে মানে যে ইনি নিজের কথা স্পষ্ট করে বলতে অনেক শক্তিশালী । ঢং কেমন হবে সেটাও তো দেখতে হবে । কিন্তু শুধু মাত্র অথোরিটি নয় , স্নেহ আর অথোরিটি দুটোই সাথে সাথে দরকার । বাপদাদা সর্বদা বলেন যে তীরও লাগাও আর সাথে সাথে মালিশও করো । সম্মানও ভালো করে দাও কিন্তু নিজের সত্যতাকেও সিদ্ধ করো । ভগবানুবাচ বলা তো ! নিজের কিছু খোড়াই বলা । যারা রাগ করবার তারা চিত্র দেখেও রেগে যায় , তখন কি করো । চিত্র তো দেখাও না ,তাই না! সাকার রূপে কনফিডেন্টলি অথোরিটির সাথে কারোর সামনে কিছু বললে তার প্রভাব কি দেখেছো ! কখনও মতের অমিল হয়েছে কি ? এরকম পদ্ধতি (style) ভাষণের জন্যও শেখো, না ! জ্ঞানের রীতি কিভাবে বলা উচিত - স্টাডি করেছে না ! এবার আবার স্টাডি করো । দুনিয়ার হিসাবে নিজেকে বদলেছো, ভাষা পরিবর্তন করেছে তো, তাহলে যখন দুনিয়ার রূপে পরিবর্তন করতে পেরেছো, তাহলে সেখানে যথার্থ রূপে করতে কেন পারবে না । কতদিন এইভাবে চলবে ? এতে তো খুশী যে যারা বলে খুব ভালো । কিন্তু দুনিয়ায় এটা তো প্রসিদ্ধ হোক যে "এই হলো যথার্থ জ্ঞান " যার ফলেই গতি - সঙ্গতি হবে । জ্ঞান ছাড়া গতি সঙ্গতি হয় না । এখন দেখো অনেকে যোগ শিবিরে যাচ্ছে । বাইরে গিয়ে আবার সেই কথা বলবে যে পরমাত্রা হন সর্বব্যাপী । এখানে তো তারা বলে যোগ অনেক ভালো লাগলো, কিন্তু ফাউন্ডেশন বদলায় না । তোমাদের শক্তির প্রভাবে পরিবর্তন হয়ে যায় । কিন্তু নিজেরা শক্তিশালী তৈরী হয় না । যেটা হয়েছে, সেটাও প্রয়োজন ছিল । যে ভূমি (ধরনী) অনুর্বর হয়ে গেছিল সেই ভূমিতে লাঙল (হল) চালিয়ে যোগ্য ভূমি তৈরী করার এই সাধনই যথার্থ ছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো শক্তির নিজের শক্তি স্বরূপেও আসবে ,তাইনা! স্নেহের রূপে এসো । কিন্তু এই শক্তির, এদের এক একটি বোল হৃদয়কে পরিবর্তন করার নিমিত্ত হবে , বুদ্ধি পরিবর্তন হবে , না থেকে হ্যাঁ হবে - এই রূপই প্রত্যক্ষ হবে ,তাই না ! এবার সেটাকে প্রত্যক্ষ করো । ঐসবের প্ল্যান তৈরী করো । তারা আসে খুশী হয়ে যায় । তারা যাদের এতো আরাম, এতো স্নেহ সম্মান পাবে তাহলে অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে । এরকম ভালোবাসা বা স্নেহ তো কোথাও পায় না এই কারণে সন্তুষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু শক্তি স্বরূপ তৈরী হয় না । ব্রহ্মা বাবার সেবার যোজনা দেখো ,তো কি কি যোজনা তোমরা প্র্যাক্টিকলে করেছে , ব্রহ্মা বাবা বলছিলেন যে সব প্রদর্শনীতে প্রশ্নবোধক জবাব রাখো । তার মধ্যে কোন কোন কথা ছিল । তীরের মতো লাগতো কিনা । ফর্ম ভরতেও বলা হতো । এটা ঠিক না ভুল, হ্যাঁ বা না লেখো । ফর্ম ভরাতো কিনা । তাহলে কি যোজনা ছিল? এক হলো এরকম ভরতে হবে । তাড়াতাড়িতে ঠিক ভুল করে দেবে , তাই বুঝিয়ে ভরাও । তখন সেই অনুসারে যথার্থ ফর্ম ভরবে । সিদ্ধ তো করতেই হবে, নয়কি । সেসব একে অপরের সাথে বসে প্ল্যান তৈরী করো । যাতে অথোরিটিও থাকে আর স্নেহও থাকে । সম্মানও থাকে আর সত্যতাও প্রসিদ্ধ হোক । এমনিই কারোর ইনসাল্ট (অপমান) খোড়াই করা হবে । এটাও লক্ষ্য যে আমাদেরই ব্র্যাঞ্চেস আছে । ছোটদের স্নেহ দেওয়া, এটা তো পরম্পরায় আছে । আচ্ছা --

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) এই পুরোনো দুনিয়া থেকে উপরাম থাকতে হবে । স্বচ্ছ বুদ্ধিধারী হয়ে জ্ঞান ধারণ করে অন্যদের ধারণ করতে হবে । নিজেদের মধ্যে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে ।

২) বাবার মতো দয়ালু হয়ে সবাইকে আসুরিক মত থেকে ছাড়াতে হবে ।

বরদান --: প্রত্যক্ষতা আর প্রতিজ্ঞার ব্যালেন্স দ্বারা সবাইকে বাবার ব্লেসিং (blessing) প্রাপ্ত করতে বিজয়ী রত্ন ভব !

প্রত্যক্ষতার নাগাড়া (বাজনা, kettle drum) বাজানোর জন্য দূততা সম্পন্ন প্রতিজ্ঞা করো । প্রতিজ্ঞা করা মানে প্রাণের বাজী লাগানো । প্রাণ (জান) চলে যাক কিন্তু প্রতিজ্ঞা যেন অটুট থাকে । দূত প্রতিজ্ঞা যারা করে তারা কোনো পরিস্থিতিতে হার খেতে পারে না , তারা গলার হার অর্থাৎ বিজয়ী রত্ন তৈরী হয় । যখন এরকম প্রতিজ্ঞা করবে তখন প্রত্যক্ষতা হবে । প্রত্যক্ষতা আর প্রতিজ্ঞা -- এই দুটোর ব্যালেন্সই সকল আত্মাদের বাপদাদা দ্বারা ব্লেসিং প্রাপ্ত করাবার নিমিত্ত হয় ।

স্লোগান --: লভলীন স্থিতির অনুভব করো তাহলে স্মৃতি বিস্মৃতির যুদ্ধে সময় ব্যয় না।

" সংকল্পের গতি ধৈর্যপূর্ণ হলেই লাভ "

আজ বাপদাদা তাঁর 'এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ' এমন একনামী , একরস স্থিতির অধিকারী স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন। প্রতিটি বাচ্চার মরজীবা জন্মের শ্রেষ্ঠ রেখা বাপদাদা দেখছেন। আজকাল দুনিয়ায় বিশেষ হস্তরেখাবিদ রেখা দেখে আত্মার ভাগ্য বর্ণনা করে বা গুণ , শ্রেষ্ঠ কর্তব্যের বর্ণনা করে। কিন্তু বাপদাদা হস্তরেখা দেখেননা। প্রতিটি বাচ্চার মুখ , চোখ আর কপাল এই দেখে প্রত্যেকের স্পীড এবং স্টেজের রেখা দেখছেন। এমনতেও চেহারা দ্বারা মানুষ , আত্মাকে পরখ করার চেষ্টা করে। তারা দেহ-অভিমানী হওয়ার কারণে স্থূল চিহ্ন গুলি চেক করেন। বাপদাদা মস্তক দ্বারা স্মৃতি স্বরূপ স্থিতিকে দেখেন। নয়ন দ্বারা জ্বালা রূপ দেখেন , মুখশ্রীর মধুর হাসি দ্বারা নির্লিপ্ত এবং লাভলী স্টেজের পদ্মপুষ্প সম স্থিতি দেখেন। যে সর্বদা স্মৃতি স্বরূপ থাকে , তাদের রেখা সদা মস্তকে সংকল্পের গতি ধৈর্যপূর্ণ থাকবে। কোনোরকমের ভার অনুভব হবেনা । প্রেশার থাকবেনা । এক মিনিটে একটি সংকল্পের দ্বারা অনেক সংকল্পের জন্ম দেবেনা । যেমন শরীরের কোনো রোগের চেকিং নাড়ী দেখে করা হয় তেমনভাবেই সংকল্পের গতি , এই মস্তকের রেখাই হল পরিচয়। যদি সংকল্পের গতি তীব্র হয় , এক সে এক , এক সে এক সংকল্প চলতেই থাকে তবে সংকল্পের গতি তীব্র হওয়া , এও তো ভাগ্যের এনার্জি নষ্ট করা হল। যেমন মুখের দ্বারা অতি তীব্র গতিতে এবং অনবরত কথা বললে শরীরের শক্তি বা এনার্জি নষ্ট হয়। কেউ সদা কথা বলতেই থাকে , বেশী বলে , জোরে বলে তো তাকে কি বলো ? ধীরে বলো , কম বলো। তেমনই সংকল্পের গতি রুহানী এনার্জি নষ্ট করে।

সব বাচ্চারাই হল অনুভবী - যখন ব্যর্থ সংকল্প চলায়মান হয় তখন সংকল্পের গতি কিরকম হয় । আর যখন জ্ঞানের মনন চলে তখন সংকল্পের গতি কিরকম হয় । ঐ স্থিতিতে এনার্জি নষ্ট হয় , এই স্থিতিতে এনার্জি ক্রিয়েট হয়। ব্যর্থ সংকল্পের তীব্র গতি হওয়ার কারণে নিজেকে কখনও শক্তি স্বরূপ অনুভব করোনা । যেমন শরীরের শক্তি শেষ হলে বর্ণনা করে যে মাথাটা কেমন খালি খালি অনুভব হচ্ছে । তেমনই আত্মা সর্ব প্রাপ্তি থেকে নিজেকে খালি অনুভব করে। যেমন শারীরিক শক্তির জন্যে ইনজেকশন দিয়ে শক্তি বাড়ানো হয় বা ফ্লকোজের বোতল লাগানো হয় , ঠিক তেমনভাবে রুহানীয়তে কমজোর আত্মা পুরুষার্থের বিধি স্মরণ করে - আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান , আজ মুরলীতে বাপদাদা কি-কি পয়েন্টস বলেছেন , ব্যর্থ সংকল্পের ব্রেক গুলি কি ! বিন্দু লাগানোর চেষ্টা করা , তো এই হল ইনজেকশন লাগানো। এমন পুরুষার্থের বিধির ইনজেকশন দ্বারা কিছু সময়ের জন্যে শক্তিশালী হয় বা বিশেষ স্মরণের প্রোগ্রাম দ্বারা বা বিশেষ সংগঠন এবং সঙ্গ দ্বারা ফ্লকোজের বোতল লাগিয়েও নেয় । কিন্তু অতিরিক্ত সংকল্পের অভ্যাসী আত্মারা অল্প সময়ের শক্তি ভরার ফলে কিছু সময় তো নিজেদের শক্তিবান অনুভব করবে কিন্তু পরক্ষণেই দুর্বল হয়ে যাবে তাই বাপদাদা মস্তকের রেখা দ্বারা রেজাল্ট দেখে বাচ্চাদের এই শ্রীমত স্মরণ করিয়ে দেন যে সংকল্পের গতি অতিরিক্ত তীব্র কোরোনা । যেমন মুখের কথার জন্যে বলা হয় যে দশটি শব্দের বদলে দুটি শব্দ বলো , যে দুটি শব্দ যেন এমন সমর্থ স্বরূপ হবে যে ১০০ টি শব্দের কার্য সিদ্ধি করবে। এমন সংকল্পের গতি , সংকল্পও যেন সেইটি চলে যা প্রয়োজনীয় হবে। সংকল্প রূপী বীজ সফলতার ফল দ্বারা সম্পন্ন হবে। খালি বীজ যেন না হয় যার দ্বারা ফল প্রাপ্তি হবেনা। একেই বলা হয় সদা সমর্থ স্বরূপ সংকল্প । ব্যর্থ নয়। সমর্থের সংখ্যা স্বতঃতই কম হবে কিন্তু শক্তিশালী হবে আর ব্যর্থের

সংখ্যা বেশী হবে , প্রাপ্তিও কিছু হবেনা । ব্যর্থ সংকল্প এমন যেন বাঁশবন। যেখানে এক থেকে অনেকের উৎপত্তি স্বতঃতই হয় এবং নিজেদের মধ্যে ঘর্ষণের ফলে আগুনের সৃষ্টি হয়। সেই আগুনে নিজেই ভস্মীভূত হয়। তেমনভাবেই ব্যর্থ সংকল্পের মধ্যেও ঘর্ষণের ফলে কোনো না কোনো বিকারের অগ্নি প্রজ্বলিত হয় আর নিজেই নিজেকে অস্থির করে দেয় তাই সংকল্পের গতি ধৈর্যপূর্ণ করো।

এই মরজীবা জন্মের খাজানা বলো বা বিশেষ এনার্জি বলো , সেসব হলই সংকল্প । *মরজীবা হওয়ার আধার-ই হল শুদ্ধ সংকল্প* । " আমি শরীর নই , আমি হলাম আত্মা " এই সংকল্পটি কড়ি থেকে হীরা তুল্য করে দিয়েছে তাইনা ! আমি হলাম কল্প পূর্বের পিতার সেই সন্তান , উত্তরাধিকারী , অধিকারী , এইরূপ সংকল্প গুলিই মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে পরিণত করেছে। তাহলে খাজানাও হল এইটি এবং সংকল্পও হল এইটি । বিশেষ খাজানাকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় , এমনভাবেই নিজের সংকল্পের খাজানা বা এনার্জিকে বুঝে নিয়ে এমন কাজে লাগাও তবেই সর্ব সংকল্পের সিদ্ধি লাভ হবে এবং সিদ্ধি স্বরূপে পরিণত হবে। তাহলে বুঝলে আজ কোন্ রেখাগুলি দেখলেন ? কম চিন্তা করো অর্থাৎ সিদ্ধি স্বরূপ সংকল্প করো। এমন রেখার অধিকারী আত্মারা সদা-ই বেগমপুরের বাদশাহ হবে অর্থাৎ দুঃখহীন রাজ্যের মহারাজা । মুখ দিয়ে সর্বদা মহাবাক্য বলো।

মহাবাক্য হাতে গোনা যায়। যেমন মহান আত্মারা সংখ্যায় কম হয় , আত্মারা অনেক হয় আর পরমাত্মা হলেন এক । তো সংকল্প এবং বানী এই দুই-ই এনার্জি ব্যর্থ খরচ কোরোনা । মহাবীর , মহারথী অর্থাৎ মুখে মহাবাক্য বলেন যিনি , বুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধি স্বরূপ সংকল্প করেন যিনি - এই হল মহাবীর বা মহারথীদের লক্ষণ । এমন মহারথী হও যে কেউ সামনে এসে একটি আশা-ই করবে যে হে মহান আত্মারা আমার সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সংকল্প শোনান , দুটি শব্দ আশীর্বাদের বলুন । আশীর্বাদের বানী খুব কমই শোনা যায়। তো তোমরা হলে মহারথী , মহাবীর দেবাত্মা স্বরূপ , ভক্তদের জন্যে পূজনীয় আত্মা স্বরূপ । তাই সদা সংকল্প এবং বানী দ্বারা আশীর্বাদের সংকল্প এবং শব্দ বলো , অমৃতবানী বলো। লৌকিক বানী নয়। আত্মা ।

সদা মহান সংকল্প দ্বারা স্বয়ংকে আর সর্বকে শীতল করতে পারে , বানী দ্বারা সদা আশীর্বাদের শব্দ বলতে পারে , এমন শ্রেষ্ঠ রেখাযুক্ত , সদা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের , মহান আত্মাদের , দেবাত্মাদের , পূজ্য আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

বিদেশী *বাচ্চাদের* *সঙ্গে* *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাফাংকার*

তোমরা বাপদাদার সদা স্নেহী , সদা সহযোগী আর সদা সেবান্বিত , সার্ভিসেবল রত্ন হয়েছ কি ? প্রতিটি রত্ন হল কত অমূল্য যে বিশ্বরূপী শো-কেসের মধ্যখানে রাখা হয়। বাপদাদা জানেন যে কত উঁচু বিভিন্ন রকমের বাধা বিপদ অতিক্রমণ করে বাবার আপনজন হয়েছে ! ধর্মের বাধা , রীতি-রেওয়াজের বাধা ইত্যাদি বিভিন্ন বাধা অতিক্রমণ করেছ কি ? কিন্তু বাবার সহযোগে এত উঁচু বাধা বিপদও এমনভাবে পার করে এসেছ যেন একটি পদক্ষেপে সকল বাধা পার করেছ। কোনোরকম মুশকিল হয়নি । এতটাই সহজ অনুভূতি হয়েছে তোমাদের যে তোমরা ভেবেছ যেন আমরা ছিলাম-ই বাবার কাছে। যদি তোমরা সবাই বাবার আপন না হয়ে উঠতে তাহলে বিদেশে এত সেন্টার

কিভাবে স্থাপন হতো ? সেবার কারণে তোমরা নিজের নিজের স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলে , আবার বাবা এসে আপন করে নিয়েছেন। তাহলে এখন কি ভাবছো ? মধুবন নিবাসী হয়েছ তো ? তোমাদের সবার ভোট রয়েছে মধুবনে । এমন ভাবো কি আমরা মধুবন নিবাসী সেবা অর্থে গিয়েছিলাম ? যেমন ভারতবাসী বাম্ভারা বিভিন্ন স্থানে গেছে তো তোমরাও চলে গিয়েছ। প্রতিটি বাম্ভার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন সেবার পার্ট। নিজের সমজিন্দাদের জাগ্রত করতে কত সহজ সেবার নিমিত্ত হয়েছ । বাপদাদা ভ্যারাইটি স্থানের ভ্যারাইটি পুষ্পদল দেখে খুব খুশী হয়েছেন। ভ্যারাইটি পুষ্পের একখানি বৃক্ষ হয়ে যাক , এমন বৃক্ষ কখনও দেখেছ কি ? তোমরা হলে একটি বৃক্ষের বিভিন্ন গোলাপ , বিভিন্ন ফুল। তোমরা হলে সদা সিদ্ধি স্বরূপ কারণ বাপদাদা দ্বারা বরদানী আত্মা স্বরূপ হয়েছ ! তিনটি শব্দ সদা স্মরণে রাখবে । প্রথম হল সদা ব্যালেম্স রাখতে হবে। দ্বিতীয় হল সদা ব্লিসফুল থাকতে হবে । তৃতীয় হল সকলকে ব্লেসিং দিতে হবে। সেবা এবং স্ব-এর সেবা - দুটির সদা ব্যালেম্স । ব্যালেম্স দ্বারা কত কলাবাজী দেখানো হয়। তোমরাও বুদ্ধির ব্যালেম্স দ্বারা সদা ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে যাবে। তোমাদের প্রতিটি কর্ম হয়ে যাবে কলায় পরিপূর্ণ । দেখাটাও হয়ে যাবে কলা কারণ আত্মা হয়ে শোনো কিনা। তেমনভাবেই বলা ,চলা প্রতিটি কদমে প্রতিটি কর্মে কলা প্রদর্শন হবে। কিন্তু এইসব কিছুইর আধার হল বুদ্ধির ব্যালেম্স । এমনই সর্বদা ব্লিসফুল অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ । আনন্দের সাগর বাবার সন্তানেরা সর্বদা আনন্দ স্বরূপ ।

আত্মা - এখন তো মিলন হতেই থাকবে। সঙ্গমযুগ হলই মেলা। তাই সর্বদা মিলন হবেই। একটি দিনও পিতা এবং সন্তানের মিলন হবেনা বা এক সেকেন্ডের জন্যেও মিলন হবেনা , এমনতো হতে পারেনা। এমন অনুভব তো কর তাইনা ? সর্বদা বাবার সঙ্গে কন্সাইন্ড আছো তো ? কন্সাইন্ড স্বরূপ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবেনা। কারও এত সাহস নেই , এত শক্তি নেই । আত্মা ।

বরদান :- দুট প্রতিজ্ঞার সাহায্যে কেয়ারলেসনেসের লুজ স্কু টাইট করতে পারে এমন তীর পুরুষার্থী ভব।

প্রতিজ্ঞায় লুজ হওয়ার মূল কারণ হল - কেয়ারলেসনেস । যেমন যতই বিরোট মেশিন হোক তার একটা ছোটো স্কু লুজ হয়ে গেলে সম্পূর্ণ মেশিন বেকার হয়ে যায় , তেমনই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে ভাল প্ল্যান করো, পুরুষার্থও করো কিন্তু পুরুষার্থ বা প্ল্যানকে দুর্বল করার একটাই স্কু হল - কেয়ারলেসনেস । যা আবার নতুন নতুন রূপে আসে। এই লুজ স্কু - টিকে টাইট করো । আমরা বাবার সমান হতেই হবে - এই দুট সংকল্পের আধারে তীর পুরুষার্থী স্বরূপে পরিণত হয়ে যাবে ।

শ্লোগান : বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি-ই হল সময়ের কাছে আসার ফাউন্ডেশন ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- প্রতি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমত্ মেনে চলো, বাবার শিক্ষাকে ধারণ করো, এটা তোমাদের জন্য দৈব অনুগ্রহের কাজ করবে"

প্রশ্নঃ - বাচ্চু বাদশাহ আর পিরু উজির উভয়েই কিভাবে একে অন্যের সাথে থাকে ?

উত্তরঃ - বাচ্চু বাদশাহ হল কাম বিকার আর পিরু উজির হল ক্রোধ । দুইয়ের মধ্যে গভীর সম্বন্ধ । এই সময় সব মানুষ এই দুইয়ের বশীভূত । কোনও কোনও বাচ্চা বাবার হয়ে পরে আবার কাম -ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যায় , যা বাবার বদনামের কারণ হয় । সেইরকম বাচ্চারা নিজেদের ভাগ্যের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে । বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, এই সমস্ত শত্রুদের জিতে নাও । ক্রোধের জন্য বলা হয়ে থাকে - যেখানে ক্রোধ থাকবে সেখানে জলের কলসিও শুকিয়ে যায় ।

গীতঃ- তোমাদের শৈশবের দিন ভুলে যেও না !

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা জানো সভাতে কে এসেছেন ! বাবা এবং দাদা, উভয়েই একসঙ্গে ; তিনি যদি সাকারে হন, তবে দাদার থেকে বাবাকে আলাদা হতে হবে । এটা আশ্চর্যজনক সঙ্কেত । কে এসেছেন ? বাচ্চাদের বুদ্ধি বলে, শিববাবা এসেছেন । একমাত্র এক বাবা, স্বর্গের রচয়িতা, দুই বাবা নন । তবে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাঁর মদদগার হয়েছেন । বাবা এবং বাচ্চারা উভয়ে মিলে কাজ করে । এটা বাবার মহানুভবতা সুতরাং, এটা বাচ্চাদেরও মহানুভবতা । এই দাদাও বাচ্চা ! এখানে তোমরা ক্লাস করতে আস । সভা শব্দটা কমন । অনেক সভা হয় । এটা ভগবানের পার্শ্বশালা । এটা সর্ব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সবাই নলেজ শুনে তা' ধারণ করে । তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । শুনতে শুনতে তাদের খুশির পারা উপরে উঠে যায় । হৃদের বাবা টিচার এবং গুরুও । সেই একেশ্বর হলেন বেহদের বাবা এবং টিচার । আজ তিনি তোমাদের পড়াচ্ছেন, সুতরাং, তোমাদের খুশির পারা কত উপরে হওয়া উচিত ! অসংখ্য বাচ্চা । বলা হয় শিব ভগবানুবাচ, শিবাচার্য আমাদের পড়ান । তিনি জ্ঞানের সাগর । শিবাচার্যের পরে শংকরাচার্য আসেন । সন্ন্যাসও দুই ধরনের । এই সন্ন্যাস সতোপ্রধান দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য । এটা সহজ যোগ । তোমরা জানো যে বাবা এই দাদার শরীরে প্রবেশ করেন । এই কারণে তোমাদের বলতে হবে "বাপদাদা" , গ্র্যান্ডচিলড্রেন হও তাই না ! সাকার বাবাই পরে গ্র্যান্ডফাদার এবং তারও পরে গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার হন । এখানে গ্র্যান্ড ফাদার নিরাকার । বাবা এই শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞান শোনান । যারা ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছে তারা সবাই ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমরা বলো, হে পরমপিতা পরমাত্মা ! আমরা আপনার ছিলাম আর আমরা আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছি । কত সহজ এই কথা । লৌকিকে একজন বাবার পাঁচ -সাতজন বাচ্চা থাকলে তাদের মধ্যে দু -একজন অযোগ্য থাকে । এই বাবার অসংখ্য বাচ্চা সুতরাং কত যোগ্য আর অযোগ্য বাচ্চা হবে ! কারও ওপর কামের প্রভাব থাকে তো কারও ওপর ক্রোধের । ঘরে কারও একজনের যদি ক্রোধ হয় তবে সেখানে লড়াই বেঁধে যায় । ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ঘরকে দুঃখময় করে তোলে । এখানেও কারও কারও মধ্যে ক্রোধের অশুভ শক্তি থাকায় শিববাবার বদনাম হয়ে যায় । তারা বাবার নাম বদনাম করে নিজেদের ভাগ্যে কাটা দিয়ে দেয় । ক্রোধ অনেক বড় শত্রু । যেখানে ক্রোধ, কলহ , ক্লেশ থাকে তাকে নরক বলা হয়ে থাকে । বলা হয়ে থাকে যেখানে ক্রোধ থাকে সেখানে কলসির জলও শুকিয়ে যায় । সেইজন্যে বাবা বোঝান, যাদের মধ্যে ক্রোধ আছে তাদের শ্রীমত্

দেওয়া হয় ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কাউকে দুঃখী কোরোনা, তা নাহলে তোমাদের ভাগ্যোদয় বাধাপ্রাপ্ত হবে আর তোমাদের পদ ভ্রষ্ট হবে। ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার পরিবর্তে তোমরা আসুরিক সন্তান হয়ে যাও। এখানে লেখা যায়, দৈবী রাজ্য তোমাদের গডলি বার্থরাইট। সত্যযুগের সম্পূর্ণ বরসা নেওয়া তোমাদের অধিকার। পুরো বরসা নিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণ হতে হবে। যদি কেউ স্বর্গে প্রজাও হয় সেটাও পরম সৌভাগ্য। অন্ততপক্ষে তারা আসবে তো ! ধীরে ধীরে স্থাপনা হয়ে চলেছে। তারপর তাদেরকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করানো হয় এবং তাদের রাখী বাঁধা হয়। কেউই লুকিয়ে রাখতে পারবেনা। এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবা জিঙ্গেস করে তোমাদের কুল বড় নাকি দৈবী কুল ? কোন কুল অধিক শ্রেষ্ঠ ? (ব্রাহ্মণদের) আমরা দেবতাদের এত শ্রেষ্ঠ বলতে পারিনা। ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরীয় কুলের। এই ভারতকে স্বর্গ বানায়। ব্রাহ্মণদের বলা হয়ে থাকে শীর্ষ চূড়া। বাস্তবে, শিবের মন্দির পাহাড় চূড়ায় বানানো উচিত। কিন্তু আজকাল কেউ ওপরে উঠতে পারেনা, সেই কারণে তারা শিবের মন্দির শহরে বানিয়ে দেয়। শিববাবা উচ্চতম থেকেও উচ্চ, তাই তাঁর মন্দিরও উঁচু হতে হয়, পর্বত শিখরে। এখন দেখো দুনিয়ার হাল কি হয়েছে। প্রত্যেকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। বাবা এসে আবার সবার উল্লতিসাধন করেন। সঙ্গমযুগে তোমাদের সবার উল্লতিবিধান হয়। ৬৩ জন্ম তোমরা নরকবাসী ছিলে। একেবারে অ্যাক্যুরেইট হিসেব। ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গরাজ্য শাসন করেছ আর ৬৩ জন্ম তোমাদের অধোগতি হয় ; কলা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এখন কোনও কলা আর অবশিষ্ট নেই। তোমরা সবাই ধুলায় ঢাকা পড়ে আছ। কথিত আছে, তোমরা যদি গাধাকে শতাধিকবারও শৃঙ্গার করো তবুও সে ধুলায় গড়াগড়ি যাবে। এটা এই সময়ের জন্য। বাবা বলেন, তোমাদের লক্ষ্মী নারায়ণ বানানোর জন্য আমিও তোমাদের কত শৃঙ্গার করি কিন্তু বিকার তোমাদের ধুলায় এনে ফেলে। ক্রোধের ধুলো ক্রমশঃ তোমাদের দুঃখী বানিয়ে দেয়। অনেকেই ফুদ্ধ হয়। হিংসাও ক্রোধ। ক্রোধ ছাড়া তারা কারও উপর চড়াও হয়না। যদি কেউ প্রপাটির ভাগ না পায়, তার ক্রোধ হলে এক ভাই আরেক ভাইকে মেরে ফেলে। এই লড়াই ক্রোধ থেকে শুরু হয়। বাবা বোঝান, প্রিয় বাচ্চারা, ফুদ্ধ হয়োনা। তানাহলে তোমাদের ভাগ্যরেখা তোমরা নষ্ট করে ফেলছ এবং যাদের প্রতি তোমরা ফুদ্ধ হও তাদের ভাগ্যও নষ্ট হয়ে যায়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তোমরা বলো, ঘরে এলে মেরে ফেলব। এখন বাবা তোমাদের সামনে রাখেন। তোমরা জানো আমরা কল্পে কল্পে শিব শক্তি তৈরী হই। শিববাবা এসে আমাদের আপন করে নেন। তোমরা বাচ্চারা না হলে শিববাবা একলা কি করবেন ! তোমরা শিবশক্তির ভারতে বিখ্যাত। তোমরা যদি তোমাদের স্মৃতি মন্দির না দেখে থাকো তবে আবুতে দেখো। হবহ তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন। হাতীর সওয়ারীদেরও ছবি আছে। এটা একটা আশ্চর্য যে এখানে এসে তোমরাও এখানকার নিবাসী হয়েছ। বাবা বলেছেন, মন্দিরে গিয়ে মানুষকে জিজ্ঞাসা করো, তোমরা কি জানো তিনি কখন এসে চলে গেছেন ? শিব জয়ন্তী পালন করছ তবে তো নিশ্চয়ই এসেছিলেন। কখন এবং কিভাবে তিনি এসেছেন তোমরা জানো ? যিনি ভারতকে হীরেসম বানিয়েছেন, তাঁর অক্যুপেশন সম্বন্ধে জানোনা। দেবতারাই প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে তাঁরা মূল্যবান হীরেসম হয়ে ওঠেন। যে ব্রাহ্মণরা বাবাকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরাই দেবী-দেবতা হন। তাঁদের অক্যুপেশন তোমরা প্রত্যেককে বোঝাতে পারো। যাই হোক, কিন্তু অল্প সংখ্যকই বুঝতে পারবে কেননা রাজধানীর লিমিট আছে। সেইজন্যে এটা বলা হয়, কোটো মে কোই অর্থাৎ অনেক কোটির মধ্যে স্বল্পসংখ্যক। মাশ্বা বাবা বলে কোনও কোনও বাচ্চা আবার বাবাকে ভুলে যায়। ওহ মায়া ! তোমাকে পার করা খুব মুশকিল। এইরকম হতেই থাকে। বড় বড় কমান্ডারও গুলি লাগলে মারা যায়। অসংখ্য সৈনিক মারা পড়ে। যখন বড় কেউ মারা যায়, তখন দুঃখে হাহাকার ছেয়ে যায়। মায়া অমুক অমুক শিবসৈনিককে মেরে ফেলেছে। এটা তবুও হতেই হবে। পেয়াদা কেউ মারা গেলে

সেরকম কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়না। কিন্তু মহারথীদের জন্য সকলে বলবে হয় মায়া এনাকে মেরে ফেলেছে। এটা সেরকম নয় যে, সে স্বর্গে যেতে পারবে না ; যদিও বা যায় কিন্তু পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এইজন্য বাবা বলেন তোমরা নিশ্চয়ই সেই লাইনে যেয়োনা। কল্পপূর্বে যারা গিয়েছিলো আবার তারাই যাবে। কেউ কেউ লেখে, চার বছর ধরে অমুক অমুকে রেগুলার এসেছিলো, এখন মায়া তাকে বশ করে ফেলেছে। যেমন মাছি যখন মরে তখন পিঁপড়ে এটাকে খেয়ে পুরো শেষ করে দেয়। মায়ার পাঁচ অশুভ শক্তি পুরোপুরি সেই ব্যক্তিকে গ্রাস করে নেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা সবার অক্যুপেশন জানো। ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্চিয়ান কত জন্ম নেয়, তাও তোমরা জানো তোমাদের বুদ্ধির তালা অনেকাংশে খুলে গেছে। তোমরা জ্ঞানের শক্তিশালী তৃতীয় নয়ন পেয়েছ। বাবা বলেন, সবচেয়ে মুখ্য হলো গীতা আর বাকি সব তার বাচ্চা। গীতা হলো মাতাপিতা। গীতা মা এবং শিব হলেন বাবা এবং আমরা গীতার মাধ্যমে রচিত হয়েছি। বাস্তবে, অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র গীতার মাধ্যমে রচিত হয়েছে। সেরকম আত্মাদের হেড শিববাবা সর্বশ্রেষ্ঠ ঠিক সেভাবেই সব শাস্ত্রের শিরোমণি শ্রীমত্ ভাগবত গীতা। শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভগবানুবাচ উল্লেখ করায় গীতার প্রভাব উধাও হয়ে যায়। এও ড্রামায় আছে। মূল কথা হলো নিরন্তর শিববাবার স্মরণ করতে থাকো। যথার্থভাবে যারা বাবার শ্রীমত্ অনুসরণ করে তাদের শিববাবার স্মরণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। যত আঙ্গাকারী, বিশ্বস্ত হয়ে থাকবে বাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা সহজ হয়ে যাবে। বাবা, আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি। দেহ সহ তোমাদের সবকিছু ভুলে একা হতে হবে। তোমাদের এতটাই সন্ন্যাস নিতে হবে। অনেক বাচ্চারা একদম বন্ধনমুক্ত অন্যদিকে যাদের মোহ আছে তারা এখানে পিপিলিকার মতো আসে। যদি তোমাদের স্বামীর প্রতি অথবা বাচ্চাদের প্রতি মোহ থাকে তবে শিববাবার সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়তে পারবেনা, যতক্ষণ অন্তর্মন থেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ না হচ্ছে। অনেকে নানারকমের আজগুবি কথা বলবে, কিন্তু তোমাদের সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন। সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে তোমাদের শ্রীমত্ অনুসারে চলতে হবে। অনেক বাচ্চারা শিববাবার কাছে পোতামেল পাঠিয়ে দেয়। তারপরে জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমি আমার বাচ্চাদের বিয়ে দিতে পারি ? অথবা, আমি কি বাড়ী বানাতে পারি ? হ্যাঁ তোমরা তা করতে পারো। তোমরা মোহকে জয় করে যা চাও তাই তোমরা করতে পারো। বাবা জানেন তোমরা সার্ভিসে ব্যস্ত থাকবে আর বাবাকে ফলো করবে। পুরনো বাচ্চারা তাদের নিজেদের সমর্পণ করেছে। তাদের সমর্পিত হওয়ার মহিমা করা হয়। সবাই গরীব। মাতারা খুব ভালো হয়, তাদের আলাদাভাবে আর সমর্পিত হওয়ার প্রয়োজন হয়না। বিত্তবানদের সমর্পিত হতে হবে। মানুষ স্ত্রীদের কিছু দেয়না। খুব কম সংখ্যক স্ত্রীর নামে উইল করে যায়। তা নয়তো তাদের বাচ্চারা সবকিছু নিয়ে নেয়। আজকাল কেউ কারওরটা শোনেনা। শুধু বলে, আমায় টাকা দিলে আমি সবকিছু ঠিক করে দিতে পারি। এমনকি তারা মিথ্যা জাজমেন্টও দেয়। তাতে যদি কেউ শেষও হয়ে যায় তাদের কাছে সেটা কোনও গুরুত্ব পায়না। বাবাকে বলা হয়ে থাকে সুপ্রিম জাস্টিস, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম সদগুরু। সুপ্রিম ধর্মরাজও বলা হয়। তাঁর জাজমেন্টে কোনও উপর-নীচ হয়না। ড্রামাতে সেরকম কিছু স্থিরই করা হয়নি। যাই হোক, এখানে অনেক কোর্ট আছে, প্রত্যেকটা একটার থেকে একটা উঁচু। কোনও কোনও জায়গায় এমনকি প্রেসিডেন্টের কথাও শোনা হয়না। সুতরাং, বাবা বলেন, প্রিয় বাচ্চারা, তোমাদের অশরীরি হতে হবে। তোমাদের বাবার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা তোমাদের গাইড। তাঁকে মুক্তিদাতাও বলা হয়। সব টাইটেল তাঁর। তাঁকে পীসমেকারও (শান্তি স্থাপক) বলা হয়। আজকাল মানুষ পীস প্রাইজ (শান্তি-পুরস্কার) দেয়। এটা মায়া যা তোমাদের পীসলেস বানায়। পীস সত্যযুগে থাকে অথবা মুক্তি ধামে। নির্বাণধামে একদম সম্পূর্ণ পীস থাকে। সত্যযুগেও একশত ভাগ পীস, পিওরিটি

এবং প্রসপারিটি অর্থাৎ শান্তি, পবিত্রতা আর সৌভাগ্য বিরাজ করে। নামই সুখধাম। দুঃখধামে কিভাবে পীস থাকতে পারে? সন্ন্যাসীদের মধ্যে তবুও কমবেশি শান্তি থাকে কিন্তু তা কাক-বিষ্ঠার সমতুল্য। সত্যযুগে তোমাদের এইভাবে বলতে হবে না। এখানের রাজত্বও কাকবিষ্ঠা সমান। বাবা বোঝান, মায়া তোমাদের অনেক চপেটাঘাত (চড় মারা) করবে। তখন তোমাদের অন্তর্মন ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তোমরা সত্য বলোনা। অবিনাশী সার্জনের সামনে তোমাদের অবশ্যই সত্য বলতে হবে। নতুবা, তোমরা যদি সত্য না বলো, তোমাদের পাপ বর্ধিত হবে। আচ্ছা, সুতরাং তোমরা ভবিষ্যতে কোনও পাপ করোনা। বাবার বদনাম করার জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে। বাবা এসেছেন স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য এবং এতে যারা বাধার সৃষ্টি করে তারা সাজাপ্রাপ্ত হয়। অসুরেরা বিঘ্ন উত্পন্ন করে। তোমাদের বাচ্চাদের কোনরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিত নয়। এতেই তোমাদের বাচ্চাদের লাভ। ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের মুখ দেখাও পাপ হয়ে যায়। হিম্মার নো ঈভল, সী নো ঈভল অর্থাৎ অশুভ কিছু শুনোনা, অশুভ কিছু দেখোনা....! এমনকি তোমরা ক্রুদ্ধ মানুষের দিকেও তাকিও না। লোভ এবং মোহও কম নয়। বাচ্চু বাদশাহ হলো কাম, পিরু উজির ক্রোধ। উভয়ই বড় ডাকাত। ক্রোধ সবচেয়ে বাজে ডাকাত। যারা বাবার কাছ থেকে পুরো বরসা নিয়ে তাঁর নাম উজ্জ্বল করে তারাই বাবার সুযোগ্য সন্তান। ইনি বাবা বলেন, কন্যারা আমার থেকে দক্ষতাপূর্ণ। বাবার থেকে কেউই বেশী দক্ষ হতে পারেনা। বাবা বাচ্চাদের তাঁর মাথায় বসিয়ে রেখেছেন। বেহদের বাপদাদারও বাচ্চাদের জন্য ভালোবাসা আর রিগার্ড আছে। তিনিও চান বাচ্চারা প্রত্যেকে নিজের রাজ্যভাগ্য লাভ করুক। সর্বদা সুখী হোক। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা বেঁচে থাকো, আয়ুস্মান ভব। বাবা তোমাদের যে শিক্ষা দেন তা ধারণ করে নিজেদেরই উপকার করো। যদি তোমরা শ্রীমত অনুসরণ না করো, তবে তোমরা তোমাদের ভাগ্যরেখা মুছে ফেলবে। তোমরা জানো, শিববাবা পরমধাম থেকে এসেছেন তোমাদের স্বর্গের রাজ্য অধিকার দিত। তোমরা যতদূর সম্ভব পুরুষার্থ করে যত নিজেরা নিজেদের সহায় হবে ততোই তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠ বানাবে। যদি তোমরা বিকারকে প্রশ্রয় দাও, তবে দীপ নিভে যাবে। আর তখন তোমরা জ্ঞানমৃত ধারণ করতে পারবেনা। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণারজন্য মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তর থেকে প্রভুর কাছে সমর্পণ হতে হবে। সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হয়ে প্রতি পদে বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। দেহ সহ সবকিছু ভুলে একা হতে হবে।

২) বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে বাবার কার্যে কোনরকম বাধার সৃষ্টি করোনা। তাঁর বদনাম হয় এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়। অজ্ঞাকারী এবং বিশ্বস্ত হতে হবে।

বরদানঃ:- অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ছল-চাতুরীর খেলাকে সমাপ্ত করে মাস্টার দাতার স্বমানধারী ভব

যেসব বাচ্চারা শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন অজুহাত দেখানোর খেলা জানে তারা বলে, এইরকম না হলে তবে ওইরকম হতোনা, অমুকে এইরকম করেছে, সারকমস্ট্যান্স বা কথাই এমন ছিলো এখন এই বাহানার ভাষাকে সমাপ্ত করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো যে, যাই হয়ে যাক আমাকে বাবার মতোন হতেই হবে । কেউ সহযোগিতা করলে আমি সম্পন্ন হব, না । এইরকম নেওয়ার পরিবর্তে মাস্টার দাতা হয়ে সহযোগ, স্নেহ, সহানুভূতি দেওয়াতেই নেওয়া হয় । এই ভাবনা থেকে মাস্টার দাতার স্বমানধারী হয়ে যাবে ।

শ্লোগান:- যখন আমি এবং আমিছ ভাব থেকে বৈরাগ্য এসে যাবে তখন বলা হবে বেহদের বৈরাগী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সেম্বিবল (দায়িত্বশীল) হয়ে চলতে ফিরতে যেখানেই সুযোগ পাবে সেবা করতে থাকো, বাবার পরিচয় দাও , সার্ভিসের শখ যেন থাকে ।

প্রশ্ন :- বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কি এমন ভাবনা যদি এসে যায় যার ফলে নিজের সব কিছু সফল করতে পারে ?

উত্তর :- এখন এই সব সমাপ্ত হবার মুখে, দুটো কণিকা মাত্র দিলে বাবার দ্বারা মহল প্রাপ্ত হয়ে যায় যার বুদ্ধিতে এই ভাবনা ঢুকে যায়, সে নিজের সব কিছু ঈশ্বরীয় কাজে সফল করতে পারবে। গরীবরাই নিজেদের বলিদান দিয়ে দেয়। বাবা তো দাতা -- উনি তোমাদের স্বর্গের ঐশ্বর্য (বাদশাহী) দেন, উনি কিছু নেন না ।

গান :- প্রিয়তম এসে দেখা দাও.....

ওম্ শান্তি । প্রিয়তমা অর্থাৎ ভক্ত(স্ত্রী বাচক) , ব্রাইডস অর্থাৎ সজনীরা । ভক্তপ্রাণা, প্রিয়তমা বা সাজনকে আহবান করে, পুরুষ আর স্ত্রী সবাই মিলে আহবান করে । কত ঢের ঢের আছে । আহ্বান যখন করা হয় এতে এই প্রমাণ হয় যে নিশ্চয়ই প্রিয়তমার কোনো প্রিয়তম আছে । সবাই একজনকেই আহবান করে যে, হে ! পরমপিতা পরমাত্মা আসুন। আমরা আপনকে খুব স্মরণ করি । স্মৃতিসৌধ তো অনেক বানানো হয় । সে সমস্ত মানুষের স্মৃতিতে হয় । এমনও অনেকে আছে যারা লক্ষী নারায়ণ , রাম সীতা ইত্যাদি দেবতাদের স্মরণ করে কেননা মানুষের থেকে দেবতার উচ্চ হন তাইজন্য মানুষেরা দেবতাদের পূজা করে। নম্বর অনুযায়ী উঁচু নিচু তো আছেই । এটা তো সবাই জানে যে উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবানকে বলা হয় । তারপর হলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর, তারপর হলেন ব্রহ্মা আর জগত অশ্বা । ওনারা হলেন প্রধান । এগুলো সব বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে উচ্চ হতেও উচ্চ বাবার দ্বারা আমাদের উচ্চ থেকেও উচ্চ বর্সা(অধিকার) প্রাপ্ত হয় । কিন্তু সেই বাবাকে জানে না কেউ । যখন বাবা আসেন তখনই নিজের পরিচয় দেন । বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের ছাড়া আর কারোর সাথে মিলিত হতে পারি না । অনেকই আসে, আর বলে যে মহাত্মা মহোদয়ের সাথে দেখা করেছি । এখানে তো ওই সব ব্যাপার নেই । এখানে বাবা আর বাচ্চাদের সঙ্গেই সম্পর্ক থাকে কেবল । বাদবাকি আর কারোর কিছু অন্য কাজ থাকলে সেটা আলাদা ব্যাপার । বাবা মুরলীও বাচ্চাদের সামনে বাজান(বলেন) । প্রদর্শনীতে তোমরা এটা প্রমাণ করে বলো যে উনি হলেন সবার পিতা । ওরা তো সব বলেন যে তিনি হলেন নাম রূপের উর্ধ্বে । তোমরা বলো যে ওনার নামও আছে, রূপও আছে, তাহলে দেশও আছে , চিত্রও (শরীর) আছে । ওনাকে আহবান যদি করা

হয় তাহলে যেমন আল্লা আসে তেমনই পরমাত্মাও আসেন । শিব মন্দিরে ষাঁড়কে দেখানো হয় । ওদেরকে নন্দী বলা হয় এতে প্রমাণ হয় যে শিব পরমাত্মা আসেন । তাহলে কেন বলা হয় যে উনি(শিব) আসেতেই পারেন না । মানুষেরা কত বোকা, দেখানো হয়েছে যে ষাঁড়ের ঝুঁকুটিতে শিব, পরমাত্মাও তো ঝুঁকুটির মধ্য স্থানে থাকেন। ভগবানকে যদি আসেন তাহলে নিশ্চয়ই ঝুঁকুটির মধ্যেই আসবেন । এখন তোমরা প্রদর্শনীতে বোঝাতে পারো যে নন্দী কাদের বলা হয় । বাবা বলেন আমি বাচ্চাদের বোঝাতে চাই । মানুষেরা বলে গড ফাদার, কিন্তু এখানে ফাদারের নাম কি ? কেউ তো বলতে পারবে না । লৌকিক বাবার নাম তো তৎক্ষণাৎ বলে দেবে । শিববাবার নামও তো অনেক রাখা হয়েছে । বাস্তবে তো নাম একটাই হওয়া উচিত । বাবাই এই সব বিষয়ে আলোকপাত করেন। এই সময়ে মানুষেরা তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে । অঙ্ককে(ঈশ্বর) বুঝতে পারে না । বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া — এই সব হলো ভক্তি মার্গের । ভাবে যে ভক্তি দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত করবে । ভক্তরাও মানুষ । ওদেরও ভগবানকে প্রাপ্ত করা জরুরী কিন্তু কবে প্রাপ্ত হবে..... এটা কেউ জানে না । ভক্তি মার্গের কার সাফাৎকার হয়েছে , ভাবে ব্যস ভগবান প্রাপ্ত হয়ে গেছে। এতে মুক্তি পাওয়া হয়ে যায় কেননা ভগবান যখন প্রাপ্ত হয় তখন উনি মুক্তি প্রদান করেন । উনি তো সবাইকে মুক্তি আর জীবন মুক্তি প্রদান করী দাতা । পতিতদের পাবন কর্তা, দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা...বাবা তো দাতা । দুই কণিকার পরিবর্তে মহল দিয়ে দেন । সবাইকে স্বর্গের ঐশ্বর্য (বাদশাহী) দিয়ে দেন । বাবা বলেন এখন সব কিছু সমাপ্ত হবার সময় । এই কারণে এই কার্যে নিজেকে লিপ্ত করে সার্থক করে নাও । এর ফল তোমরা ভবিষ্যতে পাবে । সাহকারেরা কখনো বাবাকে প্রাপ্ত করতে পারবে না । স্বার্থ ত্যাগ (sacrifice) করতে পারবে না । গরীব বাচ্চারা স্বার্থ ত্যাগ (sacrifice) করতে পারে । যদি কেউ অনুভূতি সম্পন্ন হয় তাহলে সে পথে যেতে যেতেও সেবা কাজ করতে পারে। পথে যেতে যেতে সর্বপ্রথম কারোর বন্ধু হতে হবে তারপর তার সঙ্গে বসে জ্ঞান শোনাতে পারো । জ্ঞান তো একদমই সহজ । কেবলমাত্র জিজ্ঞেস করো যে পরমপিতা পরমাত্মার নাম কখনো শুনেছো নাকি । কত সুন্দর কথা । পরমপিতা বললে পরে উনি সবার পিতা হয়ে যান । যেমন বিচ্ছেদ নরম জায়গা দেখলে ছোবল মারে ।

তোমরাও এমন ব্যবস্থা করো, সবাইকে রাজযোগ শেখাও তাহলে সত্যযুগে প্রিন্স প্রিন্সেস হয়ে যাবে । ওখানে তোমরা গৌরবর্ণ বাচ্চাদের সাথে দেখা হবে । তাহলে এটা বোঝাও যে বাবার থেকে বর্সা(অধিকার) নিতে হবে । এতে সমস্ত বুদ্ধির ব্যাপার আছে । আর সাফাৎকার তো কমল কথা । কার সঙ্গে, কেমন করে সাফাৎকার হয়, কার সঙ্গে কেমন করে..... এই সব তো উদ্দেশ্য আর বিষয় বস্তু (aim object) বলার জন্য । বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকলে এমন পদ প্রাপ্ত করবে । একসঙ্গে থেকে পদ প্রাপ্ত করা — এতো অনেক উচ্চ গন্তব্যস্থল । কোনো সঙ্গ ছেড়ে গেলে, আর এক সঙ্গ জুটে যাবে..... এতেই অনেক পরিশ্রম হয় । সন্ন্যাসীরা তো সব কিছু ছেড়ে চলে যায় । কিন্তু এখানে তো একসঙ্গে থেকে বুদ্ধিতে এটা ধরে রাখতে হবে যে পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হতে চলেছে । আমাদের ফেরত যেতে হবে তারপর

আবার আমরা স্বর্গে রাজত্ব করবো । এখন তো পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হবেই । এইটা বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে । ৮ ঘন্টা এই স্মরণের সার্ভিসে থাকো । কেউ কেউ বলে এটা কেমন করে সম্ভবপর । ভক্তি মার্গের যে কৃষ্ণের ভক্ত আছে তারাও সব দিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে একমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করে থাকে নিশ্চয়ই । কেউ আবার রামের ভক্ত , তো ঠিক আছে , রামকে স্মরণ করো । রামের রাজধানী স্মরণ করো, তাহলে যখন নিরন্তর স্মরণে থাকা যায় তখন অন্তিম কালে যা স্মরণ থাকবে সেই রকম গতিই হবে । রামকে স্মরণ করলে রামের রাজধানীতে যাবে, এটাও একরম প্রচেষ্টা । এই রকম প্রচেষ্টা তো কেউ শেখাবার নেই । শ্লোক আছে — অন্তিম কালে যে শ্রী স্মরণ যদি কোনো সন্ন্যাসী হয় , গুরু হয়, তারাও যে রকম স্মরণ করবেন সেই রকম গতি অন্তিম কালে হবে । প্রথমে জিজ্ঞেস করো কোথায় যেতে চাইছ ? ফেরত তো যেতে হবে, কিন্তু কোথায়? কেননা ভক্তির দ্বারা সেই শক্তি প্রাপ্ত হয় না যাতে একের মধ্যেই বুদ্ধি রাখতে পারবে । সর্ব শক্তিমান তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা, তাই না । উনি পার্ট গেম্বে দিয়েছেন । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা , তাঁকে স্মরণ করতে থাকো তো ওঁনার দেশে যেতে পারবে । সন্ন্যাসীদের তো দেবতা বলা যাবে না । ওনারা তো দ্বাপরে আসেন। ভগবান স্বয়ং এসে বলেন — বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো আর সৃষ্টি চক্রও বুঝিয়ে দেন, যার ফলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । এই জ্ঞান বাবাই বোঝাচ্ছেন । চিত্রের দ্বারা বোঝাতে পারো । উঁচু থেকে উঁচু হলেন নিরাকার ভগবান, উনি থাকেন মূলবতনে । উনিও উচ্চ থেকে উচ্চ , আমরা দেবতারা ওখানেই থাকি । সূক্ষ্মবতনে সূক্ষ্ম দেবতারা থাকেন । ওখানে সৃষ্টি চক্র নেই । তারপর নীচে আসলে লক্ষী নারায়ণের মন্দির সেখানে সবথেকে বেশি জাঁকজমক । জগত অশ্বা , জগত পিতার মন্দির এতো নেই । জগত অশ্বার মন্দির তো একদম সাধারণ । তোমরা লক্ষীর মন্দির দেখো, আর জগত অশ্বার মন্দির দেখো - - - দিন রাত্রির ফারাক । মানুষেরা এটাতো জানে না যে জগত অশ্বাই লক্ষী হয়েছেন । তোমরা তো জানো যে—ইনিও অতি সাধারণ তাহলে তো এনার মন্দিরও অতি সাধারণ হবে । তাহলে চিত্রও সাধারণ বানানো হয়েছে । জগত অশ্বাকে কোথাও কালো বানানো হয় । এখন তোমরা জানো যে সঙ্গমে আমরা রাজযোগ শিখে নিয়ে ভবিষ্যতে কত শোভনীয় লক্ষী, শ্রী নারায়ণ হয়ে যাবে । লেখাও আছে যে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা জ্ঞানের দ্বারাই হয়ে থাকে । এছাড়া গোমাতার মুখ থেকে অমৃত ইত্যাদি বেরোবার কথা তো হবেই না । কৃষ্ণকে বাবা সঙ্গমের সময় বর্ষা দিয়ে থাকেন । সঙ্গমের সময় ওনারা শিবের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে । এখন তো তোমরা জানো যে জগত অশ্বাই লক্ষী হয়েছেন আর লক্ষীই ৮৪ জন্ম ধরে জগত অশ্বা হয়ে থাকেন । এই হলো ব্রহ্মার কূল । তারপরে হয় দৈবীকূল । দৈবীকূলের সব আবার ৮৪ জন্ম নিয়ে অন্তিম শূদ্র কূল হয়ে যায় । কত ভালো ভালো কথা । ধারণা না করতে পারলে বলবে বোকা বুদ্ধি । এমন অনেক সেনটেন্স আছে যা দিয়ে নিজেরাই ক্লাস চালাতে পারবে । গড ফাদার বলছেন যে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হও । সেবার যোগ্য বাচ্চাদের কত স্মরণ করা হয় , ডাকা হয়

। বাবাও এমন বাচ্চাদের স্মরণ করেন । শুলে তো কেউ
বুদ্ধিমান আবার কেউ কম বুদ্ধির হয়
। তাসত্বেও সবাই তো সন্তান । কিন্তু কেউ কেউ এতো পাপ করেছে যে
পুণ্য আত্মা হতেই পারে না । বারে বারে পদচ্যুত হয়ে যায় । অনেক গুপ্ত খুশী থাকা
প্রয়োজন । অন্ধের যষ্ঠী(লাঠি) কেবলমাত্র বাবাই হন আর কেউ হতে পারবে না। হে
! প্রভু অন্ধের যষ্ঠী তুমিই আছো । এখানে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত
ভাবে ওষুধ দেওয়া হয় । জ্ঞান চক্ষুহীনকে অন্ধ বলা
হয় । কলিযুগের রাত্রিতে শিববাবা আসেন। কৃষ্ণের রাত্রি হলে শিবেরও রাত্রি । এখন
শিব তো পরমাত্মা , ওঁনার রাত্রি কখন ?

তোমরা জানো যে কলিযুগের অন্তিম আর সত্যযুগের আদিকেই রাত্রি বলা হয় । ভক্তি
মার্গের ধাক্কা খেয়ে সব পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে , তারা বলে পরমাত্মা আদি অন্তহীন অথবা
বলে আমরাই পরমাত্মা । কত বোঝানো হয় তোমাদের । কারোর
কারোর সার্ভিসের অনেক শখ থাকে । বাবারও অনেক শখ
আছে কিন্তু বাবা কোথায় যাবেন , এমন কোনো
আইন নেই । পুত্রই বাবার প্রতিচ্ছবি । বাচ্চারা তো অনেক আছে । ঢের
ঢের আসতে থাকবে । সারিবদ্ধ ভাবে বাইরে বসে থাকবে
। যখন পোপ এসেছিলেন তখন অনেক মানুষ গেছিল। ইনি তো
সবার পিতা । পোপকেও সদগতি করিয়ে দেবেন । একদম সত্যিকারের আশীর্বাদ তো
বাবাই দেন । বি. কে দের তো সবাইকে আশীর্বাদ দিতে হবে । না
বোঝার কারণে ওরা ভাবে যে আমরা আশীর্বাদ করি ।
এখানে যখন আসে তখন দেখে যে তারা বুঝতে পারে তারা
আশীর্বাদ নেবার যোগ্য না অযোগ্য । পরমপিতা পরমাত্মার বুদ্ধিতে যা আছে তা
কারোর বুদ্ধিতে নেই । বাবা বলেন এরা আসলে আমি এদের মুক্তি জীবন মুক্তি দিয়ে,
দেব । মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে দেব। স্বর্গের চারাগাছ(sapling) লাগাতে হবে
। আমি বুঝতে পারব কোন প্রকারের চারাগাছ লাগানো হচ্ছে
। তোমরাও কেউ আসলে মুক্তি জীবন মুক্তি দিয়ে দেবে । সব বলে আমরা মুক্তি চাই
। আচ্ছা -- মুক্তিধাম স্মরণ করলে পরে মুক্তি পেতে পারো । বাবাকে স্মরণ করলে
অন্তিম কালে যেমন মতি হবে তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ
আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা এই স্মরণের সার্ভিসে থাকতে হবে । বাড়িতে সকলের সঙ্গে থেকেও অন্য
সব সঙ্গে ছেড়ে এক - এর সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রচেষ্টা করে যেতে হবে ।

২) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র হতে হবে, বোকা বুদ্ধির হবে না। বাবার মতন অন্ধের যন্ত্রী হয়ে সবাইকে মুক্তি জীবন মুক্তির পথ দেখাতে হবে।

বরদান :- স্বতন্ত্র (ন্যারা) অবস্থায় স্থির থেকে সর্ব কার্য করার জন্য সকলের এবং পরমাত্ম ভালোবাসার অধিকারী ভবঃ

যেমন বাবা সবার থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র আর সবার পরমপ্রিয়, এই স্বতন্ত্রতাই (ন্যারাপন) পরমপ্রিয় করে দেয়। যত নিজের দেহ জ্ঞান থেকে (স্বতন্ত্র) আলাদা হতে থাকবে ততই প্রিয় হতে থাকবে। মাঝে মাঝেই প্র্যাকটিস করবে যে দেহে প্রবেশ করে কর্ম করেছে আর সাথে সাথেই স্বতন্ত্র (ন্যারা) হয়ে গেছো। এই রকম স্বতন্ত্র (ন্যারা) অবস্থায় স্থির থাকলে কর্মও খুব ভালো হবে। আর বাবার এবং সকলের প্রিয়ও হতে পারবে। পরমাত্ম ভালোবাসার অধিকারী হওয়া — কত লাভদায়ী হবে।

স্লোগান :- শুভ ভাবনার জমা স্টক পরিপূর্ণ থাকলে, ব্যর্থ চিন্তায় ফুলস্টপ লেগে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে পড়াশুনার দ্বারা রাজস্ব নিতে হবে, এই পড়া তোমাদেরকে ডবল মুকুটধারী বানিয়ে দেবে, তোমরা নিজেদের জন্য রাজস্ব স্থাপন করছ।"

প্রশ্ন:- কোন্ কর্তব্য একমাত্র বাবারই, যেটা করার জন্য মানুষ অনেক চেষ্টা করে কিন্তু করতে পারেনা ?

উত্তর:- অশান্ত দুনিয়াকে শান্তিপূর্ণ বানানো - এই কাজ কেবল এক বাবার। মানুষ চেষ্টা করে যাতে সবাই মিলে এক হয়ে যায়। সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপন হয়। একজন আরেকজনকে শান্তি পুরস্কারও দেয়। কিন্তু ওরা জানেই না যে যখন দুনিয়াতে রাম রাজ্য ছিল তখনই শান্তি ছিল। এখন এটা রাবণ রাজ্য, এখানে শান্তি হতেই পারে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের হৃদয়ে এটা এসেছে যে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য পারলৌকিক বাবা এসেছেন। কোথায় নিয়ে যাবেন? শান্তিধামে। তারপর কি হবে? যারা ভালোভাবে পড়েছে তারা সুখধামে আসবে। ভায়া মুক্তিধাম হয়ে ওখানে আসতে হবে। আত্মা বৃদ্ধিতে পারে যে বেহদের বাবা সুখ দেওয়ার জন্য এসেছেন। সারাদিন এটা স্মরণে থাকা সম্ভব। যাদের নিশ্চয় নেই তারা এখানে আসতে পারবে না। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবাও এটা বোঝেন যে আমি বাচ্চাদের সম্মুখে এসেছি। বরাবর আগের কল্পেও পতিত ব্রষ্টাচারী দুনিয়াতে এসেছিলাম। এখানে সবাই ব্রষ্টাচারী, এখানে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী হবে, যেমন রাজা রানী তেমন প্রজা। এটা হল ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় এবং আসুরী সম্প্রদায়ের খেলা। গীত :- কে এই খেলা রচনা করেছেন... যখন কোনো গীত বাজে তখন হৃদয়ে এটা আসা উচিত যে বাবা আমাদের অনেক উঁচু বানিয়েছেন। উচ্চতম হইতে উচ্চ বাবা নিশ্চয় উঁচুই বানাবেন। এইরকম বাবার অনেক মহিমা আছে। কেউ কিছু করলে তার মহিমা করা হয়। ইনি অমুক বিষয়ে খুব দক্ষ। অমুক মানুষ খুব হুশিয়ার। সবার মধ্যেই গুণ থাকে। পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা সবথেকে বেশি। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের নিজের পার্ট মিলেছে। এই নাটকে বড় বড় মুখ্য পার্টধারী কারা? দুই ভাইকে দেখায় - যুধিষ্ঠির আর ধৃতরাষ্ট্র, তারপর ঐ দিকে দেখায় বড় বড় ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদি। ভীষ্ম পিতামহ অর্থাৎ বাল ব্রহ্মচারী। দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা এইসব বিদ্বান ও পণ্ডিতগণের নাম। এখন বিদ্বানরা মোটেই যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করবেনা। এটা আইন নয়। মিথ্যা কায়, মিথ্যা মায়... রাবণ মিথ্যা এবং রাম সত্য কথা বলে। পরমপিতা পরমাত্মাকেই সত্য বলা হয়। ভগবান হলেন সত্য। ভগবান একজনই। এছাড়া যারা রচয়িতা এবং রচনা সম্বন্ধে বোঝায় তারা সবাই মিথ্যা। এই সকল হলো জ্ঞানের কথা। জ্ঞানে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা সেটা বাবা এসে বোঝান। ভারতের গীতা জ্ঞান তো প্রায় লোপ হয়ে গেছে। আটাতে নুনের মতো কিছু চিহ্ন আছে। বাবা বলছেন আমি এসে বাচ্চাদেরকে সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রের সার বোঝাই। গীতা হলো মুখ্য। এতেই ভগবানুবাচ আছে। বাবা বলছেন যে তোমরা ভগবানের নাম কৃষ্ণ লিখে দিয়েছে। কিন্তু বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যাকে তোমরা ভগবান বলছো তিনি হলেন সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। উনি সবার প্রথমে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিধাম থেকে এসেছিলেন - সত্যযুগের রাজকুমার হওয়ার জন্য। আচ্ছা - শ্রীকৃষ্ণের এতো মহিমা আছে, ওঁনার বাবাও তো থাকবে, তাই না। যেসকল বাবা, সেসকল সন্তান। কৃষ্ণের বাবার মহিমা কোথায় গেল। উনি কার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছেন! শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের আদির। সম্বরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়েছেন।

কত সম্পত্তিবান ছিলেন। এতো সম্পত্তি উনাদের কাছে কিভাবে এলো? এই সময়ে তো কিছুই নেই। কি হলো? এতো পদার্থ কোথা থেকে এবং কিভাবে মিলল? কে দিয়েছে? তোমরা, বাচ্চারা জানো যে বেহদের বাবা পড়িয়েছিলেন। এই পড়ার দ্বারা তোমরা বরাবর সত্যযুগের রাজা হয়ে যাবে। ওরা যারা অল্প সময়ের জন্য বিকারী রাজা হয় সেটা কোনো জ্ঞানের দ্বারা হয়না। যে অনেক দান-পূণ্য করে সে কোনো ধনী বাড়িতে গিয়ে জন্ম নেয়। এখানে তোমরা পড়ার দ্বারা রাজা মহারাজা হচ্ছে, তাও আবার ডবল মুকুটধারী। তাই বলে থাকে সবকিছু করে নিজেকে নিজে লুকিয়ে রেখেছ। তোমরা যারা বাচ্চা, তারা জানো যে বাবা রাজ্য দিয়েছিলেন, অনেক সুখী ছিলাম। দেবতাদের পূজা কত ভালো করে করা হয়, পূজা দেখতে হলে শ্রীনাথ দ্বারে যাও। দেবতাদের জড় চিত্রের ওপর এতো কিছু চাপায়, তাহলে তারা নিজেরা যখন মালিক হবে তখন কতই না খাদ্য-পানীয় থাকবে। নতুন দুনিয়া না। নতুন জমি ভালো ফসল দেয়। পুরাতন হয়ে গেলে ক্ষমতা কমে যায়। তোমরা, বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। বাবা বোঝাচ্ছেন এইরকম ছিল, তাই না। তারপর কি হলো! তোমাদের ওপর ৫ বিকার রূপী মায়া এসে চড়ল আর তোমরা কাঁটা হয়ে গেলে। বাবুল গাছ হয় না? ওতে অনেক কাঁটা থাকে। তাকে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। এই সময়ে প্রত্যেক মানুষই কাঁটা। কাম কার্ঠারী চালাতে থাকে। মায়া চড়ে যাওয়ার ফলে রাবণ রাজ্য হয়ে গেছে। তোমরা গুপ্ত বেশে আছো। কেউই জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন আগের কল্পের মতো শ্রীমৎ অনুসারে চলছো। শুধু আগের কল্পের মতই নয়, কল্প-কল্পের মতো। তোমরা বসে বাবার কাছ থেকে রাজযোগের শিক্ষা শিখছো। তোমরা হলে অহিংসক। তোমরা অজ্ঞাত। তোমরা নিজেকে জানো, কিন্তু দুনিয়া তো জানেনা যে এই শক্তি সেনারা গুপ্ত ভাবে যোগবলের দ্বারা বিশ্বের ওপর নিজের দৈবী রাজত্ব স্থাপন করছে। তোমরা প্রত্যেকে নিজের বাদশাহী নেওয়ার পুরুষার্থ করছো। ঐ সিপাহীরা লড়াই করে নিজের বাদশাহের জন্য। কিন্তু তোমরা সবকিছু নিজের জন্য করছ। ভারতকেই স্বর্ণযুগী বানাও। যে যে বানায় তারাই আবার এসে রাজ্য করবে। অর্থাৎ তোমরা গুপ্ত ভাবে ভারতের সেবা করছো। যে করবে সেই ফল পাবে। যে পরিশ্রম করে রাজা রানী বা প্রজা হবে সেই আসবে। ভারতেই এসে রাজ্য করবে। এটা হলো তোমাদের শিবশক্তি পাণ্ডব সেনাদল। পাণ্ডব শব্দ পান্ডা থেকে এসেছে। বাবা এসে বুঝিয়েছেন আমি হলাম মুখ্য রুহানি পান্ডা। পাণ্ডবদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই আছে। প্রবৃত্তি মার্গ তো, তাই না। এছাড়া লড়াইয়ের তো কথাই নেই। শাস্ত্রতে তো কত কিছু বসে বসে লিখেছে। কত নাম দেখিয়েছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - এইসব নাটকে পূর্ব নির্দিষ্ট। বলে যে ভক্তির দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি হবে। ভক্তির ফল দেওয়া অর্থাৎ সদগতি করা। তারপর সত্যযুগে ভক্তি ইত্যাদি হয়না। সন্ন্যাস ধর্ম তো অনেক কম সময় হলো হয়েছে। এরা স্বর্গে আসতে পারবেনা। এখন তোমরা জানো যে স্বর্গতে কাদের রাজ্য ছিল। কোন ধর্ম ছিল? বাবা এসে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করেছেন তাই অন্যান্য ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। ওরা আসুরী সম্প্রদায়। এই দুনিয়াটাই পতিত। এখন তোমরা সবাই বলবে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর কে? তিনি নিরাকার শিব, ব্রহ্মা নন। লোকে মনে করে ব্রহ্মই ঈশ্বর। কিন্তু ব্রহ্মকে পরমপিতা পরমাত্মা মোটেও বলা যাবেনা। নিজেকে ঈশ্বর বলে বলতে থাকে, নাম রেখে দেয় ব্রহ্মজ্ঞানী। এর কোনো অর্থই নেই। ব্রহ্ম হলো মহাত্ম যেকোনো আমরা আত্মারা নিবাস করি। শালিগ্রামও বলে। যখন রুদ্রযজ্ঞ রচনা করে তখন পরমপিতা পরমাত্মার বড় শিবলিঙ্গ আর ছোট ছোট শালিগ্রাম বানায়। কিন্তু এইরকম নয়। পরমাত্মা বড় আর আত্মারা ছোট। না, উনাকে বলা হয় পরমপিতা পরম আত্মা, সুপ্রীম সোল, পরমধামে নিবাসকারী আত্মা। আত্মা অপের দ্বারা স্মরণ করে। এখন এই সমস্ত কথা তোমরা জানো। রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য অন্ত এবং মুখ্য পাটধারী কে? কিভাবে অভিনয় করে? কেমন শরীরে জন্ম

নেয়? তাহলে এটা তো হিসাব হলো, তাই না। কিন্তু এতেও যাওয়ার দরকার নেই। বাবা বলছেন বাচ্চারা, এটা তোমাদের ধর্মাত্ম জন্ম। ৮৪ জন্ম তো ঠিক আছে। এইটা হলো ধর্মাত্ম কল্যানকারী জন্ম। এখন আমাদের কল্যাণ হবে, তাই এটাকে কল্যানকারী জন্ম আর কল্যানকারী যুগ বলা হয়। এই সঙ্গমকে কেউই জানেনা। সঙ্গমকে যুগে যুগ বলেছে তাই চারটে সঙ্গম রেখে দিয়েছে। বাবা বলছেন যে না, এটা তো অবরোহী কলা। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হলে ২ কলা কম হয়ে যাবে। তারপর দ্বাপর থেকে আরো কম হয়ে যাবে। পতিত হতে থাকে। এটা হলো বিভিন্ন ধর্মের ঝাড়, কত ভাষা আছে। কত অশান্তি। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো স্বর্গতে অশান্তি হতেই পারেনা। এখানে অনেকে শান্তি পুরস্কার পায়। শান্তিতো নেই। চেষ্টা করে যাতে সবাই মিলে এক হয়ে যায়। পোপও বলে যাতে একতা হয়ে যায়। সবাই ভাই ভাই কিন্তু নিজেদের মধ্যে বনিবনা কেন হয়না? তারা তো নাটককে জানেনা। যখন দুনিয়াতে রাম রাজ্য ছিল তখন শান্তি ছিল। এখন তো রাবণ রাজ্য আছে। অনেক ধর্ম আছে। এখন এই অশান্তিকে পুনরায় শান্তিপূর্ণ বানানো এক বাবারই কাজ হবে, তাই না! এটা তো দুনিয়ার প্রশ্ন। বিশ্বপিতার চিন্তা তো থাকবে। বাবা বলছেন আমি এসেই দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে আসি। ভারতেই তো শান্তি ছিল, তাই না। অশান্ত আত্মাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। বিশ্বের শান্তির জন্য বিশ্বপিতাকে আসতে হয়। তাঁরই ভূমিকা আছে। তাই বলে থাকে সব কিছু করে... সবাইকে সুখ শান্তি দিয়ে আবার লুকিয়ে যায়। এমন লুকিয়ে যায় যে সত্যযুগ ত্রেতাতেও কেউ জানবেনা, দ্বাপর কলিযুগেও কেউ জানেনা। যতক্ষণ না নিজে এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। দেবতারাও জানত না। নিজের আত্মাকে জানে। কিন্তু রচয়িতাকে জানতে পারে না। বাবা বলছেন – এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়। এইযে এতো মন্দির শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী হয়েছে সব বিনাশ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গের একটা জিনিসও থাকেনা। এখন বাবা বলছেন কেবল আমাকে, এক বাবাকে স্মরণ করো আর সবকিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও। সন্ন্যাসীরা তো এইভাবে বলতে পারবেনা। ওদের হল নিবৃত্তি মার্গ। তোমাদেরকেই পবিত্র থেকে পতিত, তারপর পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। সন্ন্যাসীদেরও নাটক অনুসারে পার্ট আছে। তা না হলে ভারত আরওই দুঃখী হয়ে যেত। আসল কথা হলো পবিত্রতার। পবিত্রতার শক্তিতেই তোমরা পতিত সৃষ্টিকে বাবার শ্রীমতের দ্বারা পবিত্র বানাচ্ছ। আমরা আত্মারা বাবার সাথে যাবো। পবিত্র হতে হতে আমরা পৌঁছে যাবো। এই যাত্রা খুব আশ্চর্যজনক। হে রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে যেওনা। সত্যযুগকে দিন বলা হয়। প্রথমে তোমরা মিষ্টি ঘরে গিয়ে তারপর দিনে আসবে। তোমরা হলে রুহানি যাত্রার ব্রাহ্মণ। কত বোঝার বিষয়। যত বাবাকে স্মরণ করবে পদও তত উঁচু পাবে। এতে উপার্জন অনেক। না করলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কিছু তো পরিশ্রম করতে হবে, তাই না। লৌকিক বাবাকে তো উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে স্মরণ করো, তাই না। পারলৌকিক বাবাকে কেন ভুলে যাও, লজ্জা আসে না! লৌকিক বাবাকে কি কখনো ভুলে যাও? যে পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার মেলে, সেই বাবাকে ভুলে গেলে উত্তরাধিকারও ভুলে যাবে। তারপর কি পদ পাবে। যুক্তির দ্বারা বোঝাতে থাকেন। ব্যস বাবা এলেন কি এলেন। আমাদের এখন শরীরও চাইনা। কত মিষ্টি জ্ঞান। যিনি জ্ঞান দিচ্ছেন তিনিও খুব মিষ্টি। অধ্বৈক কল্প দুঃখতে স্মরণ করে এসেছো। বাবা আমাদের সকল দুঃখ থেকে মুক্তি দাও। এখন তোমাদের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি দিচ্ছেন। যদি আমার মত অনুসারে চল তাহলে। আমি তো তোমাদের বাবা, তাই না। তাহলে কেন বল যে বাবা আমরা ভুলে যাই। তোমরা তো বাচ্চা। শান্তিধাম, সুখধামে যাবে। আমাকে, বাবাকে স্মরণ করতে পার না? আমি তোমাদের ডবল মুকুটধারী বানাবো। বাচ্চারা বলে হ্যাঁ বাবা স্মরণ করব, তারপর বলে ভুলে গেছি। আশ্চর্যজনক, তাই না – স্বর্গের এতো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, আর তোমরা ভুলে যাও?

আম্হা -- মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার শ্রীমং এবং পবিত্রতার শক্তির দ্বারা এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে। নিজের জন্য নিজস্ব রাজ্য স্থাপন করতে হবে।

২) পারলৌকিক বাবা, যিনি মধুর থেকেও মধুর, যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। যোগবলের দ্বারা নিজের রাজস্ব নিতে হবে।

বরদান:- নিজের অক্যুপেশনের স্মৃতির দ্বারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল এবং বল প্রাপ্ত করতে সমর্থ বিশ্ব কল্যানকারী হও।

যেকোনো কাজ করতে করতে নিজের অক্যুপেশনকে কখনো ভুলনা। যেরকম পাণ্ডবরা গুপ্ত বেশে চাকরি করেছিল কিন্তু বিজয়ের নেশা ছিল। এইরকম তুমি হয়তো সরকারি চাকুরীজীবী, চাকরি কর, কিন্তু যেন নেশা থাকে আমি বিশ্ব কল্যানকারী। তাহলে এই স্মৃতির দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সমর্থ থাকবে এবং সর্বদা সেবা ভাব থাকার জন্য সেবার ফল এবং বল মিলতে থাকবে। গায়ন আছে ভাবনার ফল প্রাপ্ত হয়। তাহলে তোমার সেবা-ভাবনা অনেক আত্মাকে শান্তি, শক্তির ফল প্রাপ্ত করিয়ে দেবে।

স্লোগান:- ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থীর স্বরূপ সর্বদা স্মৃতিতে থাকলে মায়া আসতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পুরো কল্লে সব থেকে বড় ব্যক্তিস্ব সম্পন্ন হলেন এই ব্রহ্মা , ওঁনার মধ্যেই বাবা প্রবেশ করেন, এঁনাকেই তোমাদের ফলো করতে হবে"

প্রশ্ন - বাবা আর দাদা দুজনের বিশেষ গুণ কোনটা, যেটাকে তোমাদের ফলো করতে হবে ?

উত্তর -- বাবা হলেন নিরাকারী আবার নিরংহকারী, তাই দাদাও (ব্রহ্মা বাবা) সাকারে থেকেও সবসময়ই নিরংহকারী । এতো বড় ব্যক্তিস্ব হয়েও তিনি কত সাধারণ থাকতেন । একদিকে বলা হয় , তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ বাবার ছোট ডিক্সা যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে হীরা বানান, আবার অন্যদিকে বলে ইনি হলেন সব থেকে পুরানো লং বুট, যাঁর মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছেন । দুজনেই বাচ্চাদের সেবায় হাজির আছেন । এবার সেইরকম বাচ্চাদেরও নিরংহকার হয়ে ফলো ফাদার করে সেবা করতে হবে ।

গান --: ওঁ নমঃ শিবায়

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কাদের মহিমা শুনল ? সব বাচ্চারা বলবে যে উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবান, ওঁনার নাম হলো শিব । শিবায় নমঃ বলা হয়তো, এইসব ভারতবাসী জানে , শিব জয়ন্তীও পালন করে । মহিমা তো অনেক করে , স্বমেব মাতাশ্চ, পিতা স্বমেব কিন্তু শুধু এতটুকু বলা হয় শিবায় নমঃ সেই মাতাপিতা কেমন হয় , কিভাবে অধিকার দেন, এইসব পুরো দুনিয়ায় কেউই জানে না । ইনি তো হলেন এক চমৎকার ব্যক্তিস্বের (আত্মা) । শিববাবা হলেন নিরাকার । যতক্ষণ শিববাবা লোনে শরীর না পাবে , ততক্ষণ শিববাবা কি করবেন! শিববাবা তো নিরাকার হন । নিরাকারেরই মহিমা গাওয়া হয় । সবচেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চ ওঁনার থাকার জায়গা (ঠাঁও) হয় । কোন জায়গা? মূলবতন । তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের থাকার জায়গা কোথায়? সূক্ষ্ম বতন! তারপর জগৎ অশ্বার থাকার জায়গা -- সেটা হলো স্থূলবতন । সবাই জানে যে জগৎ অশ্বা এখানকার অধিবাসী । জগৎ মানে হলো মনুষ্য সৃষ্টি । নাম তো খুবই ভালো -- কিন্তু জগৎ অশ্বা কে হন? কোথা থেকে এসেছেন? এইসব কিছুই জানা নেই । পরিচয় কোথা থেকে পাওয়া গেল? অবশ্যই কোনো উচ্চ ব্যক্তিস্বের সাথে দেখা করা দরকার, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা আসেন । যদিও জানোয়ারেও আত্মা হয়, কিন্তু তাদের গায়ন (প্রশংসা সূচক উক্তি) হয় না । গায়ন কোন্ ব্যক্তিস্বের হয় ? নিরাকার শিববাবার । যতক্ষণ তিনি কোনো শরীরে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ তিনি কিছুই করতে পারেন না । আত্মাও যতক্ষণ শরীর না পায় , ততক্ষণ তারাও পার্ট প্লে করতে পারে না । শুধু শরীরেরই গায়ন হয় না, শরীরে যখন আত্মা আসে , তখনই তাদের গায়ন হয় । বাবা বলেন আমার মহিমা তো সবাই করে , পতিতপাবন, কিন্তু আমারও তো মানুষের শরীর দরকার, যাঁর মধ্যে আমি প্রবেশ করতে পারি । বিনা শরীরে কিছুই করা যায় না । তাই বাবাও এসে শরীর ধারণ করেন, তিনি গর্ভে আসেন না । শিব জয়ন্তীও অনেক নাম আছে , কিন্তু শিববাবা কখন আর কোন শরীরে আসেন, এই সব কেউ জানে না । আত্মা! রাতে এসেছেন কিন্তু কোন শরীরে এসেছেন, এটা জানে না । গাওয়াও হয় ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ (শরীর) তো অবশ্যই মানুষের শরীর হবে , তাইনা! এই যে শরীর, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন, তিনি কত উচ্চ ব্যক্তিস্বের আত্মা হন । এখন তোমরা জানো যে

শিববাবা ব্রহ্মাবাবা ছাড়া আর কোনো শরীরে আসেন নি । পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন । যখন যখন ভারত অনেক দুঃখী আর ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায় ,তখনই পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের সুখী আর শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করেন । শিববাবাও বিনা ভাগীরথে (শরীর) কিছুই করতে পারেন না । কেউ তো দরকার, তাই না ! এই শরীর শিববাবার । এইসব না থাকলে তো তোমরা শিববাবার কাছ থেকে অধিকার লাভ করতে পারতে না । গায়নও আছে প্রজাপিতা ব্রহ্মা অথবা ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা । দেবের দেব মহাদেব বলা হয় । এই তিন জনের মধ্যে ব্রহ্মার নাম উচ্চ কেন? ব্রহ্মা তো এখানেই থাকেন, যাঁর রথে (শরীরে) আসা হয় । বিষ্ণু আর শঙ্করকে তো দেবতা বলা হয় । আচ্ছা, যিনি ব্রহ্মা হন ওনাকে কি দেবতা বলা উচিত? তিনি তো হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । মানুষের শরীর দরকার । গাওয়াও হয়, প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টির রচনা করা হয় , তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মা মুখ থেকে ব্রাহ্মণ রচনা করা হবে ! তাহলে তো ইনি কত বড় পার্সোনালিটির মানুষ, কিন্তু কত সাধারণ । এতো বড় পার্সোনালিটির মানুষ, এঁনার চালচলন দেখো কত সাধারণ, কত নিরংহকারী । এখন তোমাদের সেবায় উপস্থিত আছেন । দেখো কেমন করে বসে পড়াচ্ছেন । তোমরা কি পড়াশোনা করছো? তোমরা বলো আমরা রাজযোগের বিষয়ে পড়াশোনা করি । কে পড়ান? পরমপিতা পরমাত্মা । তাহলে ছোট বড়, বুড়ো জওয়ান সবাই পড়াশোনা করছে । এটা হলো ঈশ্বরীয় কলেজ , যেখানে মানুষ থেকে দেবতা অথবা বিশ্বের মালিক হওয়া যায় । এখানে আমরা পড়তে এসেছি অথবা বিশ্বের বাদশাহী নিতে এসেছি । লক্ষ্মী নারায়ণ যখন বিশ্বে রাজ্য করত, তখন আর কোনো ধর্ম ছিল না আর কোনও খণ্ড ছিল । এবার আবার সেই পদ প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা এখানে কেমন বসে আছো? এই পড়া ছাড়া তো তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে না । ভারত শিবালয় হবে না । শিববাবাই গেয়েছেন (বলেছেন) নিরাকারী, নিরংহকারী । যতক্ষণ শরীরে প্রবেশ না করেন, ততক্ষণ নিরংহকারী স্থিতি দেখাবে কেমন করে! কত মহিমা হয় -- অকালমূর্তত কিন্তু এমন নয় যে তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন । তোমাদের বাচ্চাদের অনেক নেশা হওয়া দরকার যে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ব্রহ্মা ছাড়া প্রজাপিতা কাউকেই বলা যায় না । এমন নয় যে শিব বা বিষ্ণু প্রজাপিতা হন । না । ব্রহ্মাই পুরো মনুষ্য সৃষ্টির পিতা আর আত্মাদের পিতা হন শিববাবা । বাকী ঐ পিতাকে তো কেউই জানে না । বলা হয় পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা, তাহলে কেন বলা হয় আমরাই পরমাত্মা! কত ধাপ্পাবাজি (cheating করা) ! তোমরা বাচ্চারা জানো আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে শান্তি পবিত্রতা আর সমৃদ্ধি (peace, purity and prosperity) ছিল । এবার বাবা বলেন আমি এসে সবাইকে জ্ঞান দিয়ে থাকি । প্রথমে তোমরাও কিছু জানতে না , এখন সবকিছু জানো । বাবার বায়োগ্রাফী বাবার কাছ থেকেই জানা যায় । এবার নিরাকারের বায়োগ্রাফী কিভাবে হতে পারে । যখন সাকারে আসবেন তখনই তো বায়োগ্রাফী হবে ! শুধু আত্মার বায়োগ্রাফী হয় না । জীব আত্মা হয়েছে, তখনই তো পুনর্জন্মে এসেছো আর বায়োগ্রাফীও আছে । লোকেরা বলে চুরাশি লাখ যোনী আছে । বাবা বলেন চুরাশী লাখ জন্ম খোড়াই হয় । সব হলো বাজে কথা । বাবা নিজে বলেন আমি ব্রহ্মার তনে এসে তোমাদের বেদের সার বোঝাই, সাথে সাথে রাজযোগও শেখাই আর রচয়িতা রচনার আদি মধ্য অন্তের রহস্যও বোঝাই । যখন প্রথম প্রথম বড় বড় ঋষি মুনিরাও জানত না, তখন তাদের ছেলেমেয়েরাও কিভাবে জানবে ? তাহলে দেখো বড় থেকে বড় পার্সোনালিটির কত সাধারণ রূপে রয়েছেন । উচ্চ থেকে উচ্চ হীরা তৈরী করেছেন বাবা । ওঁনার (শিববাবা) ডিক্সা (পাত্র) হলেন ইনি । রথ বলো , পুরানো জুতো বলো , সবচেয়ে

পুরানো জুতো তো হল এটাই । আগে আগে যখন আত্মারা আসত, তখন একদমই নম্বর ওয়ান ছিল, শ্রী নারায়ণকেই নম্বরওয়ানে রাখা হবে । সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মীও (+) প্লাসে আছে । তাঁরাও পুনর্জন্ম গ্রহন করেছেন । প্রথমে সূর্যবংশী, তারপর চন্দ্রবংশীতে এরকম জন্ম গ্রহন করতে চুরাশিরই হিসেব দরকার, তাই না! চুরাশী লাথের হিসেব তো কেউই বলতে পারে না । চুরাশী লাথ জন্মের কারণেই তারা কল্পের আয়ু লাথ বছরের লিখে দিয়েছে । যদি লাথের বছরের হতো তাহলে বেশিরভাগ ভারতবাসী হিন্দু হতো কিন্তু এখানে তো সংখ্যাই কম । ভারতে দেবীদেবতা ধর্ম প্রায় লোপ পেয়েছে । কেউই নিজেকে দেবতা বলতে পারে না । কারণ দেবতারা তো সর্বগুণসম্পন্ন ছিল । এখন তারা নেই । রাবণরাজ্য হচ্ছে, রামরাজ্য নয় । দুনিয়ার লোকেরা তো না রামের আর না রাবণের বায়োগ্রাফী জানে । দিন প্রতিদিন রাবণের স্টেটাস বেড়েই চলেছে । দুনিয়া পতিত হয়ে গেছে । ষোলো কলা থেকে নীচে নামতে নামতে এখন আর কোনো কলাই নেই । সবাই বলে আমার নির্গুণ হাড়ে কোনো গুণ নেই । তাই এবার নিজেদের ওপর দয়া করো । তাহলে এবার আমরা ষোলো কলা সম্পূর্ণ তৈরী হই । ভারত প্রথমে পরীক্ষান ছিল । এইসব বললেই তারা বলে যে আমরা তো সৃষ্টি চক্র সম্পর্কে কিছুই জানি না । বাবা বলেন মায়া তোমাদের তুচ্ছ বুদ্ধিদারী বানিয়ে দিয়েছে । কিন্তু এখনও কত নিজেদের অহংকার আছে !

বাচ্চারা তোমাদের বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা রামকে স্মরণ করো , তাহলে মালায় গাঁথার যোগ্য তৈরী হবে । রুদ্র মালার পরে হয় বিষ্ণুর মালা । ভক্ত মালায় ভক্তদের মহিমা হয় । এখন রুদ্র মালা, তারপর বিষ্ণুর মালায় গাঁথা হবে অর্থাৎ বিষ্ণুর রাজ্যে যাওয়া হবে । জ্ঞান কত উচ্চ হয় । সন্ন্যাসও দুই প্রকারের হয় । সেটা হলো হঠযোগ সন্ন্যাস । কর্ম সন্ন্যাস তো কখনও হয় না । কর্ম ছাড়া তো মানুষ থাকতে পারে না । প্রাণায়ামে বসবে, তাও কর্ম করবে । অনেক প্রকারের প্র্যাকটিস করা হয় কিন্তু রাজযোগ নয় । এক হলো হদের সন্ন্যাস, আর দ্বিতীয় হলো হঠযোগ সন্ন্যাস । এই পবিত্রতাও ভারতের ধর্ম হয় , কিন্তু দেবীদেবতার মতো পবিত্র আর কোনোও ধর্ম হয় না । সেখানে কোনও সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করতে হয় না, কারণ আত্মা পবিত্র হয় তো তারা শরীরও পবিত্র পায় । আত্মাতেই খাদ পড়ে । কলা কম হতে হতে পতিত হতে হয় । এখন সবাই আয়রন এজএ আছে । সবাই শ্যাম বর্ণের হয়ে আছে । আত্মা যখন পবিত্র ছিল তখন ফর্সা ছিল । এখন আত্মা অপবিত্র তাই শরীরও কালো হয় । বলাও হয় শ্যাম সুন্দর । কৃষ্ণের চিত্রকেও কালো আর ফর্সা বানানো হয় । এখন তোমরা হলে শ্যাম সুন্দর । প্রথমে ভারত গোল্ডেন এজড (স্বর্ণযুগ) ছিল । এখন হচ্ছে আয়রন এজড (লৌহযুগ) । এবার আবার বাবা জ্ঞান চিতায় বসিয়ে ফর্সা (পবিত্র) তৈরী করছেন । যদি মুক্তি আর জীবন মুক্তি দরকার, তাহলে বিকারের হাতধরা বন্ধ করতে হবে । পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে । এইসব এখনকার কথা , যখন তোমরা ব্রহ্মার বাচ্চা হয়েছো । ব্রাহ্মণ তৈরী হওয়া ছাড়া কেউই এখানে আসতে পারে না । তোমরাই হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী । শিববাবা বলেন আমি নিরাকারের মহিমা তো গাওয়া হয় কিন্তু শরীর যতক্ষণ না পাওয়া যায় , ততক্ষণ কিবা করা যায় ? আমি (শিববাবা) অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এসে থাকি । এখন সবারই বিনাশ হওয়ার আছে । ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনার কাজ করা হয় । কলিযুগের স্থাপনা তো কখনও হয় না । স্থাপনা শুধু হয় সত্যযুগের, এই সঙ্গমে । বাবা বলেন আমি আসি সঙ্গমযুগে । তোমাদের ব্রাহ্মণদের এখন সঙ্গম, বাকী সবার জন্য কলিযুগ । এই সময় সবাই ঘোর অন্ধকারে আছে । এই ঘোর অন্ধকারকেই বাবা এসে আলোয় আলোকিত (ঘোর সাক্ষর) করেন । তোমরা বাচ্চারা জানো এই বিচিত্র জিনিসটাকে । কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা , সে তো

কিছুই বোঝাতে পারে না । কৃষ্ণের আত্মাও ভিন্ন নাম নিয়ে এনার থেকে বুঝছে, এই কারণে অন্তিম জন্মে কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর বলা হয় । আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) বাপদাদার মত নিরহংকারী আর নিরাকারী হতে হবে । সবার সেবা করতে হবে ।

২) মুক্তি জীবন মুক্তির জন্য পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে । জ্ঞান চিতায় বসতে হবে ।

বরদান --: ট্রাষ্টীর স্মৃতিতে নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কার্য সম্পাদনকারী ডবল লাইট ভব !

আমি নিমিত্ত, এই ভাব কাজের বোঝাকে সহজেই সমাপ্ত করে দেয় । আমার দায়িত্ব আছে, আমাকেই সামলাতে হবে , আমাকেই চিন্তা করতে হবে তাহলে বোঝের অনুভব হবে । দায়িত্ব বাবার, আর বাবা ট্রাষ্টী অর্থাৎ নিমিত্ত বানিয়েছেন, তাহলে এই স্মৃতিতে ডবল লাইট হয়ে উড়তি কলার অনুভব করতে থাকো । যেখানে আমার আছে , সেখানে বোঝের অনুভব আছে । এইজন্য কখনও কোনও কাজে যখন বোঝা অনুভব হবে, তখন চেক করবে যে কোথাও ভুল করে তোমার জায়গায় আমার তো বলা হয়নি ।

স্লোগান -- প্রতিটি বোল - এ (শব্দ) আত্মিক ভাব আর শুভ ভাবনা থাকলে কোনও বোল ব্যর্থ যায় না ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন ঈশ্বরীয় জ্ঞান-রত্নের সম্পদে পালিত হচ্ছে, তাই তোমাদেরও কর্তব্য হল, এই জ্ঞানরূপ সম্পদকে বিলিয়ে দিয়ে সবার কল্যাণ সাধন করা।"

প্রশ্ন :- মায়ার গ্রহের প্রকোপে বিঘ্ন দেখা দিলে, বাচ্চারা তখন কি এমন আশ্চর্য জনক খেলা খেলতে পারো ?

উত্তর :- যখন মাযারূপে গ্রহের প্রকোপ বা বিঘ্ন আসে, তখন সর্বোচ্চ বাবা, শিক্ষক, সদগুরু এই তিনরূপকেই জগতের মানুষেরা ভুলে যায়। এটাই খুব আশ্চর্যের বিষয় যে, খুব ভালো ভালো নিশ্চিত বুদ্ধির বাচ্চারাও এটা মানতে পারে না। যদিও তারা এই জ্ঞানের কথা খুবই আশ্চর্যের সাথেই শোনে, সবাইকে শোনায়ও, তারপরেও তারাই আবার এ পথ থেকে সরে যায়। যদিও এখন তারা মাম্মা, বাবাকে স্মরণ করে, কিন্তু তারাই আবার পরে অদৃশ্যও হয়ে যায়। তার কোনও কারণও জানতে পারা যায় না। কিন্তু বাবা বলেন- তারা সবাই আবার ফিরে আসবে, কারণ এক ও একমাত্র এই বাবার থেকেই তো এমন প্রীতি সম্ভাষণ ও অভিবাচন পাওয়া যায়, তাই তারা (আত্মারা) সবাই আবার এই বাবারই শরণাপন্ন হবে।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ।

ওঁম্ শান্তি! এই প্রচলিত গীত তো বাচ্চারা সময়-অসময়ে শুনেই থাকে, ফলে তাতেও তাদের পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণও করা হয়ে যায়। আর স্মরণ সর্বদা তাকেই করা হয়, যার দ্বারা কিছু না কিছু সুখ অনুভব করি আমরা। যেমন, বেনারসে যে শিবের মন্দির আছে, সেখানে বহু আত্মার সমাগম হয়, এই নিরাকার বাবাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই। যে রকম ভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণকে সবাই স্মরণ করে, যেহেতু একদা তাঁদের রাজত্বকালেই প্রকৃত সুখ ছিল। আর সেই কারণেই রাজা-রাণীর মহিমাও এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সমগ্র দুনিয়ার মানুষই সেই এক গড-ফাদার অর্থাৎ পরমাত্মাকেই স্মরণ করে। সমগ্র বিশ্বে একমাত্র ওঁনাকেই নিরাকার অশরীরী পরমাত্মা রূপে মানা হয়, যেহেতু তিনি একা ও অদ্বিতীয়। আর একমাত্র তাঁকেই অবতার অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ (reincarnation) বলা হয়। আর এক শিববাবাই হচ্ছেন এমন, যিনি নিরাকার, অর্থাৎ তিনি কোন রকম সূক্ষ্ম বা স্ফুল শরীর ধারণ করেন না। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর এঁনারা সবাই সূক্ষ্ম-শরীর ধারণ করেন, তাই এঁনাদেরকেও অবতার বলা যায় না। *'অবতার' শব্দটির তাৎপর্য অনেক উচ্চ ধারণার। যিনি হলেন একমাত্র শিববাবা, সকলেরই পিতা।* তিনিই সকল আত্মাদেরকে সুখ প্রদান ও পতিতদেরকে পবিত্র-পাবন করেন। এই দুনিয়ায় সকল মনুষ্য আত্মারাই প্রথমে যখন আসে তখন তারা সতোপ্রধানই থাকে, পরে ধীরে ধীরে সতো থেকে রজোঃ, ও তমোঃতে পরিণত হয়। পুনর্জন্ম নিতে নিতে সেই সকল আত্মাদেরই পতিত ও দুঃখী হতে হয়। ব্রহ্মাকেও মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ এঁনাদের সবাইকে মনুষ্য আত্মাই বলা হয়। তাই এই সকল আত্মাদেরকেও অবতার বলা যায় না। *অবতার হলেন এক ও একমাত্র পরমাত্মা শিববাবা।* পরমাত্মা বাবা তখনই এই ধরাতলে আবির্ভূত হয়ে তাঁর বাচ্চাদের (আত্মাদের) আশীর্বাদী-বর্ষা প্রদান করেন - যখন এই দুনিয়া অপবিত্র-পতিতে পরিণত হয়। এই দুনিয়ার সকল মানুষই তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টির সবকিছুই তাঁরই

রচনা। যদিও প্রত্যেক আত্মা একই পরমাত্মাকেই ভিন্ন ভিন্ন নামে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে (গড়-ফাদারকে) স্মরণ করে, কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে সেই এক বাবাই (গড়- ফাদার) থাকে। তবে তা এমন অবশ্য নয় যে, তারা (আত্মারা) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর কে স্মরণ করে, কারণ তাদেরকে তো আর বাবা বলা যায় না। বাবা তো বলতে পারি কেবল এক ও একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকেই। প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগে যখন সকল মানুষেরা (আত্মারা) অপবিত্র-পতিত হয়ে পড়ে, তখন পরমাত্মা বাবা অবতার হিসাবে অবতরণ করেন- পতিত কলিযুগকে আবার পবিত্র সত্যযুগে পরিবর্তিত করার জন্য। যেহেতু তিনি যে সৃষ্টিকর্তা। যদিও তা বলা হয়ে থাকে- ব্রহ্মার দ্বারা জগতের সৃষ্টি রচনা করান, শংকরের দ্বারা বিনাশ ও বিষ্ণুর দ্বারা এই জগৎ-এর পালনা তঁনিই করান। আর ওনারাও আসেন এই ভারতেই। তাই শিবরাত্রিও এই ভারতেই পালন করা হয়। কিন্তু জগতের মানুষেরা শিববাবার আসল নাম, রূপ, দেশ, কাল সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বাবা বলেন - "আমাকে না জেনেই জগতের লোকেরা, 'আমি সর্বত্র বিরাজমান' এই গ্লানি রটনা করে। যার কারণে আজ সমগ্র ভারতবাসী সম্পূর্ণ অপবিত্র হয়ে গেছে। এরপর আবার যখন সকল ভারতীয় আত্মারা একেবারেই অপবিত্র হয়ে পড়ে, তখন আবার আমি এই ধরায় অবতরণ করি। এই কলিযুগে কোনও পূজ্য আত্মা বা পবিএ আত্মা থাকতে পারে না। কেবলমাত্র পবিএ দুনিয়াতেই পবিএ আত্মারা থাকতে পারে, যাকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। তুলনামূলক ভাবে কলিযুগ হল পাপাচারী দুনিয়া। কলিযুগের শেষ হলে সত্যযুগের শুরু হয়। বর্তমানের এই মধ্যবর্তী সময়কে বলা হয় সঙ্গমযুগ। দ্বাপর ও ত্রেতাযুগের মধ্যবর্তী সময়কে কিন্তু সঙ্গমযুগ বলা হয়না। অন্ত অর্থাৎ শেষ মানে পুরোনো জগতের সবকিছুই শেষ আর নতুন দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগের নব-স্থাপনা। যেহেতু সত্যযুগে কেবল পবিএ আত্মাদেরই বাস, তাই এরপর (সত্যযুগ) থেকে আত্মাদের গুণ ও শক্তির কলাও (মাত্রা) পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগ এক সমান মাত্রায় থাকবে না। (১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় আসবে)। বাবা বলেন - তোমরা বাচ্চারা খুব কম সংখ্যকই আমাকে চিনতে পেরেছো, অবশ্য এই সময়ে এমটাই হয়ে থাকে, কারণ এখানে মায়ার বিদ্ব প্রভি মুহূর্তে উপস্থিত থাকার কারণে তোমাদেরকে বার বার এসব ভুলিয়ে দেয়। তোমরা (আত্মারা) বলে থাকো- "আমরা ব্রহ্মার সন্তান ও শিবের নাতি", যদিও তা বলা, নিজেরাই আবার তোমরা তা ভুলেও যাও। যদিও অস্ত্রান্তরিতেও একথা কখনো ভোলা উচিত নয়। যেমন জগতের লোকেরা তো সবার সামনেই বলে যে, তারা মোটেই ব্রহ্মার সন্তান নয়। কারণ তারা এসব একদমই ভুলে গেছে। এতটাই ভুলে গেছে যে, তারা আর তা মনেই করতে পারে না। এটা সত্যিই খুব আশ্চর্যের। ভারতবাসীরা এটা অবশ্যই জানে যে, স্বর্গের সৃষ্টি এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই করে থাকেন, আর নরকের উৎপত্তি রাবনরূপ মায়ার দ্বারাই ঘটে। তবুও তারা এই দুটো কথাই ভুলে যায়। না তো তারা ঠিক মতন বাবাকে জেনেছে, না রাবন রূপ মায়াকে। তাই তো তারা যেমন শিবেরও পূজা করে, তেমনি রাবনকেও জ্বালাতে থাকে। কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, যাকে তারা পূজা করে- তাঁর কর্ম-কর্তব্যের কার্যকারীতার বিষয়ে বা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছুই অবগত নয়। বিপরীতে যে রাবনকে তারা পোঁড়াচ্ছে, তারও প্রকৃত পরিচয় বা কেনই বা তাকে (রাবনকে) জ্বালানো হয়, এসবেরও কিছুই তারা জানে না। সব মানুষই তথা রাজা-রানী থেকে প্রজা সবাই হচ্ছে এমনই তুচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা। বাবা সকল আত্মাদেরকেই বোঝাচ্ছেন যে, যারা অন্য ধর্ম স্থাপন করার উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় আসেন, তাদেরকেও পুনর্জন্মবাদ (ইনকারনেশন) বলা যায় না। একমাত্র এই বাবারই অবতরণ ঘটে, তাও এই ভারতভূমিতেই। কিন্তু ভারতবাসীরা নিজেরাই তা ভুলে বসে আছে। জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা যদিও পরমপিতা পরমাত্মার পূজা-অর্চনা করে থাকে, কিন্তু পরমাত্মা কবে, কখন এবং কেন আবির্ভূত

হন আর তিনি কি বা কর্ম-কার্যাদি করেন, এসবের কিছুই তারা জানে না। আর তাদের দুঃখের একমাত্র কারণ হলো, না তারা বাবার আসল পরিচয় জেনেছে, না এই সৃষ্টির আদি-অন্ত-মধ্য কে জানতে সক্ষম হয়েছে; এমনকি দেবী-দেবতাদের জন্ম-বৃত্তান্ত, গুণাগুণ সম্বন্ধেও তারা একেবারেই কিছু অবগত নয়। কিন্তু একটা সময় ছিল, যখন সকল ভারতবাসী কতই না সুখী ছিল এবং তখন তারাই সমগ্র বিশ্বের মালিকও ছিল। অথচ এখন সেই ভারতবাসীরাই বেমালুম ভুলে গেছে যে, আমরা (আম্মারা) সবাই কত পবিত্র ও শ্রেষ্ঠাচারী আত্মা ছিলাম। এটা খুবই আশ্চর্যের যে, কিভাবে পুনরায় পবিত্র শ্রেষ্ঠাচারী আত্মা হতে পারবে, সে সম্পর্কেও তারা সচেতন নয়। বাবা কতই না সহজ সরল ভাবে এসব কথাই বুঝিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি কাদের বা তা বোঝাবেন ? বাবা বলেন - "আমি আমার বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য যদিও তাদের সামনে প্রত্যক্ষ হই কিন্তু সেক্ষেত্রে বাচ্চাদেরও তো প্রত্যক্ষ হতে হবে, কিন্তু তারা তো এক আধ বার মাষ্ট্রা, বাবাকে স্মরণ করে পরক্ষণেই আবার তাঁদেরকে ভুলে যায়। যা খুবই আশ্চর্যও লাগে"। অস্ত্রানী যারা তারাও তাদের লৌকিক বাবা, শিক্ষক ও গুরুকে ভোলে না কিন্তু। আর যেখানে এই পারলৌকিক পরমপিতা যিনি এত মহান, সবার দুঃখও দূর করেন, তাঁকেই তারা ভুলে গেছে। এই কারণেই বলা হয় যে, তারা (জগতের লোকেরা) এসব খুবই আশ্চর্যের সাথে শোনে, অন্যদেরকেও শোনায় আবার তা থেকে দূরেও সরে যায়। সত্যি, মায়া তুমি কতই শক্তিশালী! বেহদের পবিত্র বাবার অর্ন্তভুক্ত হয়ে, ওঁনাকে শিক্ষকের মান্যতা দিয়ে ওঁনার কাছে পঠন-পাঠন শেখে। তিনিই যে পতিত-পাবন সদ্ধরু সঠিক ধারণায় তা বুঝেও, এই তিন-রূপধারীকেও ভুলে যায়। এক্ষেত্রে একজনকে ভুললেই তো তিন-রূপকেই ভুলবে, আবার একজনকে স্মরণ করলে তিন-রূপকেই স্মরণে আসবে। যেহেতু, ঐ তিন-রূপেই তিনি একত্রিত একাত্মা (কন্সাইন্ড)। উঁনি একাধারে যেমন বাবা, তেমনি শিক্ষকও আবার সদগুরুও বটে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ রূপে সঠিক (এক্যুরেট) পর্যায়ে। তাই বাবা বলছেন - * "আমি যেখানে তোমাদের (আত্মাদের) বাবা, তাই তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের স্বধাম পরমধামে নিয়ে যাবো। আবার আমি যেখানে তোমাদের শিক্ষক, তাই তোমাদেরকে সঠিক পাঠ পড়িয়ে অবশ্যই রাজারও রাজা বানাবো।" * তিনি আরও বলেন - * "যেহেতু আমি হলাম সদগুরু, তাই বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থের অনুযায়ী ক্রমিক নম্বরের ভিত্তিতে সবাইকে অবশ্যই নিজ ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।" * আর একথা তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার (গ্যারান্টি) সঙ্গেই বলেন। জীবনে চলার পথে চলতে চলতে এমন বাবাকেই অনেকে আবার ভুলেও যায়। মায়ার গ্রহের প্রকোপ এমনই শক্তিশালী যে, যারা আজ বাবাকে স্মরণ করছে, কাল সেই বাবার প্রতিই তাদের সংশয় উৎপন্ন হচ্ছে। এই ভাবেই তো কালক্রমে চলে আসছে। যারা মায়ার প্রকোপ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়, সেইসব আত্মারাই অন্তিমে বাবার আশীর্বাদী-বর্সা নিতে সক্ষম হয়। অবশ্য, এ সবই ড্রামা অনুসারে হয়ে থাকে, যা অবিনাশী চিত্রপটেও খোঁদিত আছে। বিনাশ তো অবশ্যস্বাবী- তখন তবে তোমরা কারই বা স্মরণ নেবে ? সকল আত্মাদেরই সদগতি দাতা হলেন এই এক ও একমাত্র ঈশ্বর। তিনিই সকল আত্মাদের শরণদাতা। সকল আত্মারা অবশেষে তাঁর কাছেই মাথা নত করবে, কিন্তু তখন ওঁনার আর কি বা করার থাকবে! আর এরকমটা হলে অর্থাৎ সকল আত্মারা একত্রে এলে এত ভীড় হবে যে, কোনো আত্মাই তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারবে না। এই অবিনাশী খেলা এমনই আশ্চর্য জনক ভাবে রচিত আছে। * যখনই আত্মাদের ভীড় বাড়বে, তখন বিনাশও শীঘ্রই ঘটবে। হ্যাঁ, তখন কেবল বাবার এই ধ্বনিই শুনতে পাবে যে, বাবা বলছেন "কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করতে থাকো, এবার যে তোমাদের নিজধামে ফিরে যেতে হবে।" * কিন্তু তখন বাবার সাথে মিলিত হয়ে আর কি লাভ হবে! তাই বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, যদি কোনো আত্মা বিলাতেও থাকে এবং এক বাবাকেই স্মরণ

করতে থাকে, একমাত্র তা হলেই তার বিকর্ম বিনাশ হবে। যে সকল আত্মারা যেমন যেমন মনস্থির করবে, তারা অবশেষে সেই রকমই লক্ষ্যেই পৌঁছতে সমর্থ হবে। যদিও বহু পূর্বেই সবাই এই সম্বন্ধে অবগত আছে। এক জায়গায় একত্রে এত আত্মা মিলিত বা হবে কিভাবে! কিন্তু, এ এক অতি মনোহর আশ্চর্য জনক নাট্যশালায় পরিনত হয়ে আছে যে। আর তখনই সবাই বুঝতে পারবে যে, বাবা অবশ্যই এসেছেন। যেমন খ্রীষ্টানরা সবাই তো আর পোপের কাছে পৌঁছতে পারে না। তেমনি এখানেও অবশেষে সবাই জানতে পারবে বাবা এসেছেন, সবাইকে মায়া-রাবণের কবল থেকে মুক্ত (লিবারেট) করে পরমধামে নিয়ে যাবার জন্য। এই ধরাতলে এক ভয়ানক বিনাশ যে হবেই হবে। রুদ্রের মালা দেখতে কতই না সুন্দর, সেই তুলনায় বিষ্ণুর মালা কত ছোট। এমনিতে তো বলা হয় যে, সব মালাই বিষ্ণুর। সেফেত্র প্রথমে তো সবাই বিষ্ণুকেই জানবে। আবার মনুষ্যত্বের (হিউম্যানিটির) গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড ফাদার অর্থাৎ মহান বাবা তো ব্রহ্মাকেই ভাবা হয়। এই ব্রহ্মাই পরবর্তীতে বিষ্ণু হন। বিষ্ণুরই দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ। দুজনেই যদিও আত্মা, অথচ সেখানে কিন্তু কোনও তফাৎ নেই। যা সত্যই খুব আশ্চর্যের। এই সুন্দর কথাটা জীবনে মন্বন করতে পারলেই প্রকৃত সুখের অধিকারী হবে। বাবা বাচ্চাদের তাই বোঝান যে, নব অবতাররূপ (reincarnation) একমাত্র পরমাত্মাকেই বলা হয়, কারণ অন্য আত্মাদের মতন তাঁর নিজস্ব কোনও শরীর নেই। যেখানে অন্যদের নিজের নিজের শরীর থাকে। তাই তো তিনি অন্যের (আত্মার) শরীরে আশ্রয় নেন। *একমাত্র এই শিববাবা ব্যতীত অন্য সকল আত্মাই শরীর ধারণ করে।* আশ্রয়কারীর শরীর তো অন্যের আমানত বা সম্পত্তি। এমন ভাবে কোনো আত্মাই একথা কখনোই বলে না যে, সে (আত্মা) অন্যের শরীরে আশ্রয় নিয়েছে। বরং আত্মারা তার শরীরকে নিজের বলে দাবি করে। কিন্তু শিববাবা এমন কথা বলতে পারেন না- এটা আমার শরীর। উঁনি কেবল অন্যের শরীরকে আধার করেন- ওঁনার বাচ্চাদেরকে জ্ঞানদান আর যোগ শেখাবার জন্য। বাচ্চারা তা ভালভাবেই জানে, শিববাবা এই ব্রহ্মাবাবার শরীরকেই আধার বানিয়েছেন, তবুও কিন্তু তারা বারে বারেই তা ভুলে যায়। যখন তারা দেহ-অভিমাণে চলে আসে, তখন তা নিরীক্ষণ করার শক্তি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে। তখনই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা করার কথা ভুলে যায়। তারা তো জানেই বাবা কি অমূল্য সম্পদ, কি অসীম তাঁর গুণাবলী। আর তা তেমন ভাবে জানতে পারলেই, তাঁর নির্দেশিত পথে অবশ্যই তারা চলতো। প্রতিটা পদক্ষেপই শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত। কিন্তু মায়ার প্রকোপ তাদেরকে সবকিছুই ভুলিয়ে দেয়। তাই তো তারা কখনো বাবার শ্রীমতে চলে তো কখনো নিজের মতে যা আসুরিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই কারণেই তারা নিজেদেরকে কখনো হাঙ্কা, কখনো ভারি অনুভব করে। তাই তারা সবকিছুতেই দ্বিমত পোষণ করে ও দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। অতএব- এক শিববাবার শ্রীমতে চলতে থাকাই শ্রেয় পথ, সেই পথই উর্ধ্বগামী হতে সাহায্য করে। তবুও কিন্তু তারা নিজেদের মতেই চলে থাকে। বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে যে সব নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, সেটাকে অবশ্যই জীবনে ধারণ করতে হবে। তার পরেও যদি কিছু ঘটে, তখন বলতে পারো ড্রামাতে তো এমনই ছিল। রাজধানীও তো অবশ্যই স্থাপিত হতে হবে, যদিও তাতে কোনও প্রকারের তফাৎ পড়বে না। বাবার সাক্ষ্যাৎ পেতে তো অনেকেই আসে, কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস না থাকায়, যেই তারা বাড়ি ফেরে তখনই সব ভুলে যায়। নিশ্চয়তা নিয়ে যে আসে না তারা। কারো বাবার প্রতি বিশ্বাস ৫ শতাংশ আবার কারো ১৫ শতাংশ। অজ্ঞান কালেতে কিন্তু আমরা আমাদের কাকা, মামা কে ঠিকই চিনতে পারি, কৈ সেখানে তো আমাদের কোনো সংশয় থাকে না। কিন্তু, এখানে মায়ার কবলে পড়ে বাবার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে সংশয়াতীত হয়ে তোমরা ক্রমশই অধোগতিতে নিম্নগামী হচ্ছে। যদিও বা কখনও বিশ্বাস বাড়ে, আবার সেটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। এটাই

খুবই আশ্চর্যের! এক শিববাবাই হলেন একাধারে বাবা, শিক্ষক ও সদগুরু। প্রত্যেক আত্মার-ই তাদের ক্রমানুসারে আগের কল্পের মতই জ্ঞান প্রাপ্তি হবে। আগের কল্পে যে সকল আত্মারা যে রকম আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকারী ছিল, এই কল্পে তাদের প্রত্যেকেরই সেই অনুযায়ী কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় চলছে। বর্তমান এই সময়ে আমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের মালা গাঁথা হচ্ছে না, কারণ মায়ার প্রকোপ পড়লেই তো তাদের অধোগতিও হতে পারে। তারা তখন প্রজার মালাতেই যুক্ত হবে, সেখানেও তারা (আত্মারা) একবার এটা, তো আরেকবার ওটা, এই করতে থাকে। কিন্তু তারা (আত্মা) মালাতে অবশ্যই থাকবে। একটি হল রুদ্রের মালা, অপরটি বিষ্ণুর মালা। এর প্রথমটি হলো পবিত্র ঈশ্বরীয় মালা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শারীরিক জগতের মালা। এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য অসীম বুদ্ধিবৃত্তির এবং স্বচ্ছ বুদ্ধির কর্তব্যপরায়ণ আত্মার প্রয়োজন, অবশ্যই যিনি বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বস্ত ও আশ্রয়কারী বাধ্য হবে। যেই সেবার দ্বারা শিববাবার এই বিশাল জ্ঞান-রঞ্জের ভান্ডারের রত্নও অন্যদেরকেও দিতে সক্ষম হবে। যা শিববাবার কার্য উপযোগীতার মহানতার বিসয়ে। জগতের লোকেরা পতিত-পাবন শিববাবাকে আহ্বান করে বলে- হে পতিত-পাবন বাবা, তুমি আসো। যেহেতু এই বাবাই দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানায়। পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে এই দুনিয়া আবার অপবিত্রে পরিনত হয়। তখন সেই বাবাকেই আবার আসতে হয় অপবিত্র দুনিয়াকে পবিত্র করতে। কি অপূর্ব অভিনয়ের খেলা চলতে থাকে এই সঙ্গম সময়ে। সেই কারণেই পরমপিতা পরমাত্মার এত মহাস্বাস্থ্য, তাই তো ওঁনার প্রতি সমর্পণ হতে হয়, যেহেতু তিনি তাঁর এই অপূর্ব কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করেই চলেছেন। তিনিই এক ও একমাত্র পরমাত্মা, প্রথমেই যাকে সবাই স্মরণ করে। জগতের লোকেরা তাই তো সেই একজনেরই (পরমাত্মার) জন্মদিন পালন করে, যিনি এই জগতের সৃষ্টি কর্তা। যাকে শিববাবা তাঁর মনের মতন করে তৈরি করেন, জগতে তার কতই না মহিমা। এই সময় জগতের সকল মানুষই অপবিত্র-পতিত এবং ভ্রষ্টাচারী। সত্যযুগে তারাই ছিল কত শ্রেষ্ঠাচারী, তা ছিল যেন পরীদের দেশ। যা বর্তমানের সাথে একেবারেই দিন রাতের তফাৎ। এখন আমরা শিববাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকারী হচ্ছি। তাই এখন আমাদের অন্য কি বা পালন করতে হবে আর ? ভক্তিমার্গে তো কত কিছুই পালন করতে হতো। কিন্তু, এই সময়ে তোমাদেরকে কেবল শ্রীমতে থেকে, কঠোর পুরুষার্থ করে যেতে হবে। কর্ম-কর্তব্য ও সেবাও করতে হবে। সকল আত্মাদের বোঝানোর জন্য যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, সেটাও খুবই ভালো। ঈশ্বরীয় সেবার কর্ম-কর্তব্যের দিকটা সকল বাচ্চাদেরকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিতে হবে। যে সকল আত্মারা ঈশ্বরীয় জ্ঞান রঞ্জের সম্পদে পালিত হয়, তাদের তো সে ভাবেই সম্পূর্ণরূপে কর্ম-কর্তব্য করতেই হবে, যাতে অতি শীঘ্রই জগতের সকল মানুষেরই কল্যাণ সাধিত হয়। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন ওঁনার নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) (চড়তি কলাতে) উন্নতির সোপানে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি পদক্ষেপেই বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে। বাবাকে সঠিক ভাবে জেনে আর দেহী-অভিমানী হয়ে পুরোপুরি আনুগত্য বজায় রাখতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় সেবার প্রতি সকল আত্মাদেরকে যথাযথ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আর তাঁর স্মরণে থেকেই বুদ্ধিকে স্বচ্ছ ও অসীম শক্তিশালী বানাতে হবে।

বরদান :- বাবার সাথে থেকে অসম্ভবকে সহজেই সম্ভবে বদলে দিতে পারা সফলতামূর্ত ভব (হও)।

বাবাকে সাথে রাখা অর্থাৎ তাঁরই প্রতি এক বল আর এক ভরসা রেখে সকল কার্য করার এই সহজ বিধিই হলো, সফলতা প্রাপ্তির সহজ উপায়। বাবার শ্রীমতে চললে যতই সমস্যা আসুক না কেন, তখন অসম্ভব কার্যকেও সম্ভব মনে হয়। ব্রাহ্মণদের জীবনে যে কোনও কার্যই হোক, সেটা শূন্য বা আত্মিক পুরুষার্থই হোক না কেন, তা অসম্ভব কখনই হবে না, কারণ সর্বশক্তিমান বাবা যখন সাথে আছেন, তখন পাহাড় রূপ কঠোর পরিশ্রমও সরিষার মতন ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কি হবে, কি করে করবো- এই সংকল্পও কখনো মনে আসবে না।

স্নোগান :- সময়ের মহত্বকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করতে পারলেই সমগ্র প্রাপ্তির জ্ঞান-রসই সম্পদে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

" মিষ্টি বাচ্চারা -- সর্বদা এই নেশাতে থাকো যে , বাবা আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন , এখন সকলকেই ফিরে যেতে হবে ।"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এই সময় সবথেকে বড় কোন্ পুণ্যের কাজ করো ?

উত্তর :- নিজের সবকিছু শিববাবার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া -- এ হলো সবথেকে বড় পুণ্য । বাবাকে সবকিছু সমর্পণ করে তাঁর শ্রীমতে চললে অনেক বড় উঁচু পদ মিলবে ।

প্রশ্ন :- কোন্ একটি নতুন কথা মানুষের বুদ্ধিতে খুব মুশকিলে বসে ?

উত্তর :- শিববাবা , যিনি নিরাকার , তিনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছেন , তিনিই সবথেকে বড় আসামী , তাঁরই উঁচুর থেকে উঁচু পাট , এই নতুন কথাই মানুষের বুদ্ধিতে খুব মুশকিলে বসে।

গীত :- আজ সকালে ইনি কে এলেন

ওম্ শান্তি । শিববাবা এসে তাঁর নিজের বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন -- বাচ্চারা তো বুঝেই গেছে যে শিববাবা নিরাকার এবং আমরা বাচ্চারাও নিরাকার । তিনি এই বাচ্চাদেরই বুঝিয়ে বলেন । এই যুক্তি একমাত্র এই বাবার কাছেই আছে । বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন যে , ভগবান কার সাথে কথা বলেন ? তিনি তাঁর নিজের সন্তান আত্মাদের সাথে কথা বলেন । বাচ্চারাও এই কথা জানেন এবং বাবাও জানেন । আত্মা তো শরীর ছাড়া কিছুই শুনতে পায় না । শরীরের দ্বারাই আত্মারা শুনতে পারে । এই হলো একমাত্র সত্যসঙ্গ যেখানে পরম পিতা পরমাত্মা বসে বোঝান যে, বাকি যে সব আত্মারা আছে , তাদের সকলকে এখন সাথে করে নিয়ে যেতে হবে কারণ এই নাটকের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । এই কথা হলো সমস্ত ভারতবাসির কথা । বাবা এই ভারতেই আসেন এবং তিনি ভারতবাসিদেরই বলেন -- বাচ্চারা তোমরা সবথেকে বেশী সময় ধরে এই অভিনয় করে এসেছো । তোমরাই সত্যযুগে দেবী - দেবতা ছিলে । এখন তোমরা শূদ্র হয়ে গেছ । আবার আমিই তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়িয়ে দেবী - দেবতা বানাই , কিন্তু অন্যদের কি করে পড়াবো । গীতাও হলো এই ভারতেরই । প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ধর্মের বই আছে । আর যে সব ধর্মপিতারা এখানে আসেন তারা সকলেই মানুষ । তাদের সকলেরই নিজের নিজের শরীর আছে । ইনি হলেন সমস্ত আত্মাদের নিরাকার বাবা , যিনি পূর্ণজ্ঞানী । যিনি এই বিশ্ব নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেন । তোমাদের বাচ্চাদেরই বাবাকে পড়াতে হবে কেননা তোমরাই আবার নতুন করে চক্রবর্তী রাজা হতে চলেছ । সবাই তো মানুষ থেকে দেবতা হতে পারবে না । যারাই সর্ব প্রথমে দেবী - দেবতা ধর্মের লোক হবে তাদেরই আবার চারা লাগানো হবে , যখন এই দেবী দেবতা ধর্মের সম্পূর্ণ স্থাপন হয়ে যাবে তখন অন্য সমস্ত মঠ বা পথের বিনাশ হয়ে যাবে । সমস্ত আত্মাদেরই বাবা ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । বাবা এই পতিত দুনিয়াতেই আসেন , তিনি এসেই সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান । বাচ্চারা জানে যে যেই সহজ রাজযোগ আমরা আগের কল্পে শিখেছিলাম , এখন আমরা সেই রাজযোগই আবার শিখছি ।

বিনাশ যখন কাছে আসবে তখনই সকলের চোখ খুলবে । এখন কেবল তোমরাই নিশ্চিত যে পরমপিতা পরমাত্মার এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ ঘটে । এই গায়ন ও হয় যে গাইড বা উদ্ধারকর্তা আসবে -- যিনি সবাইকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন । এই যিনি ব্রহ্মা বাবা তাঁর শরীরেই পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন । তাহলে ইনি কতো বড় আসামী হলেন । তোমাদের বাচ্চাদের এই খুশীতে থাকতে হবে যে বাবা আমাদের নিতে এসেছেন । তিনি বলেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এই সন্মানের সঙ্গে খুব অল্পই করতে পারে । ভগবানের কত মহিমা । তিনি হলেন সর্বশক্তিমান । দ্বিতীয় অন্য কারোর এই মহিমা নেই । এই সন্মান তোমাদের বাচ্চাদের রাখতে হবে । তোমরা যখন সংগঠনে থাকো তখন তোমাদের বাবাকে খুব ভালো স্মরণ থাকে কিন্তু যখন এদিক ওদিক চলে যাও তখন স্মরণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে । প্রতি মুহূর্তে নিজেকে দেহী - অভিমানী ভাবতে পারলে তাহলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে । এমন বাবার সাথে খুব সন্মানের সাথে চলতে হবে । কিন্তু বাবা খুব সাধারণ হওয়ার ফলে সেই সন্মান রাখতে পারো না । তোমরা বুঝতেও পারো যে বাবা হলেন কালেরও কাল , এই যে শিববাবা যাকে তোমরা বাপদাদা বোলো , তিনি সবাইকে সাথে নিয়ে যাবেন । বাবার পাঁট হলো উঁচুর থেকে উঁচু , যাকে সারা দুনিয়া স্মরণ করে । আত্মা কি জিনিস তা অন্য কেউ বলতে পারে না । মানুষ বলে এ হলো লিঙ্গ । পূজো তো শিবলিঙ্গেরই হয়ে থাকে । আমরাও লিখি জ্যোতির্লিঙ্গম । কিন্তু বাস্তবে এতো বড় হয়ই না । এ তো একটা ছোটো তারার মতো । এতেই সম্পূর্ণ পাঁট ভরা আছে । এও কারোর বুদ্ধিতে আসে না । যখন মানুষ শুনবে যে আত্মা হলো তারার মতো , পরমাত্মাও তারার মতো , তখন আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এতবড় শক্তিশালী এনার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইনি পুরো ৮৪ জন্ম নেন , এঁনার মধ্যে বসে এই শক্তিশালী পরমাত্মাই সম্পূর্ণ জ্ঞান দেন যে তোমরা হলে আত্মা । তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । এখন তোমাদের বাচ্চাদের এই খেয়াল আসে যে আত্মা কত ছোটো একটা বিন্দু । তার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাঁট আছে যা নিজের সময় মত সঠিক ভাবে রিপিট করতে হবে । কিন্তু শিববাবার উঁচুর থেকে উঁচু পাঁট , যেমন ভাবে কোনো নাটকে রাজা রানী উঁচু পাঁট পেয়ে থাকে । এও সেই বানানো নাটক যা রিপিট হতেই থাকে আর তোমরা বাচ্চারা এই কথা জানো যে উঁচুর থেকে উঁচু শিববাবাই সবথেকে উঁচু পাঁট পেয়েছে । তোমাদের বুদ্ধিতেই এই সম্পূর্ণ বেহদের নাটকের জ্ঞান রয়েছে । বাবা অর্থাৎ সুপ্রীম সোল কিভাবে সাধারণের শরীরে প্রবেশ করেন । শাস্ত্রে তো ঘোড়ার গাড়িকে অর্জুনের রথ করে দিয়েছে । রথের অর্থ কত বড় । এই ব্রহ্মা বাবা হলেন শিববাবার রথ । পরমপিতা পরমাত্মা নিজেই বলেন যে আমি এর মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলি । এই জ্ঞানের কথা কোনো শাস্ত্রে নেই । শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন এই কথা সম্পূর্ণ নতুন হওয়ার কারণে কারোর বুদ্ধিতেই ধারণ হয় না । এখন তাই বাবা বলেন যে বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও । এখন তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মাই পড়ান , তাঁকেই স্মরণ করতে হবে যিনি এই শরীরে অবস্থান করছেন । তোমরা তো এনাকে দাদা বলতে । এই বাপদাদা হলেন কন্সাইন্ড । তোমরা তো বাপদাদা বলেই ডাকো । প্রথমে বাবা তারপরে দাদা । ইনিই আবার তোমাদের মাও । এই গুহ্য কথা তিনিই বুঝিয়ে বলেন । ইনিই হলেন ব্রহ্মপুত্র নদী । ইনি সাগর নন । বড়র থেকেও বড় নদী এনাকেই বলা হয় । তারপর হলো সরস্বতী । তোমরা হলে জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান - গঙ্গা । দুনিয়ার মানুষ কিন্তু অন্য ছবি বানিয়ে দিয়েছে । ব্রহ্মপুত্র কোথা থেকে বের হয়েছে , এ তারা কি করে জানবে । আবার সিন্ধু , সরস্বতীর নামও আছে । শাস্ত্রে কিছু না কিছু এর উল্লেখ আছে । আত্মাই পবিত্র আবার আত্মাই পতিত হয় । এই কথা শরীরের জন্য বলা হয় না , এই কথা আত্মার জন্যই বলা হয় । এই সময় প্রায়

সকলেই পতিত । কারোর শরীরই তো এখন পবিত্র নয় । সকলেই এখন পাপ আত্মা । সবথেকে বড় পুণ্য আত্মা তোমরাই হও । তোমরা সবকিছুই শিববাবাকে সমর্পণ করে দাও । এমন অনেকেই আছেন যারা এক একটি জিনিস সমর্পণ করেন । যেমন লোভকে সমর্পণ করবে তাহলে অমুক জিনিস ছেড়ে দেবে । এখানে তোমরা যখন বাবার হয়ে যাও তখন সমস্তকিছুই বাবাকে সমর্পণ করে দাও । বাবা তার পরিবর্তে তোমাদের ঈশ্বরীয় সম্পত্তি দিয়ে থাকেন । যে যতটা ঈশ্বরীয় শ্রীমতে চলে , যতটা বাবাকে সমর্পণ করতে পারে , সে বাবার থেকে ততটাই পেতে পারে । প্রধান বিষয় হলো শিববাবাকে স্মরণ করা । শিববাবা এখানে পড়াতে আসেন । সারাদিন তো তিনি এই ব্রহ্মা বাবার মধ্যে থাকেন না । এ হলো এক সেকেন্ডের কথা । তোমরা স্মরণ করলেই বাবা এসে যাবেন । তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা সবসময় এখানেই আছেন কিন্তু এই কথা নিজেরাই ভুলে যাও । এই সময় বাবা নিজেই বলেন যে আমি সকলকে নিতে এসেছি । আমাদের বিবেকও বলে যে বিনাশ তো অবশ্যই হবে । এখন তো অনেক মানুষ হয়ে গেছে । তাই বিনাশেরও সম্পূর্ণ প্রস্তুতি চলছে । এই কথাও শুধুমাত্র তোমরাই জানো । বাকি অন্যেরা যদিও বা বলে যে বিনাশ হবে কিন্তু তার পরে কি হবে তা কেউই জানে না । তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুসারেই সকলে জানতে পারে যে বাবা এসেছেন এবং রাজধানীও স্থাপন হচ্ছে । আমরাও বাবারই সাথে এই সেবায় সাহায্যকারী । আমরাই কাঁটাকে ফুলে পরিণত করছি । ভক্তিমাগের লোকেরা তো বাবাকে সঠিকভাবে জানে না । যদি মানুষ বলে যে শাস্ত্র পাঠ করলেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে , তাহলে তো সকলেরই পরমাত্মার কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত । কিন্তু বাবা বলেন কেউই এখন পরমধামে ফিরে যায় না । কেউ কেউ ভাবে যে নতুন দুনিয়া আবার নতুন ভাবে উত্পন্ন হবে । দুনিয়াতে অনেক মত - মতান্তর আছে । বাবা বলেন যে এ সবই অসত্য । সত্য একমাত্র বাবাই বলে থাকেন । বলা হয় সত্য শ্রী অকালমূর্ত । সকল আত্মাই অকালমূর্ত । তাই সত্য শ্রী অকাল একজনই । বাকি সবই অসত্য অর্থাৎ মিথ্যে । সত্য কথা জ্ঞানের কথার জন্য বলা হয় । ঈশ্বরের জন্য দুনিয়ার মানুষ যে জ্ঞান দেয় , সেই সবই মিথ্যা । ঈশ্বরীয় জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বর এসেই দিতে পারেন । তোমাদের বাচ্চাদের এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে , এই নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে , তাই এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । যেমন নাটকের শেষ সিনে অভিনেতার ভাবে যে নাটক শেষ হতে চলেছে , এবার ঘরে ফিরে যেতে হবে । আমরাও তেমনই অভিনেতা , তাই আমাদেরও এই জ্ঞানের কথা জানা উচিত যে আর অল্প সময়ই বাকি আছে । বাবা এসেছেন , তিনি আমাদের সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যাবেন । কিন্তু কখন নিয়ে যাবেন সেই কথা বলেন না কারণ এই হলো নাটক । হঠাত করেই সব কিছু হতে থাকবে । যতটা পারা যায় অন্যকেও এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে । যারা বুঝবে তারা অতটা বুঝবে না যে এই কথাই সম্পূর্ণ ঠিক কিন্তু যারা বোঝাবে তারা অবশ্যই বুঝবে তাই তো তারা বোঝাবে । তোমাদের বাচ্চাদের এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে যে -- হৃদ বা লৌকিক বাবার থেকে তো জন্ম - জন্মান্তরের জন্য বর্সা বা সম্পত্তি পেয়ে এসেছো । এখন এই বেহদের বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি নাও । যারা আগের কল্পে এই সম্পত্তি নিয়েছিলো তাদেরই এই তীর লাগবে । তোমরা বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে এই কথা স্মরণ করো যে আমাদের এখন শান্তিধামে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে । যারা সরকারের কাজ করে তারা ৮ ঘন্টা কাজ করে তাই তোমাদেরও এই স্মরণের যাত্রা ৮ ঘন্টা করতে হবে । শেষকালে তোমরা যখন ৮ ঘন্টা এই সেবায় থাকবে তখনই সম্পূর্ণ বর্সা নিতে পারবে । সবাই তো তা করতে পারবে না । কেউ যদি জোর করে এই পুরুষার্থ করে তাহলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে । লক্ষ্য খুবই ভারী ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবাকেই সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে হবে । কখনো কখনো ব্রহ্মাবাবারও এই খেয়াল আসে যে , ব্যস এবার তো সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।বাবার সংস্কার এদের মধ্যে ভরতে থাকতেন । ইনিও পুরুষার্থী । এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে তাই সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে এই কথাও যদি কেউ স্মরণ করে তাহলে তাকে বলা হবে "মনমনাভব ।"

তোমরা বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছো । সামনে বসে শুনলে সব কথা মনে গেঁথে যায় । প্রতি মুহূর্তে তোমরা স্মরণ করতে থাকো যে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে ।তোমাদের এখন মৃত্যু ভয় চলে গেছে । মৃত্যুকে কখনো ঘাবড়াবে না । তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে । দেহী - অভিমানীরা ভালো সেবা করতে পারে । জ্ঞানী আত্মাদেরই চাই । প্রদর্শনীতে যারা ধ্যান করে তাদের থেকেও জ্ঞানী আত্মাদের বেশী প্রয়োজন । জ্ঞানী আত্মারাই প্রিয় হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নতুন রাজধানী স্থাপনের জন্য বাবার এই সেবাকাজে সাহায্যকারী হতে হবে । কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে ।

২) কম করে ৮ ঘন্টা স্মরণের যাত্রার অভ্যাস করতে হবে । মৃত্যুতে ঘাবড়ালে হবে না কেননা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে " এখন ঘরে যেতে হবে ।

বরদান :- বাবার সমস্ত সম্পত্তিকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে এবং এই সম্পত্তিকে বাড়িয়ে সর্বদা নিজে ভরপুর থেকে বালক এবং একই সঙ্গে মালিক হও ।

বাবা সকল বাচ্চাদেরই একরকম সম্পত্তি দিয়ে বালক এবং মালিক বানিয়েছেন । সম্পত্তি সবাইকে একইরকম দিয়েছেন কিন্তু কেউ যদি ভরপুর না হতে পারে তার কারণ হলো সম্পত্তি সামলানো বা বাড়ানো তার আয়ত্তের বাইরে । সম্পত্তি বাড়ানোর উপায় হলো সবার মধ্যে তাকে বিলিয়ে দেওয়া আর সামলানোর উপায় সেই সম্পত্তিকে বার বার চেক করা । নজরদারি আর চেক করা -- এই দুটো যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে সম্পত্তি সর্বদা সুরক্ষিত থাকে ।

স্নোগান :- প্রতিটা কর্ম যদি অধিকারী হয়ে আর নেশার সঙ্গে করে তাহলে পরিশ্রম করতেই হবে না ।

" চৈতন্য পুষ্পগুচ্ছের রঙ , রূপ , সুগন্ধের আধার "

আজ বাগবান (বাগানের মালিক) বাবা নিজের চৈতন্য বাগিচায় ভ্যারাইটি প্রকারের ফুল দেখছেন। এমন রুহানী বাগিচা বাপদাদাকেও কল্পে একবারই প্রাপ্ত হয়। এমন রুহানী বাগিচা , রুহানী সুগন্ধিত পুষ্পগুচ্ছের চমক অন্য কোনো সময়ে পাওয়া যায়না । সে যতই নামীগ্রামী বাগিচা হোক কিন্তু এই বাগিচার সামনে ঐ বাগিচা গুলির কিরূপ অনুভব হবে ! এটি হল হীরে তুল্য , ওটি হল কড়ি তুল্য । এমন চৈতন্য ঈশ্বরীয় বাগিচার রুহানী পুষ্প রূপের নেশা থাকে কি ? যেমন বাপদাদা প্রত্যেকটি ফুলের রঙ , রূপ এবং সুগন্ধ দেখেন তেমনভাবে নিজের রঙ , রূপ এবং সুগন্ধ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে কি ?

রঙের আধার হল - জ্ঞানের সাক্ষ্যে । যত জ্ঞান স্বরূপ হবে ততই সকলকে রঙ আকৃষ্ট করবে। যেমন স্থূল ফুলের রঙ দেখা , বিভিন্ন রঙ হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো রঙ বিশেষভাবে দূর থেকে আকৃষ্ট করে । দেখা মাত্রই মুখ দিয়ে প্রশংসা বেরোয় যে বাঃহ কি সুন্দর ফুল ! আর সর্বদা মন চাইবে দেখতেই থাকি। ঠিক তেমনভাবে জ্ঞানের রঙে রঙীন ফুল কত সুন্দর লাগবে। সেই ভাবেই রূপ এবং সুগন্ধের আধার হল - স্মরণ এবং দিব্য গুণমূর্ত । শুধু রঙ আছে আর রূপ নেই তবুও এই আকর্ষণ থাকবেনা । আর রঙ রূপ থাকবে কিন্তু সুগন্ধ থাকবেনা তাহলেও আকৃষ্ট করবেনা । বলা হবে , এই হল নকল আর এই হল আসল। শুধু রঙ রূপ যুক্ত ফুল ডেকোরেশনের জন্যে বেশী কাজে লাগে কিন্তু সুগন্ধিত ফুল মানুষ নিজের কাছে রাখে। সুগন্ধিত ফুল স্বতঃই সেবার স্বরূপ যুক্ত হয়। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কোন্ ধরনের ফুল হয়েছি ? যেখানেই থাকো কিন্তু সেবা স্বতঃই হবে অর্থাৎ রুহানী বায়ুমন্ডল নির্মাণের নিমিত্ত হয়েছ ! কাছে আসলে অর্থাৎ সম্পর্কে আসলে সুগন্ধ ছড়ায় নাকি দূর থেকেই সুগন্ধ ছড়িয়ে যায়। যদি শুধু জ্ঞান শুনলে , যোগাভ্যাসী হলে কিন্তু জ্ঞান স্বরূপ বা যোগী জীবন ধারী বা প্র্যাক্টিকাল দিব্যমূর্ত স্বরূপে পরিণত না হলে তবে ডেকোরেশন অর্থাৎ প্রজা হয়ে যাবে। রাজার জন্যে প্রজা ডেকোরেশন-ই হয়। তাহলে আল্লার বাগিচার ফুল তো হয়েছ কিন্তু কোন্ ধরনের ফুল হয়েছ ? এইরকম নিজের চেকিং করতে হবে। বাগিচা একটি , বাগবানও একজন কিন্তু ফুল রয়েছে ভ্যারাইটি । ডবল বিদেশিরা নিজেদের কি ভাবছে ? রাজ্য অধিকারী নাকি রাজ্য অধিকারীদের দর্শকবৃন্দ ? আজ বাপদাদা বাগিচায় মিলনে এসেছেন । সবার মনে রুহ-রিহান করার সংকল্প রয়েছে । তো আজ রুহ-রিহান করতে এসেছেন। বিশেষ দুটি গ্রুপ রয়েছে তাইনা ।

বাপদাদাকে সবাই দেশবিদেশের বাচ্চারাই হল অতি প্রিয়। কর্ণাটকের এবং ডবল বিদেশী বাচ্চারা সর্বদা খুশীর দোলায় দুলছে । মধুবনে এসে সবাই মায়াজিত হওয়ার অনুভবী হয়েছ , নাকি মধুবনেও মায়া আসে কি ? মধুবনে আসো-ই তো মায়াজিত স্থিতির অনুভূতি করতে। তো এখানে মায়ার আক্রমণ নেই কিন্তু মায়া হার স্বীকার করবে কারণ মধুবনে বিশেষ নিজের উপার্জন জমা করতে আসো। ডবল বিদেশীদের ডবল লক করা উচিত।

মধুবনে এসে বিশেষ ভাবে নিজের মধ্যে কোন্ কোন্ বিশেষত্ব গুলি ধারণ করেছে ? (বাবা বিদেশিদের এবং কর্ণাটক-বাসীদের প্রশ্ন করছিলেন) যেমন সহজযোগী হতে বিশেষত্ব দেখে তেমনই আর কি কি দেখেছ ? স্নেহ , শান্তি , লাইট পেয়েছ। সবকিছু পেয়েছ কিনা ! যত স্বয়ং প্রাপ্ত করবে তো প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মা সেবা না করে থাকতে পারবেনা তাই প্রাপ্তি স্বরূপ সেই সেবা স্বরূপ স্বতঃই হবে।

কর্ণাটক-বাসীরা ভাল বৃদ্ধি করেছে আর বিদেশেও ভাল বৃদ্ধি হয়েছে। বিদেশেও সেবাকেন্দ্র এবং সেবাধারী ভাল তৈরী হয়েছে। বাপদাদাও বাচ্চাদের সাহস , উৎসাহ , আনন্দ দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। দেশেই হোক , বিদেশেই হোক সেবার আনন্দ উৎসাহ বাচ্চাদের অন্তরে দেখে বাবা খুশী অনুভব করছেন । আত্মা যে বাচ্চারা সেবাকেন্দ্রে থাকে বা সেবায় উপস্থিত রয়েছে - দেশ হোক বা বিদেশ হোক , সবাই অমৃতবেলা শক্তিশালী রাখছে তো ? এই গ্রুপটি খুব ভাল গ্রুপ কিন্তু ভাল ভাল বাচ্চাদের মায়াও ভালরকম দেখে নেয়। মায়াও তাদের পছন্দ করে তাই মায়াজিত হতে হবে কারণ তোমরা হলে নিমিত্ত আত্মা কিনা তাইজন্য বিশেষ অ্যাটেনশন । নিমিত্ত স্বরূপ আত্মা যত শক্তিশালী হবে ততই বায়ুমন্ডলকে শক্তিশালী করতে পারবে। নাহলে বায়ুমন্ডল কমজোর হয়ে যাবে। প্রবলেমস অনেক আসবে। শক্তিশালী বায়ুমন্ডল হলে নিজেও বিঘ্ন-বিনাশক হবে আর অন্যদের বিঘ্ন-বিনাশক স্বরূপের নিমিত্ত হবে। যেমন সূর্য নিজেই প্রকাশময় বলে অন্ধকার মিটিয়ে অন্যদের প্রকাশিত করে এবং কিচড়া ভস্মীভূত করে। তো নিমিত্ত স্বরূপ আত্মা শক্তি স্বরূপ বিঘ্ন-বিনাশক স্থিতিতে স্থিত থাকতে অ্যাটেনশন দাও। শুধুমাত্র নিজের প্রতি নয়। স্টক-ও জমা হোক যাতে অন্যদেরও বিঘ্ন-বিনাশক করতে পারো। তো এই মেজরিটি গ্রুপ হল মাস্টার জ্ঞান সূর্য ! এখন সর্বদা এই স্মৃতি স্বরূপ অবস্থায় থাকো যে আমি হলাম মাস্টার জ্ঞান সূর্য । নিজেও প্রকাশ স্বরূপ এবং অন্যদেরও অন্ধকার মেটাও। আত্মা ।

মধুবনবাসীদের কথা বাপদাদার স্মরণে রয়েছে । মধুবনবাসীরা ব্রাহ্মণ পরিবারের নজরে রয়েছে । যখন মধুবনের মহিমা করা হয় তখন সামনে মধুবনবাসীরা এসে যায়। মধুবনের মহিমা সম্পর্কে পুরো ভাষণ তো রয়েছেই । যা মধুবনের মহিমা সেসব প্রতিটি মধুবনবাসী নিজের মহিমা রূপে অনুভব করে কি । আত্মা ।

সদা সর্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন বিশেষ আত্মাদের , সর্বদা নিজ স্বরূপ দ্বারা সেবার নিমিত্ত স্বরূপ সেবাধারী আত্মাদের , সর্বদা রঙ রূপ সুগন্ধিত পুষ্পগুচ্ছ স্বরূপ আত্মাদের বাগবান (মালী) বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

ডবল বিদেশি বাচ্চাদের একটাই প্রশ্ন থাকে যে আমাদের ডবল সার্ভিস (ঈশ্বরীয় সেবার সাথে চাকরি) করতে কেন বলা হয় , এই প্রশ্নের উত্তরে বাপদাদা বললেন :-

সময় কম এবং প্রাপ্তি করতে চাও সবচেয়ে বেশী। তার জন্যে তন-মন-ধন যাতে এতেই লেগে যায় তাই তিন প্রকারের সার্ভিস তো করতে হবে। কম সময়ে তোমার তিন প্রকারের লাভ জমা হয় কেননা ধন জমা করারও মার্জ আছে। সেই মার্জ জমা করে তোমরা নম্বর প্রাপ্তিতে এগিয়ে যাও। তাই তোমাদের লাভের জন্যেই বলা হয় যে নিজের ধন সেবায় লাগালে ধনের সাক্ষেপ্টে একের পদ্ম গুণ প্রাপ্ত করো। সবদিক থেকে যদি একসময়ে লাভ হয় তো কেন করবেনা । বাকি যখন নিমিত্ত স্বরূপ আত্মা দেখবে যে সময়ই নেই , এর কাছে ফুরসত নেই , নিজের থাওয়ার সময় টুকু নেই ,

এত বিজি অবস্থায় দেখলে তারা অটোমেটিকালী ক্রী করে দেবে। কিন্তু যতক্ষণ এত বিজি না হচ্ছে ততক্ষণ জরুরী আছে। এই কর্ম ব্যর্থ যাচ্ছে না , এরও মার্জ্জ জমা হচ্ছে । বিজি হয়ে গেলে ড্রামা তোমাদের চাকরি করতে দেবেনা । কোনো না কোনো কারণ এমন আসবে যে করতে চাইলেও করতে পারবেনা । তাই এখন যেমন চলছে তাতেই কল্যাণ রয়েছে । এমন ভেবোনা যে আমরা স্যারেন্ডার নই । তোমরা স্যারেন্ডার হয়েছ , ডাইরেক্সান অনুসারেই সেবা করছ। নিজের মন থেকে করলে স্যারেন্ডার নও ! এতে যদি নিজের মতামত চালাও যে না আমি তো করবনা , সেতো আরও মনমত অনুযায়ী কর্ম করা হয়ে গেল তাই নিজেকে সর্বদা হালকা রাখবে। যারা নিমিত্ত স্বরূপ আত্মারা রয়েছে তারা যদি বলে তাহলে তাতেও নিজের কল্যাণের কথাই ভাববে। এই বিষয়ে তোমরা একদম নিশ্চিত থেকো। এই নিয়ে যে যত ভাববে যে - আমার বোধহয় পার্ট নেই , আমাকে কিছু কিছু কেন বলা হয়না , তাহলে এই হয়ে যাবে ব্যর্থ । বুঝলে।

টিচারদের *প্রতি* :-

টিচারদের জন্যে সেবা স্থল কোনটি ? টিচাররা হল সর্বদা বিশ্বের স্টেজে স্থিত। তোমাদের সেবা স্থল হল বিশ্বের স্টেজ । তো স্টেজে উপস্থিত ভাবলে প্রতিটি কর্ম অ্যাটেনশন দিয়ে করবে। যখন কোনো প্রোগ্রাম করো তখন স্টেজে বসে কতটা অ্যাটেনশানে থাকো । অবহেলা করো না। তো টিচার হওয়া অর্থাৎ বিশ্বের স্টেজে স্থিত থাকা। যদি সেন্টারে দুই বোন থাকো , তো দুই নয় বিশ্বের সামনে রয়েছে ।

অব্যক্ত *মুরলী* *থেকে* *প্রশ্ন - উত্তর*

প্রশ্ন :- ভবিষ্যত ২১ জন্মের জন্যে রাজ্যপদ বা দাতা স্বরূপের সংস্কার কবে ভরতে পারবে ?

উত্তর :- যদি এখন থেকেই সর্ব-আত্মাদের বাবার খাজানা দিতে পারে এমন দাতা স্বরূপে পরিণত হবে , নিজের শক্তি দ্বারা তৃষ্ণার্ত কাতর আত্মাদের জীবন দান করতে পারবে , বরদাতা স্বরূপ হয়ে প্রাপ্ত বরদানের দ্বারা তাদেরকে বাবার কাছের সম্বন্ধে আনতে পারবে , তখন এখানকার দাতা স্বরূপের সংস্কার ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্যে রাজ্যপদ অর্থাৎ দাতা স্বরূপের সংস্কার ভরতে পারবে।

প্রশ্ন :- এই সঙ্গমযুগকে পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ কেন বলা হয় ?

উত্তর :- কেননা এইসময়ে আত্মার ভেতরে সব রকমের ধর্মের , রাজ্যের , শ্রেষ্ঠ সংস্কারের , শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধের এবং শ্রেষ্ঠ গুণের সর্ব শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব গুলি বর্তমানেই রেকর্ডের মতন ভরতে থাকে। চুরাশি জন্মের উত্তরণ এবং অবনমন (চড়তি এবং উতরতি) কলা এই দুইয়েরই সংস্কার এইসময়ে আত্মায় ভরা হয়। রেকর্ড ভরার সময় এখনই চলছে , তাইজন্য এইটিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম যুগ।

প্রশ্ন :- হৃদের অর্থাৎ দেহঅভিমানের রেকর্ড ভরতে কোন্ তিনটি কথার খেয়াল রাখতে হয় ? যা আত্ম-অভিমানের রেকর্ড ভরার সময়ে তোমাদেরও রাখা উচিত ?

উত্তর :- তারা বায়ুমন্ডল , বৃষ্টি এবং বানী এই তিনটি পয়েন্টের উপরে অ্যাটেনশন দেয়। যখন বৃষ্টি চঞ্চল হয় , একাগ্র থাকেনা তখন বানীর আকর্ষণীয় ভাব থাকেনা। যেরকমের গান গায় , সেইরূপে স্থির হয়ে গান গায়। তাহলে যদি হৃদের গায়ক এবং রেকর্ড আর্টিস্টরা এই সব পয়েন্টের খেয়াল রাখে তো তোমরা বেহদের রেকর্ড আর্টিস্ট , সমস্ত কল্লের রেকর্ড আর্টিস্টদের এই সব পয়েন্টের উপরে অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত । যদি রেকর্ড ভরার সময়ে উল্লাসের বদলে আলস্যতা এসে যায় তো রেকর্ড কিরকম ভরবে ! তাই কখনও নিজের ভরা রেকর্ড সারাদিনের রেকর্ড সাক্ষী হয়ে দেখো যে ঠিক ভরা হচ্ছে তো !

প্রশ্ন :- আত্মার দুর্বলতা কোন্ কথায় প্রমাণিত হয় ?

উত্তর :- যদি নিজের চেকিং - এর কমন নিয়ম টুকু এখনও বিস্মৃত থাকে , অমৃতবেলা নিজের টাইম-টেবিল ফিক্স করেনা , নিজেকে ঈশ্বরীয় নিয়ম এবং মর্যাদা অনুরূপ চালাতে পারেনা এর থেকেই প্রমাণিত হয় আত্মা এখনও দুর্বল আছে , তারা বিশ্বের মর্যাদাপূর্ণ রাজ্য কিভাবে চালাতে পারবে ।

প্রশ্ন : - এখন কোন্ সময় চলছে ? আবার কোন্ সময় আসবে ?

উত্তর : - এখন প্রাপ্তির সময় চলছে , কিছু সময় পরে পশ্চাতাপ বা আফসোস করার সময় আসবে। এখন বাবা হলেন স্নেহী স্বরূপ ভবিষ্যতে সুপ্রীম জাস্টিসের রূপ হয়ে যাবে। জাস্টিসের সামনে যতই স্নেহী আত্মীয় হোক কিন্তু নিয়ম সদা নিয়ম হয় (law is law) , এখন স্নেহপূর্ণ সময় চলছে পরে নিয়ম যুক্ত সময় হবে। সেইসময় লিফ্ট পাওয়া যাবেনা তাই বাপদাদা সকল বাচ্চাদের এই কথাই বলছেন যে একটু সময় হলেও অনেক সময়ের প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো। সময়ের অপেক্ষায় কেয়ারলেস হোয়ানা ।

প্রশ্ন : - সন্নতি প্রাপ্তির জন্যে কোন্ তীব্রগতির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ?

উত্তর : - যে কর্ম-ই করো তা যেন সেকেন্ডের মধ্যে হয় , করব , প্ল্যান করব এইরকম কর্মের গতিবিধি তীব্রগতি নয়। তীব্র পুরুষার্থী হল সে যে দূঢ় সংকল্প নেয় যে করতেই হবে , হতেই হবে। এইরূপ তীব্রগতির অধিকারী-ই সন্নতি লাভ করতে পারবে। আচ্ছা - ওমশান্তি ।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা সুখ অনুভবকারী মায়াজিত , ক্রোধমুক্ত ভব

ব্রাহ্মণ জীবনে যদি সুখ অনুভব করতে হয় তাহলে ক্রোধজিত হওয়া অতি আবশ্যিক । যতই কেউ গালাগালি করুক , ইনসাল্ট করুক কিন্তু তোমার ক্রোধ অনুভূতি হবেনা । মেজাজ দেখানো বা রুআব দেখানো এইটিও হল ক্রোধেরই অংশ। এমনতো নয় যে ক্রোধ তো করতেই হয় , নাহলে কাজ হবেনা। আজকালকার সময় অনুযায়ী ক্রোধের দ্বারা কাজ বিগড়ে যায় আর আত্মিক স্নেহ এবং শান্তির সাহায্যে বিগড়ে যাওয়া কাজ সফল হয় তাই এই ক্রোধকে অনেক বড় বিকার রূপে স্বীকার করে মায়াজিত , ক্রোধ মুক্ত স্বরূপে পরিণত হও।

*শ্লোগান : - নিজের বৃত্তি এমন পাওয়ারফুল বানাও যাতে তোমার বৃত্তির প্রভাবে অনেক আত্মারা
যোগ্য এবং যোগী রূপে পরিণত হয়*।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের হৃদয়-দর্পণে দেখ, সেখানে কোনও অশুভ শক্তি নেই তো, অশুভ শক্তিকে সরিয়ে দেওয়ার অধ্যবসায় চাই"

প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগে বাবা আর বাচ্চাদের মধ্যে দুনিয়ার সবকিছু থেকে একদম আলাদা কোন রীতি বিদ্যমান ?

উত্তরঃ - দুনিয়ায়, বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার জানায় কিন্তু এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার জানান। বাবা নিজে বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সেবায় হাজির হয়েছি, তাইতো তোমরা বাচ্চারা আমার থেকেও অধিক শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ আমি নিরহংকারী, নিরাকার বাবা, তাইতো আমিই প্রথম নমস্কার জানাব। সঙ্গমের এটাই সবকিছু থেকে একেবারে পৃথক রীতি।

ওম্ শান্তি। বাবা যখন প্রথম আসেন, বাবা বাচ্চাদের নমস্কার করবেন নাকি বাচ্চাদের উচিত বাবাকে নমস্কার করা? (বাচ্চাদের বাবাকে করা উচিত) না। প্রথমে বাবাকে বাচ্চাদের করতে হবে। সঙ্গমযুগের রীতি-রেওয়াজ সবকিছু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাবা নিজে বলেন, আমি সকলের পিতা, তোমাদের সেবায় হাজির হয়েছি; সুতরাং, বাচ্চারা নিশ্চয়ই অনুপম (সবচেয়ে উৎকৃষ্ট) হবে। দুনিয়ায় বাচ্চারা বাবাকে নমস্কার করে, এখানে বাবা বাচ্চাদের নমস্কার জানান। তাঁকে নিরাকার, নিরহংকারী জ্ঞানে স্মরণ করা হয় তাই তাঁকে সেইরকমই প্রদর্শন করতে হয়। মানুষ গিয়ে সন্ন্যাসীদের পায়ে পড়ে, এমনকি তারা তাদের পায়ে চুষনও করে, কিন্তু তারা কিছু বোঝেনা। প্রত্যেক কল্পের পরে বাবা বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে আসেন। তোমরা বাবার হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চা! সেইজন্য বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ক্লান্ত হয়েছ। ভগবান দ্রৌপদীর পদসেবা করেছিলেন, তাই তিনি সার্ভেন্ট হলেন তাই না! "বন্দে মাতরম্" কে বলেছিলেন? বাবা। বাচ্চারা বোঝে, বাবা এসেছেন, সারা সৃষ্টিতে বেহদের সেবা দিতে। সৃষ্টিতে কতো জঞ্জাল! এ হলো নরক। তাই বাবাকে আসতে হয় নরককে স্বর্গ বানাতে। হৃদয়ভরে তিনি পরিপূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে আসেন। তিনি জানেন, তাঁকে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবাতে আসতেই হবে। প্রত্যেক কল্পে তিনি তোমাদের সেবার জন্য আসেন। তিনি এখানে এসে বসলে সবার সেবা হয়। এইরকম নয় যে, তাঁকে সবার কাছে যেতে হবে। একমাত্র তিনিই সৃষ্টির কল্যাণকারী দাতা। বাবা যা করেছেন সেইরকম কোনও সেবা মানুষ করতে পারেনা যেটা তার সেবার সাথে তুলনা করা যায়। তাঁর সেবা বেহদের।

গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো! নতুন দিনের উষার আলো দেখা যাচ্ছে

কত সুন্দর এই গান। নবযুগ সম্বন্ধেও তোমাদের বোঝানো উচিত। যুগ হলো ভারতবাসীদের জন্য। সর্বত্র মানুষ ভারতবাসীদের থেকে শোনে যে অতীতে সত্য, ত্রেতাযুগ বিদ্যমান ছিল, কারণ তারা যে দ্বাপর যুগে এসেছিলো। তারা অন্যদের থেকে শোনে যে ভারত প্রাচীন দেশ ছিলো যেখানে দেবী-দেবতারাজ্য শাসন করতেন। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল এখন যার কোনও অস্তিত্ব নেই। গীতা দেবী-দেবতা ধর্মের মাতাপিতা; অন্য সব ধর্ম পরে আসে। সুতরাং, সবার মধ্যে এই ধর্মই হলো সবচেয়ে প্রাচীন। বাস্তবে, গীতা মুখ্য ধর্মশাস্ত্র, যা সকলের মানা উচিত। যেমনই হোক, তারা এটা বিশ্বাস করেনা; তারা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের ধর্মের শাস্ত্রে বিশ্বাস করে। এমনকি তারা

জানেওনা ভগবান কখন গীতা বলেছিলেন । গীতা বাবার বলা । শাস্ত্রে বাবার বদলে বাচ্চার নাম উল্লেখ করায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আর সেই কারণে তারা বোঝাতে পারেনা কখন শিবরাত্রি উদযাপন করা উচিত । শিব জয়ন্তীর পরে কৃষ্ণ জয়ন্তী । কখনও শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞের স্মরণ হয় না । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের গায়ন হয় । তার থেকেই বিনাশজ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়, এখন তোমরা যথার্থই তা' দেখতে পাচ্ছ । আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আবারও স্থাপনা হচ্ছে সুতরাং, এখানে অসংখ্য ধর্মের আর কোনও অস্তিত্ব থাকবেনা । কৃষ্ণও তখনই আসবে যখন অন্যান্য ধর্মের অবসান হবে । বাকি সব আত্মারা মুক্তিধামে থাকবে । ভগবানের সাথে সবাইকে মিলিত হতে হবে, তাই না ! প্রত্যেকে বাবাকে সেলাম জানাবে । বাবা সমস্ত বাচ্চাদের সেলাম করেন আর তারপরে বাচ্চারাও বাবাকে সেলাম করবে । এই সময় বাবা এখানে সাকারে এসেছেন । এখানে সব আত্মারা বাবার সাথে মিলিত হতে পারবেনা কেননা বহু কোটির মধ্য থেকে কয়েকজনই আসতে পারবে । তাহলে সমগ্র ভক্তরা কোথায় এবং কখন বাবার সাথে মিলিত হবে ? যেখানে তারা ভগবানের থেকে আলাদা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে তারা মিলিত হবে । ভগবানের নিবাস স্থলই পরমধাম । বাবা বলেন, তোমাদের বাচ্চাদের সবাইকে দুঃখ থেকে লিবারেইট করে তোমাদের পরমধামে নিয়ে যাই । এই কাজ একমাত্র তাঁর একার । বাবাকে আসতেই হবে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে । তিনি হেভেনলি গড় ফাদার, সুতরাং, তিনি নিশ্চয়ই হেভেন ক্রিয়েট করবেন তাই -না ! রাবণ নরকের স্থাপনা করে, বাবা করেন স্বর্গের স্থাপনা । তাঁর রাইট নাম শিব, বিন্দু । আত্মাও বিন্দু, ক্রকুটির মাঝে এতটুকু, অতি ক্ষুদ্র বিন্দুই থাকতে পারে । সুতরাং, আত্মাও যেমন বিন্দু পরমাত্মাও বিন্দু । তবুও খুবই আশ্চর্যের ! এত ছোট বিন্দুর মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে, যা কখনও মুছে যায়না । ফর এভার চলতে থাকে । এইসব অতি গুহ্য ব্যাপার ! মানুষ শান্তি চায়, কারণ সবাই শান্তির মধ্যে যেতে চলেছে । বলা হয়ে থাকে, সুখ কাকবিষ্ঠাসম । গীতায় বলা হয়েছে রাজযোগের মাধ্যমে তোমরা রাজার রাজা হও । তাহলে যারা সুখকে কাকবিষ্ঠার সমান মনে করে তারা কিভাবে রাজত্ব পাবে ? এইসব প্রবৃত্তি মার্গের কথা ; গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে তোমাদের কমল ফুল সমান পবিত্র থাকতে হবে । এটা সন্ন্যাসীদের কাজ নয় । যদি তাই হতো তবে তারা নিজেরা ঘর-সংসার ছাড়ত না । তোমরা বলো চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম । শিববাবাও বলেন, আমি প্রথমে এঁনাকে (সাকার ব্রহ্মাবাবা) বোঝাই । ইঁনিই শিববাবার চৈতন্য ঘর । প্রথমে ইঁনি সবকিছু শেখেন তারপরে সমস্ত অ্যাডপ্টেড বাচ্চারা নম্বরভিত্তিক অনুসারে তাঁর মাধ্যমে শেখে । গভীর গুহ্য এই কথা । সদগতি দাতা পতিত-পাবন স্বয়ং এসে এইসব রহস্য বুঝিয়ে দেন । এরকম নয় যে তিনি ওপর থেকে তোমাদের প্রেরণা দেন ; তিনি এখানে এসে ওঁনার কর্তব্য করেন । স্মৃতিচিহ্ন রূপে অনেক শিবমন্দির আছে । তিনি নিজে বলেন, আমি ব্রহ্মার এই সাধারণ তনে আসি । এই ব্রহ্মা নিজেই নিজের জন্ম জানত না, এতে কোনও একের কথা নেই । ব্রহ্মামুখ বংশাবলী তোমরা সব এখানে বসে আছ, তোমরা ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মামুখ দ্বারা রচিত হয়েছে । তিনি একমাত্র তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই বোঝান । যজ্ঞ সর্বদা ব্রাহ্মণদের দ্বারা চালিত হয় । যারা গীতা শোনায় তাদের কাছে কোনও ব্রাহ্মণ নেই, সুতরাং, সেটা কোনও যজ্ঞ নয় । বেহদের বাবা দ্বারা এই যজ্ঞ রচিত, অনেক বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ । বহু বহুদিন ধরে বড় বড় হাঁড়ি আওনে চড়ছে, সেই প্রথা মেনে এখনও ভাঙরা চলেই আসছে । কখন এর সমাপ্তি হবে ? যখন সমগ্র রাজত্বের স্থাপনা হয়ে যাবে । বাবা বলেন, আমি আমার সাথে তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, তারপরে নম্বরভিত্তিক অনুসারে এক এক করে তোমাদের পার্ট প্লে করার জন্য পার্টিয়ে দেবো । কেউ এমন বলতে পারেনা, আমি তোমাদের গাইড হয়ে আমার সাথে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । পতিত মানুষকে পবিত্র বানিয়ে বাবা সাথে করে নিয়ে যান । তারপরে আত্মারা নীচে নামতে শুরু করে তাদের নিজ নিজ সময়ে

নিজেদের ধর্ম স্থাপনার পাট প্লে করতে । এখন অসংখ্য ধর্মের ছড়াছড়ি, কিন্তু কোনটাই মূল ধর্ম নয় । সকল শাস্ত্রের শিরোমণি গীতা, কেননা গীতা থেকেই প্রত্যেকের মুক্তি এবং জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হয় । ভারতবাসীদের মধ্যে জ্ঞান তারাই নেয় যারা ভগবানের থেকে প্রথম আলাদা হয়েছিল । প্রথমে তারা নীচে আসবে তারপরে নশ্বরের ক্রমানুসারে প্রত্যেককে আসতে হবে । তোমাদের সতঃ, রজঃ, তমঃ অবস্থার মধ্যে দিয়েই পাস করতে হবে । সৃষ্টিচক্রের সময়কাল এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । সব আত্মারা এখন উপস্থিত হয়েছে , বাবাও এসে গেছেন । প্রত্যেককে নিজের পাট প্লে করতে হবে । নাটকে স্টেজের উপর সব আত্মারা এক সময়ে আসতে পারেনা ; তারা তাদের নিজস্ব সময়ে আসে । বাবা তোমাদের বুদ্ধিতে দেন শ্রেষ্ঠত্বের নশ্বর অনুযায়ী কিভাবে তোমরা নীচে আস । বর্ণেরও রহস্য বুদ্ধিতে দিয়েছেন । উচ্চ শিখা ব্রাহ্মণের, কিন্তু কে ব্রাহ্মণদের তৈরী করেছেন ? শূদ্ররা তো তাদের রচনা করেনি ! সর্বোচ্চ শিখরে ব্রাহ্মণদের বাবা ব্রহ্মা, ব্রহ্মার বাবা শিববাবা । সুতরাং, তোমরা হলে শিবকুলের, ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী বংশধর । তোমরা ব্রাহ্মণরা আবারও তারপরে দেবী-দেবতা হবে । বংশের হিসেবও বোঝাতে হবে । তোমাদের বাচ্চাদের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু সব বাচ্চা এক সমান তীক্ষ্ণ বুদ্ধির হয়না । নতুন কারও সামনে যদি বিদ্বান বা পণ্ডিত ডিবেট করতে শুরু করে তবে সে বোঝাতে পারবেনা । তখন তোমাদের বলা উচিত আমি এখনও নতুন, আপনি পরে অন্য টাইমে আসুন আমার বড় দিদি আপনাকে বুদ্ধিতে দেবেন । তিনি আমার থেকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন । ক্লাসে প্রত্যেকের নশ্বরে কম বেশী থাকে অর্থাৎ ভালো-মন্দ উভয় পড়ুয়াই থাকে । সেক্ষেত্রে কোনও দেহ-অভিমান থাকা উচিত নয় । তা নাহলে তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে । তারা বলে, বি. কে -রা ভালোভাবে বোঝাতে পারেনা । দেহ-অভিমান ছেড়ে তোমাদের সেইরকম বড় কাউকে রেফার করা উচিত । বাবাও বলেন, আমি উপরের কাউকেই জিপ্তোস করব । মহারথী, ঘোড়সওয়ার, পেয়াদা হয়, তাই না ! আবার কেউ সিংহের উপরেও সওয়ার । *সিংহ সবচেয়ে তেজী । জঙ্গলে একা থাকে আর হাতি দলবদ্ধ হয়ে থাকে । যদি তারা একা থাকে তবে কেউ মেরে ফেলতে পারে । তারা সিংহের ওপর শক্তিকে সওয়ার (আরোহী) দেখিয়েছে* । তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে গীতার ভগবান কৃষ্ণ বলা রং (wrong) । অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কৃষ্ণের শাস্ত্র মানবে না । প্রাচীন দেবীদেবতা ধর্ম কে স্থাপন করেছেন তা তোমাদের প্রমাণ করে বলতে হবে । তাঁদেরও গড গডেস্ বলা হয়ে থাকে । ঈশ্বর আলাদা । লক্ষ্মী-নারায়ণকে, ভগবতী-ভগবান বলা হয়, তাঁরা পালনার নিমিত্ত হন । যদি লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলা হয় তবে বিষ্ণু এবং শংকরকেও ভগবান বলতে হয় । তোমরা জানো, ভগবান ছাড়া গীতা অন্য কেউ বলতে পারেনা । এই গীতা ভগবানের মুখ দ্বারা গাওয়া হয়েছে । শ্রী শ্রী রুদ্রের গীতা । কেউই বলতে পারেনা, এই গীতা তার মুখ নিঃসৃত । শিববাবা ব্যতীত অন্য কারও মুখ দিয়ে গীতা আসতে পারেনা । গীতা মা এবং তার রচয়িতা শিববাবা, তিনি এখানে বসে ওরালি (মৌখিক ভাবে, orally) বোঝান । তিনি জ্ঞানের সাগর । সুতরাং, একমাত্র রচয়িতা তাঁর রচনার নলেজ দিতে পারেন । এইজন্য ঋষি মুনিও বলেন, ঈশ্বর অন্তহীন । ঈশ্বরের গতিবিধি ঈশ্বরই জানেন । ঈশ্বরের নির্দেশাবলীই হলো শ্রীমত্; যার অনুসরণে সদগতি প্রাপ্ত হয় এবং সেটা ঠিক ! মুক্তির সাথে একসঙ্গে মুক্তির উপায়ও তোমাদের উল্লেখ করতে হবে কারণ, ভারতে যখন স্বর্গ ছিল তখন অন্যান্য ধর্মের সকলে মুক্তিতে ছিল; আর ভারতবাসী ছিল জীবনমুক্তিতে । এই সব রহস্য বাবা বুদ্ধিতে দেন যা তোমাদের ধারণ করতে হবে । ভক্তিমার্গের মানুষ বলে বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির মধ্য দিয়েই তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার রাস্তা পেয়ে যাবে । যাই হোক, এটা সেরকম হয়না । *এটা সিমলার পাহাড় নয়, যে-কোনও পথ ধরে গেলেই তোমরা চূড়ায় পৌঁছে যাবে । এখানে সাজনকে সজনীদের কাছে আসতেই হয় । স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য সজনীদের শৃঙ্গার করতে হয়*

। সবাই মহারাজা মহারানী হতে চায়, কিন্তু বাবা বলেন, সর্বাগ্রে নিজেদের মুখের দিকে দেখ । নারদের গল্প এই সময়ের, সে লক্ষ্মীকে বিবাহ করতে চেয়েছিল কিন্তু তাকে বলা হয় সর্বপ্রথম নিজের মুখ দেখ । বাবাও বলেন, তোমার হৃদয়ের আয়নায় চেয়ে দেখ । কামের অশুভ শক্তি আসে কি আসেনা ? অনবরত পরীক্ষা করো আর অন্যান্য অশুভ শক্তিকে সরানোর প্রযত্ন করো । বাবা সর্বদা তোমাদের কার্যাদি সাধনের ধরণ দেখিয়ে দেন । মনে নানা প্রকারের সংকল্প আসবে, কিন্তু সেসব কর্মে আসা উচিত নয় । ভালো কর্ম কিভাবে করতে হয় বাবা তোমাদের শিখিয়ে দেন । কর্ম - অকর্ম-বিকর্মের জ্ঞান গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে । অন্য কেউ এইসব জানেনা । মায়া তোমাদের বিকর্ম করায়, সত্যযুগে তার কোনও অস্তিত্ব থাকেনা । এখন শুধুমাত্র শ্রীমত অনুসরণ করে তোমরা স্বর্গে যেতে পারো । এই শ্রীমত কোনও মানুষের নয় । বাবার শ্রীমত দ্বারাই স্বর্গের রচনা হয় । অন্যের মত দ্বারা স্বর্গের অধিবাসী হওয়া যায়না বরং আরও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । তোমরা বাচ্চারা জানো, এখন এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । তোমরা যোগবলের দ্বারা গুপ্ত পথে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ । তোমাদের হাতে অস্ত্র ইত্যাদি কিছু নেই । তোমাদের জ্ঞানের তীরধনু আছে । কিন্তু তারা স্থূলভাবে দেখিয়েছে । এই সবই গুপ্ত শক্তি । দেখ, কত শক্তির পূজা হয় ! ১০-২০ ভুজসহ কেউ হয় না । সবার দুই ভুজা । মানুষ সৃষ্টিতে ৮- ১০ হাত সমেত কেউ হতে পারেনা । সূক্ষ্মবতনে বিষ্ণুকে চতুর্ভুজ দেখানো হয়েছে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ অর্থবহ । বীজকে জানলে সমগ্র ঝাড়ের জ্ঞান তোমরা জেনে যাবে । আচ্ছা - তোমরা বাচ্চারা অনবরত জ্ঞানসম্পদ লাভ করছ আবার তোমাদের টোলি দেওয়া হচ্ছে মুখ মিষ্টি করানোর জন্য । শিববাবা নিজে খান না, সব বাচ্চাদের জন্য । এমনকি রাজ্যও তোমাদের বাচ্চাদের জন্যে । লক্ষ্মী-নারায়ণও নিশ্চয়ই তাঁদের বাচ্চাদের দেবেন । তাঁরা প্রত্যেককে ভাগ করে দেননা, কিন্তু বাবা সকলকে ভাগ করে দেন । সেখানে প্রজারাও বলবে যে তারাও স্বর্গের মালিক । প্রজাদেরও সুখ থাকে; সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নেই, কিন্তু নশ্বরের ধারাবাহিকতায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ হয় । সেখানে অফুরন্ত সোনা থাকে । এখানে সব খনি খালি হয়ে গেছে । গায়নও আছে, কার ধনসম্পদ মাটির ধুলোয় মিশে যায় আর কার ধন ঐশ্বর্য সরকারের হস্তগত হয়! আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ- স্নেহ আর নমস্কার । মাতাদের বন্দে মাতরম্ । বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ আর সবাইকে গুড মর্নিং । এখন রাত সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, গুড মর্নিং-এর উদয় আলো দেখা যাচ্ছে । নবযুগের সূচনা হচ্ছে ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের জন্য । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ --

- ১) দেহ-অভিমান ছেড়ে বড়দের সামনে রাখতে হবে । কেউ ডিবেট করলে বড়দের কাছে রেফার করতে হবে । সম্মানহানি হতে দেওয়া যাবে না ।
- ২) চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম । সর্বাগ্রে তোমাদের পরিবারের কল্যাণ করতে হবে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল ফুলসম পবিত্র হতে হবে ।

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনে কম খরচের দ্বারা মহিমান্বিত বিজয়-গৌরব লাভ করে অলৌকিকতা সম্পন্ন ভব

এই অলৌকিক ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ শ্লোগান হলো, "কম খরচের মাধ্যমে মহান বিজয়ের গৌরব লাভ " । খরচ কম হোক কিন্তু প্রাপ্তিতে উজ্জ্বলতার বিকাশ থাকা চাই অর্থাৎ রেজাল্ট সবচেয়ে ভালো হতে হবে । অলৌকিকতাসম্পন্ন তখনই বলা যাবে যখন কথায়, কর্মে শক্তি কম খরচ হবে । অল্প সময়ে বেশী কাজ হবে, কথা কম, অথচ সুস্পষ্ট হতে হবে, সংকল্প কম হোক কিন্তু শক্তিশালী হওয়া চাই - একেই বলা হয় কম খরচে গৌরবান্বিত বিজয়-লাভ । যারা তাদের ধনভাণ্ডার কম খরচ করে তাদের ভাণ্ডার ভরপুর হয়ে যায় ।

শ্লোগান:- বাবা এবং সেবার প্রতি সত্যকার ভালোবাসা থাকলে পরিবারের ভালোবাসা স্বতঃ প্রাপ্ত হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - হুঁশিয়ার হয়ে, সমঝদার হয়ে নিজের চার্ট (পোতামল) দেখো, কোনো কর্মেন্দ্রিয় কৌশলে ভুলপথে চালিত করছেন তো ! সারাদিনের মধ্যে যদি কোনো ভাবে ভুল হয়ে যায় তাহলে নিজেই নিজেকে শাস্তি দাও। "

প্রশ্ন :- কিসের ভিত্তিতে বাবার সাথে সত্যকার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে উচ্চ পদের প্রাপ্তি হতে পারে ?

উত্তর :- বাবার সাথে সত্যকারে ব্যাপার করতে হলে বাবার প্রত্যেকটা নির্দেশ মেনে চলতে হবে । বাবা বলেন, বাচ্চারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হলে তোমাদের ভেতরের খারাপ অভ্যাস গুলোকে বাইরে বের করে দিতে হবে । কুদৃষ্টি, ক্রোধ , ইত্যাদি দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়ে যায় , এইজন্য কর্ম - অকর্ম - বিকর্মের যে গুহ্য গতি বাবা বুঝিয়েছেন, সেটাকে বুদ্ধিতে ধরে রাখো ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা এখানে আস্ত্র অভিমানী হয়ে বসে আছো ? প্রত্যেকটা কথা নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করতে হয় । বাবা যুক্তি বলে দেন যে, নিজেরাই নিজেদের জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কি আস্ত্র অভিমানী হয়ে বসে আছি ? বাবাকে স্মরণ করছো তো ? এটাই তোমাদের সেনা । ওই সেনাদলে কেবলমাত্র তরুণেরা থাকে । তোমাদের এই সৈন্যদের মধ্যে বৃদ্ধ, তরুণ, বাচ্চারা সবাই আছে । ৮০-৯০ বছরের বৃদ্ধরাও আছে । এই সেনাদের ভূমিকা মাঝাকাজী জয় করা । তোমাদের প্রত্যেককে মাঝাকাজী জয় করে বেহদের বর্সা (রাজ্য অধিকার) নিতে হবে । মাঝা অত্যন্ত বলবান আর নাছোড়-বান্দা; অনেক তুফান নিয়ে আসে । তোমার প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় তোমাকে কৌশলে ভুলপথে নিয়ে যায় । সবথেকে বেশী কোন কর্মেন্দ্রিয় তোমার মনে সংশয় জাগায় ? চোখ সবথেকে অধিক সংশয় জাগায় । তোমাদের বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে - যদিও বা তোমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে একত্রে বাস করো তবুও বুদ্ধির দ্বারা বুঝে নেবে যে আমরা হলাম বি. কে । তা নাহলে তোমাদের চোখ তোমাদের প্রতারণা করবে অর্থাৎ ঠকাবে । এটাও চার্টে লিখে রাখতে হবে যে - সারাদিন ধরে আমাদের কোন কর্মেন্দ্রিয় ঠকিয়েছে ! চোখ এক নম্বরের ধোঁকাবাজ । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোখই অধিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । সুরদাসের উদাহরণ আছে, তার চোখ তাকে প্রতারণা করলে সে নিজেই নিজেকে দৃষ্টিশক্তিহীন করে দিয়েছিলো । যদিও বাচ্চারা সার্ভিস ভালোই করে - কিন্তু মাঝাও তো কম নয় । চোখ খুব ভুল বোঝায় আর একদম পদব্রষ্ট করে দেয় । যারা বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী তারা সারাদিনের সব নোট রাখবে, তারা কোনও ভুল করেছে কিনা ! ভক্তি মার্গে নিজেদেরকে চপেটাঘাত করে যাতে স্মরণে থাকে যে আর এই রকম কাজ কখনো করব না । এইভাবে তোমরাও নিজেদের পরীক্ষা করতে থাকো । তোমাদের চোখ যদি কখনো ভুল পথে চালিত করে তবে নিজেকে শাস্তি দাও । সেখান থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া উচিত । দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ঠিক নয়। সন্ন্যাসীরা অনেকেই চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন । মহিলাদের দেখেননা । ওখানে পুরুষেরা সামনে আর মহিলাদের পিছনের দিকে বসানো হয় । এখানে বাচ্চারা তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে । বিশ্বের রাজত্ব পাওয়া মাসীর বাড়ী যাওয়ার মতো সহজ নয় । বাচ্চারা তোমরা এখন সঙ্গমযুগে আছো । বাবা বলছেন যে সঙ্গমের সাথে সাথে পুরুষোত্তম কথাটা নিশ্চয়ই লিখবে, যাতে অন্য কাউকে বোঝানো সহজ হয় । এটা শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যেখানে তোমরা মানুষ থেকে

দেবতায় পরিণত হচ্ছে । গান আছে না —মানুষ থেকে দেবতা হয়েছে... কোন মানুষেরা ? কলিযুগী । দেবতার তো থাকেন সত্যযুগে । সুতরাং, কলিযুগী মানুষদের দেবতা, নরকবাসীদের স্বর্গবাসী বানাবার জন্যই বাবা আসেন । এটা তো এখন তোমরা জানো । মানুষ অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে । অনেকেই আছে যারা স্বর্গ দেখতেই পারবে না । বাবা বলেন, তোমাদের এই ধর্ম সুখ প্রদানকারী । যদিও তারা হেভেনলি গড ফাদারকে স্মরণ করে, তবু তারা জানেনা উনি স্বর্গের স্থাপনা করেছেন । অন্য আরো ধর্মীয় লোকেরাও হেভেনলি গড ফাদারের কথা বলে, কিন্তু ওদের জানা নেই স্বর্গে তাদের পার্ট নেই । খ্রিস্টানরা নিজেরা বলে যে প্যারাডাইজ ছিলো । এই দেবী দেবতাদের গড গডেস বলা হয় । কিন্তু এটা বুঝতে পারেনা যে, নিশ্চয়ই গড ওদেরকে গড গডেস বানিয়েছেন । বাবা এখন তোমাদের তাঁদের মতো তৈরি করছেন । তাই তোমাদের এখন পরিশ্রম করা উচিত । প্রত্যেকদিন নিজেকে জিঞ্জিৎস করো, কোন কর্মেন্দ্রিয় আমায় ভুলপথে চালিত করছে ? জিহ্বাও কম নয় । ভালো জিনিস দেখলেই মনে হয় এটা খাই . . . প্রথমদিকে তোমরা যা ভুল করতে আদালতে তোমাদের বাচ্চাদের জবাব দিতে হতো । শিববার যজ্ঞ থেকে কিছু চুরি করা খুবই খারাপ । যেমনই হোক, মায়া সহজেই অনেকের নাক ধরে ফেলে । তাই বাবা বলছেন, বাচ্চারা তোমাদের যা খারাপ অভ্যাস আছে সেইগুলো ছেড়ে দেওয়া উচিত । তা নাহলে তোমাদের উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে না । যদিও তোমরা স্বর্গে যাবে কিন্তু সেখানে রাজা আর প্রজার মধ্যে অনেক ফারাক....প্রজার মধ্যেও গরীব আর ধনবান থাকে । কর্মেন্দ্রিয় সম্বন্ধে তোমরা খুব সচেতন থাকবে । চার্ট রাখো । এটাও একরকমের ব্যবসা; খুব কম সংখ্যক এই ব্যবসা করে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে, বাচ্চারা যদি আমার সাথে ব্যবসা করতে চাও, উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে চাও তাহলে আমার ডিরেকশন অনুসারে চলো । মায়া তোমাদের নিশ্চয়ই ভুলিয়ে দেবে, যদি তোমরা বাবার মতে না চলো তাহলে অন্তিমে তোমাদের সব সাম্রাজ্য হারাবে । সেই সময়ে তোমাদের অনেক অনুশোচনা করতে হবে । এখন তোমরা সবাই বলো যে, আমরা নর থেকে নারায়ণ হবো । কিন্তু নিজেকে সর্বদা প্রশ্ন করতে হবে, বাবার নির্দেশ মেনে চললে তাহলে অনেক উন্নতি করবে । সমস্তদিনের চার্ট যাচাই করো । তোমার চোখ কি তোমায় কৌশল করে ভুলপথে নিয়ে যায় ? লক্ষ্য অনেক উঁচু এইজন্য ৮ রত্নই পাশ উইথ অনার হয়। যদিও ৯ রত্ন থাকে , কিন্তু নব্বই ওয়ান হলেন বাবা, বাকিরা আট রত্ন , যখন মানুষের গ্রহদোষ হয় তখন ৮ রত্নের আংটি ধারণ করে । তাই পাশ উইথ অনার ৮ রত্নের। বাদবাকিদের কিছু না কিছু দাগ লেগে যায় , আর এর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে । এই রাজ্য রাবণের । সত্যযুগে. এই সব হয় না কেননা ওখানে রাবণের অস্তিত্ব থাকেনা । উঁচু পদ দেওয়ার জন্য বাবা তোমাদের পড়ান । এই ব্যাপারে বিচার করে দেখো ! মানুষ গুরু বানায় , উনি সদগুরু । তারা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে প্রত্যেককে বাবার থেকে সরিয়ে দিয়েছে । তোমরা তাদের বলতে পারো, বাবা বলেন, অনবরত কেবল একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । আমি পতিত পাবনা । তারপর তোমরা বলো, তিনি নুড়ি পাথরের ভিতরেও বিরাজ করেন । বাবা বলেন তোমরা সব আসুরিক মত অনুসরণ করে আমার গ্লানি করছ, আমার বদনাম করছ । আমাকে এখন সবার উপকার করতে হবে । বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কুদৃষ্টি, ক্রোধ ইত্যাদি থাকা উচিত নয় । এর ফলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করছ । কারও দৃষ্টি খারাপ হলে তার থেকে খারাপ ভাইরেশন তোমাদের মধ্যে আসতে থাকে । এটা অন্যদেরও টেনে আনে । বাবা মুহূর্মুহ বাচ্চাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। বাচ্চারা নিজেদের দেখো আর চেক করো কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে নিজেরা কোনও বিকর্ম করনি তো ! এই সময় এখন বিকর্মের, আগের সময় ছিলো তাদের যারা বিকর্মকে জয় করেছিলো । তারপর

তোমরা যখন আবারও বিকর্ম করতে শুরু করো তখন থেকে বিকর্ম কাল শুরু হয় । এখন বাবা তোমাদের বাচ্চাদের কর্ম-অকর্মের গতি বুঝিয়ে দিচ্ছেন । কর্ম তো করতেই হবে । সত্যযুগে তোমাদের কর্ম, অকর্ম (neutral) হয়ে যায় । এই সব কথা এখন তোমরা সব জানো । অন্যরা সব ঘোর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে । তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো । একমাত্র বাবাই তোমাদের ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী বানাতে পারেন। এই ড্রামার রহস্য কেউ একদমই জানে না । তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সব কিছু জানো । অর্ধ কল্পের পরে আবার অন্যান্য ধর্ম আসে এবং পরে বুদ্ধি পেতে থাকে । তাঁদের গুরু বলা হয় না । গুরু তো একজন ছাড়া আর কেউ হয় না অর্থাৎ সদগতি একজনই করান । এখন সবার সদগতি হতে হবে । ওনাদের ধর্ম স্থাপনকারী বলা হয় , গুরু নয়। সুতরাং, তাঁদেরকে স্মরণ করলে সদগতি প্রাপ্ত হবে না । আর বিকর্ম বিনাশ হবে না, একে ভক্তি বলা হয়ে থাকে । একমাত্র তোমরা কেবল জ্ঞানের লাইনে আছো । এই হলো পান্ডব সেনা । তোমরা সবাই পান্ডা; যারা প্রত্যেককে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাও । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে তোমরা সকলে গাইড । বাবা হলেন লিবারেটর আর গাইড । তিনি প্রত্যেককে মুক্তি প্রদান করেন । বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । তারপরও যদি তোমরা কোনও বিকর্ম করো তাহলে শতগুণ অধিক শাস্তি পেতে হবে, এই জন্য যত দূর সম্ভব কোনো বিকর্ম কোরো না, বিকর্ম তোমাদের নাম বদনাম করে দেয় । বিকর্ম করতে থাকলে সেটা বুদ্ধি পেতেই থাকবে এই জন্য তোমাদের এখন খুব সাবধানে থাকতে হবে । ভাই বোনদের দৃষ্টি অতি স্বচ্ছ হওয়া দরকার । আমরা ব্রহ্মার সন্তান, শিবের পৌত্র । শিববাবার কাছে আমরা প্রতিগ্ভাবদ্ধ, তাসত্ত্বেও প্রতিগ্ভা রক্ষার বদলে মায়া তোমাদের কৌশলে ভুলপথে নিয়ে যায় । বলা খুবই সহজ যে আমরা লক্ষ্মী নারায়ণ হবো । কিন্তু তোমাদেরকে ডাইরেকশন অনুযায়ী অভ্যাস করতে হবে । স্বামী-স্ত্রীর সারাদিন পরস্পরের সাথে জ্ঞানের কথা আলোচনা করা উচিত । দুজনেই বলে আমরা বাবার কাছ থেকে পুরো বর্সা নেব । টিচারের কাছে পড়াশোনা করব । তোমরা এমন টিচার আর কখনও খুঁজে পাবে ? এটা তো কেবল তোমরাই জানো, দেবতারাও বাবাকে জানে না তাহলে অন্য ধর্মের মানুষ কেমন করে জানবে । এখন বাবা তোমাদের সারা সৃষ্টির আদি - মধ্য- অন্তের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । এই জ্ঞান আস্তে আস্তে প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে । আমিই যদি লুপ্ত হয়ে যাই তবে এই জ্ঞান কোথা থেকে পাবে । বাবা বাচ্চাদের যুক্তি (বুদ্ধি) দেন যে সর্বদা স্মরণে রাখবে যে আমাদের শিববাবা জ্ঞান শোনান । এটা জানবে যে আমিও শিববাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিয়েছি এবং সেটা স্টুডেন্ট লাইফেই । তোমরাও মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়াশোনা করছো । দেবতারা সত্যযুগে বিদ্যমান । আর কলিযুগে মানুষেরা । তার মধ্যে অনেক ধর্মও আছে । এইসব বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । এখানে তো অনেকজন আসে কিন্তু ভাগ্যে নেই বলে সংশয়ের মধ্যে থাকে আর বলে শিববাবা এনার মধ্যে এসে আমাদের পড়ান; আমি এইসব বুঝতে পারিনা । আরে, শিববাবা যদি না আসেন তো তাহলে শিববাবাকে স্মরণ কেমন করে করবে, যাতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হতে পারে ! ওঁনার স্মরণ ছাড়া বিকর্ম বিনাশ হতেই পারবে না । নাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে । এছাড়া যে পদ প্রাপ্ত করবে তা পাই পয়সা মূল্যের হবে । এখানে রাজধানী তৈরি হচ্ছে । রাজাদের কাছে দাস দাসী তো থাকে, তাই না । বাবাকে জিজ্ঞেস করো যদি আমরা এখন আমাদের শরীর ছেড়ে দিই তবে আমরা কি পদপ্রাপ্ত হবো ? তখন বাবা সব বলে দেবেন । নম্বর অনুযায়ী সব হবে । এই পড়াশোনা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এর দ্বারা অনেক উপার্জন হবে । মানুষের অর্থ উপার্জনের জন্য তাদের নিজেদের কত

সমস্যা হয় । দিন রাত তাদের বুদ্ধি এই চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে । তাদের জীবিকানির্বাহকারী কাজের দরদস্তুর চলতে থাকে । তোমাদের কাছেও বড় বড় ব্যবসায়ী আসে । বলে যে কি করব একদম ফুরসত নেই । তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পেতে পারো, কেবলমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে । তোমরা নিজের ইষ্টদেবও তো স্মরণ করো, তাই না । কোনো দেবতার স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না । এইজন্য বাবা বারে বারে বোঝান যে যাতে কেউ না বলতে পারে যে তাদের কেউ কিছু বোঝায়নি । বাচ্চারা তোমাদের প্রত্যেককে বার্তা দিতে হবে । এরোপ্লেন থেকে লিফলেট ফেলতে পারলে খুব ভালো হয় । কেউ এমন যেন বলতে না পারে যে, আমরা জানতেই পারিনি যে বাবা এসেছেন , এই জন্য এই সব করতে হয় । ব্রহ্মা হলেন শিববাবার প্রথম বাচ্চা । প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ইনিও তো বাবাই হলেন , তাই না । ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন । বাবা বলেন, আমি এনার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি । সব বিনাশ হবার পরে বিশ্বে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা স্থাপিত হবে । কল্প কল্প ধরে এমন স্বর্গের স্থাপনা করি । সর্বদাই "বাবা" "বাবা " বলতে থাকো; যেন "বাবা" বলতেই চোখে প্রেম অশ্রু চলে আসে । বলবে, বাবা ! আমি কবে আপনার দেখা পাব ! কিন্তু যারা সামনে বসে আছে তারা তাঁকে মানে না আর যারা দেখতে পাচ্ছে না তারা ছটফট করছে । এটা ওয়ান্ডার ! তারা লেখে, আমাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করুন । কেউ কেউ বাবার হয়ে আবার মায়ার হয়ে যায় । অন্তিমে তাদের স্মরণে আসবে । কারও মৃত্যু সময় আসন্ন হলে তাকে রামনাম করতে বলা হয়, অন্তিমে এই নামকীর্তনই সমূলে টেনে তুলবে । সবাই ভাবছে যে বাবার স্মরণ দ্বারাই আমার বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবা বলছেন যে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা নিজেদের কল্যাণ করো । বাবার শ্রীমত্ অনুসরণ করো । সবাইকে বার্তা দিতে থাকো । কেউ কেউ এরোপ্লেন থেকে পড়া লিফলেট প্রাপ্ত করে জাগরিত হয়েছিলো (হিস্ট্রি শোনাতে হবে) । সারা বিশ্বে বিশেষতঃ ভারতে সুখ শান্তির স্থাপনা করতেই হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

***ধারণা করার জন্য মুখ্য সার* :-**

১) ভাই বোনের অথবা ভাই ভাইয়ের দৃষ্টি সুদৃঢ় করতে হবে, খুব সাবধানে থাকতে হবে । এমন কোনো কর্ম যেন না করা হয় যাতে বাবার নাম বদনাম হয় ।

২) বাবার সম্বন্ধে কোনো সংশয় যেন না থাকে । প্রেমপূর্ণ ভাবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দিন রাত পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে উপার্জন জমা করতে হবে ।

***বরদান :-** সঙ্গমযুগের প্রত্যেকটি মুহূর্ত উৎসব রূপে পালন করে সর্বদা উৎসাহ ও উদ্দীপনা সম্পন্ন ভবঃ*

যে কোনো উৎসব, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয় । ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জীবন হলো আনন্দ উৎসাহে পরিপূর্ণ জীবন । যেমন এই শরীরে শ্বাস থাকলে জীবন থাকে তেমনই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো উৎসাহ ও উদ্দীপনা, এই জন্যই সঙ্গমযুগের প্রত্যেকটা মুহূর্ত উৎসবের

মুহূর্ত। কিন্তু শ্বাসের গতি সর্বদা একরস, নর্মাল হওয়া উচিত । যদি শ্বাসের গতি খুব তাড়াতাড়ি হয় অথবা আস্তে হয়ে যায় তাহলে যথার্থ জীবন বলা যাবে না । তাহলে চেক করো যে ব্রাহ্মণ জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার গতি নর্মাল অর্থাৎ একরস আছে তো !

স্লোগান :- সর্ব শক্তির খাজানাতে (treasure) সম্পন্ন থাকা -- এই হলো ব্রাহ্মণ স্বরূপের বিশেষত্ব ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়া হল অনেক উঁচু, এতে মায়া রাবণই বিঘ্ন দেয়, তার থেকে নিজেকে সামলে চলো।"

প্রশ্ন:- তোমাদের সেবার বৃদ্ধি কবে হবে?

উত্তর:- যখন তোমরা, সেবাধারী বাচ্চারা পাক্কা নষ্টমোহা, যোগযুক্ত হয়ে যাবে তখন তোমাদের সেবার বৃদ্ধি হবে। তোমরা সকলের উদ্ধারের নিমিত্ত হয়ে যাবে। ২-- যখন পুরোপুরি নিশ্চয় বৃদ্ধি হবে, বাবার প্রতিটি নির্দেশকে কার্যতে রূপ দেবে তখন সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত হবে।

গীত:- আমি একটি ছোট বাচ্চা ...

ওম্ শান্তি। বাবা এসে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেই বোঝান। কেউ ছোট, কেউ মাঝারি আবার কেউ বড়। বড় তাকেই বলা হয় যে জ্ঞানকে ভালোভাবে বুঝে অন্যকে বোঝাতে পারে। যে বোঝাতে পারেনা তাকে ছোট বাচ্চা বলা হবে। ছোট বাচ্চা হলে পদও ছোট হবে, এটা তো বোঝার ব্যাপার। মানুষ স্নানের যায়, কুস্ত্র মেলার আয়োজন করে। এখন কুস্ত্র মানে হল সঙ্গম। সঙ্গমের বড়োর থেকে বড় মেলা তো একটাই, যাকে জ্ঞান সাগর এবং জ্ঞান নদীর মিলন বলা হয়। নদী তো অনেক আছে। সেগুলি সবই সাগরের এসে মেশে। কিন্তু সেই সব নদীকে ঘিরে এত মেলা হয়না। ব্রহ্মপুত্র নদী তো বড়, যেটা কলকাতার দিকে সাগরে গিয়ে মিলেছে। এইরকম সরস্বতী, গঙ্গা ইত্যাদি অনেক নদী আছে যারা সাগরে যায়। নদীসমূহ থেকে আবার পুকুর ইত্যাদি তৈরি হয়। *বাচ্চারা জানে যে জ্ঞান সাগর এক শিব বাবাই। এই ব্রহ্মাও হল জ্ঞান নদী। এর এবং জ্ঞান সাগরের মিলন। বাস্তবে একেই সত্যিকারের কুস্ত্র বলা হয়। সবথেকে বড় মেলা হলো এইটা, জ্ঞান সাগরের কাছে আসা*। এইখানে ব্রহ্মপুত্রা হল সবথেকে বড় নদী যে প্রথমে বেরিয়েছে। এরই হল সঙ্গম। যখন পরে গিয়ে মিলেছে তাহলে অবশ্যই আগে এর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাই জ্ঞান সাগরের থেকে প্রথমে বেরিয়েছে এই ব্রহ্মা। তারপর সত্যযুগেও প্রথম নম্বরে এই যায়। সরস্বতী আর ব্রহ্মার মেলা নয়। ব্রহ্মপুত্র এবং সাগরের মেলা। মানুষ কুস্ত্র মেলাতে যায়, সেখানে গিয়ে স্নান করে। নদী তো অনেক আছে। এখানে কত জ্ঞান গঙ্গা এসে মিলিত হয়। বাবা খুব ভালো ভাবে বুঝিয়েছেন। এরা যারা নদীতে প্রতিদিন স্নান করতে থাকে তাদের এর থেকে কে বাঁচাবে? বাবা বলছেন, এইগুলো কোনো জ্ঞান গঙ্গা নয়। এতে তো কুমির, মাছ ইত্যাদি সবাই স্নান করে। যে প্রতিদিন স্নান করতে যায় তাকে বোঝাতে হবে যে আপনি এইসব করতে করতে কাণ্ডাল হয়ে গেছেন। তীর্থ ইত্যাদিতে মানুষ অনেক খরচ করে। এখানে তো খরচের ব্যাপারই নেই। যখন আমি আসি, তখন আমি এসেই সবার সদগতি করি। জ্ঞান দিই। কোন জ্ঞান? *মন্মথভব*। আমাকে স্মরণ করলে স্মরণের সেই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। যোগের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হতে পারবে, না কি জলে স্নান করলে? বাস্তবে এটা হল জ্ঞান স্নান। ওইগুলো হল জলের নদী, এরা জ্ঞান নদী। এতে শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে। একে স্নানও বলা যাবেনা। এখানে তো বাবা মত দেন। জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়। তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদগতিতে গিয়ে তারপর দুর্গতিতে আসো। সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমোতে অবশ্যই আসতে হবে। এই সকল কথা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো এবং এখানে বাচ্চারাই আসে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। এছাড়া নতুন কেউ আসতে পারবেনা। বাবা

বলছেন - আমি বাচ্চাদের সম্মুখেই আসি। ইনি(ব্রহ্মা) হলেন গুপ্ত মা। তোমরা বাচ্চারা যদি কাউকে দিয়ে প্রদর্শনী, মেলার উদঘাটন করাও তাহলে তাকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে তারপর করানো উচিত। এইরকম যেন না হয় যে কিছু উল্টো-পাল্টা বলে দিল। এইসব তো বাধ্য হয়ে করতে হয় তাকে উৎসাহিত করার জন্য। কিছু বুঝলে বলতে পারবে - এই সংস্থা তো খুব ভালো। মানুষ থেকে দেবতা বানায়। কিন্তু এতটা কেউ বোঝায় না, আর কারোর বুদ্ধিতেও বসেনা। যাকে যাকে দিয়ে উদঘাটন করিয়েছে, তারা কোনো কথাই বোঝেনি। কারোরই নিশ্চয় হয়নি। এতো যারা এসেছে ওদের মধ্যেও কারোর অর্ধেক নিশ্চয় হয়েছে, যে এসে কিছু না কিছু বোঝার চেষ্টা করে। হাজার হাজার জন বোঝার জন্য আসে, তাদের মধ্যে ৫-৭ জন বেরিয়ে আসে। তাই বলা হয় কোটির মধ্যে কেউ। যখন কোনো প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি কর তখন ৫-৬ জন উঠে আসে। নয়তো খুব কম জনই কখনো কোথাও আসে। পুরানোরাই ঘন ঘন আসে। তার মধ্যেও আবার কারোর অর্ধেক নিশ্চয়, কারোর সিকি ভাগ আর কারোর ১০ শতাংশ। বাস্তবে পুরো নিশ্চয় ছাড়া তো স্কুলে কেউ বসতে পারেনা। নিশ্চয় হলে বুঝবে যে ব্যারিস্টার হতে হলে অবশ্যই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে হবে। এখানে তো যাদের বুদ্ধিতে সংশয় আছে তারাও বসে যায়। বোঝে যে ধীরে ধীরে এটা নিশ্চয় হবে যে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। এখানে নিশ্চয় হওয়ার জন্য বসে। তারপর চলতে চলতে ভেঙে পড়ে। ৪-৫ বছর ধরে চলতে চলতে যদি সংশয় এসে যায় তাহলে চলে যায়। এই পড়া হল অনেক উঁচু এবং এতে মায়া রাবণের বিদ্ব পড়ে। মায়া বুঝতেই দেয়না। মায়া বাচ্চাদের পড়াতেও বিদ্ব সৃষ্টি করে। এই স্কুল খুবই আশ্চর্যজনক। দিলওয়ারা মন্দিরেও কত সুন্দর স্মৃতি চিহ্ন বানানো রয়েছে। ওটা হল জড় মন্দির -- যাঁরা স্বর্গ স্থাপন করে গিয়েছেন তাদেরই জড় স্মৃতি চিহ্ন তৈরি হয়। যেমন শিবাজী ইত্যাদিরা সবাই চৈতন্য অবস্থাতে ছিলেন, এখন তাদের স্মৃতি চিহ্ন আছে। এখন জগৎ আত্মা এবং জগৎ পিতা চৈতন্য অবস্থায় এসেছেন। ৫০০০ বছর পরে আবার সেই একই অভিনয় করবেন যার চিত্র তৈরি হবে। আগে তো অবশ্যই চিত্র ছিল না। এই সকল চিত্র ইত্যাদি বিনাশ হয়ে যাওয়ার পর আবার চিত্র ইত্যাদি বানানো শুরু হবে। শুরু শুরুতে তো শিব বাবারই স্মৃতি চিহ্ন হবে, তারপরে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের, তারপরে তোমরা যারা সেবা করছো তাদেরও স্মৃতি চিহ্ন হবে। সবাই পতিত -পাবনকে স্মরণ করে - কিন্তু বোঝেই না যে আমরা পতিত। বাস্তবে এটাই হল সত্যিকারের জ্ঞান যার দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান তো গুরুর কাছ হতে প্রাপ্ত হয়। জলের নদীগুলি মোটেই কোনো গুরু নয়। এইসব হল অন্ধশ্রদ্ধা। কর্তব্যকে (অক্যুপেশন) না বুঝলে কিছুই প্রাপ্তি হবেনা। এইরকম নয় যে তাঁকে দর্শন করব। দর্শনের কোনো ব্যাপারই নেই। বাবা তো নতুনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, কারণ বড় ব্যক্তির কাছ থেকে বেশী আওয়াজ ছড়ানোর কথা। কিন্তু দেখা গেছে যে বড় ব্যক্তির বেশী আওয়াজ ছড়াতে পারেনা। গরিবরা পারে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ জ্ঞান ধনেও বড়লোক হয়ে যায় তাহলে আওয়াজ করতে পারবে। এইসব জলের নদীতে স্নান তো করেই এসেছে। এই গঙ্গা স্নানের দ্বারা সদগতি প্রাপ্ত হয়না। পতিত-পাবন সদগতি দাতা তো এক বাবাই, উনি এসে সকলের সদগতি করেন। বাবা বলেন সদগতি তো এক সেকেন্ডেই প্রাপ্ত হতে পারে। শ্রীমৎ বলে যে আমাকে স্মরণ করলে অস্তিম সময়ে যথা মতি তথা গতি হয়ে যাবে। একেই যোগ অগ্নি বলা হয়, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। তাই বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে সর্বদা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে যাবে -- আর আমি তো স্বর্গেরই স্থাপন করি। এই চক্রকে স্মরণ করলে তুমি চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। এখন আমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। কল্পে-কল্পে বাবা একবারই এসে সদগতি করেন। তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা। তোমরা কারোর সদগতি করতে পারবে না। তাই শিব বাবার থেকেই এই সকল

সত্যিকারের জ্ঞান গঙ্গারা বেরিয়েছে। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা। কিন্তু তারা মনে করে জলের গঙ্গা। তোমরা যদি যোগযুক্ত হও তবে সেবাও করতে পারবে। যে নষ্টমোহ এবং ভালো যোগী হবে সে সম্পূর্ণ সেবা করতে পারবে। অস্ত্রিমে তোমাদের অনেক সেবা হবে। সাধু ইত্যাদিকেও তোমাদের উদ্ধার করতে হবে। ওদের বোঝাতে হবে সদগতি দাতা একজনই। তিনিই বলছেন যদি তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমার কাছে চলে আসবে। মুক্তি তো এক সেকেন্ডেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। মুক্তির পরে জীবন মুক্তি তো আছেই। এটা খুবই বোঝার ব্যাপার। এই রকম নয় যে সবার একই রকম ধারণা হওয়া সম্ভব। ক্রমানুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে ধারণা হয়। পয়েন্ট গুলো খুব ভালো। *পয়েন্ট গুলোও যদি ধারণা হয় তাহলেও নেশা চড়বে*।

বাবা একদম সহজের থেকেও সহজ পদ্ধতি বলছেন। এরপরেও কেউ কেউ লেখে বাবা কৃপা করো, বাবা শক্তি দাও। তখন বাবা বুঝে যান যে এর ভক্ত বুদ্ধি। ভক্ত তো অনেক আছে। সবাই গীত গায় - পতিত পাবন এসো। সবাই স্মরণ করে, বলতে থাকে ওহ গড ফাদার, কিন্তু বুঝতেই না পারলে ক্ষমা, কৃপা কিভাবে হবে। বাস্তবে ত্রিমূর্তি হল এটাই। উপরে শিব বাবা, আর ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা তো এখানেই আছে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বলে যে আমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। তাহলে তারা ভাই-বোন হয়ে গেল। তোমরাও প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ছিলে, কিন্তু এখন নও। জানো না। গীত তো আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন তাহলে সর্ব প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ ধর্ম হবে। যখন সৃষ্টি রচনা করা হয় তখন ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা থাকে। তারপর সেই ধর্মের স্থাপনা হয় আর অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। এই সময়ে তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী, এরপর দেবকুমার-কুমারী হবে। তারপর কখনো বিষ্ণু কুমার, কখনো বা অন্য কোনো জন্ম নিয়ে অন্য কিছু হবে। এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় কুমার, তারপর হবে দৈবী কুমার ... পরে পরে দেখো নামই কেমন কেমন রাখে - বসরমল, বৈগনমল ইত্যাদি। সত্যযুগে এইরকম নাম হবেনা। বাবা এখন তোমাদের কত সুন্দর নাম পাঠান। বাচ্চারা তোমাদেরকে এখন বাবার নির্দেশ অনুসারে কার্য করতে হবে। তোমাদের হল অসীমের কারবার। বড় লেনদেন করলে বড় পদ পাবে - ২১ জন্মের জন্য। অনেক চেষ্টা করে গরীব অবলারাই ভালো উত্তরাধিকার পায়। ধনীরা পায়না। ধনীদের মধ্যে স্ত্রীরা কিছু পায়। পুরুষদের তো অর্থের প্রতি মমত্ব থাকে। আমার করতে থাকে। লৌকিক বাবার ওয়ারিশ তো সন্তানই হয়। এখানে তো বাবা বলেন - স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উত্তরাধিকার পেতে পারে। দেখা যায় যে মাতারা বেশি উত্তরাধিকার পায়, এইজন্য শক্তিদেব গায়ন আছে। কন্যা মাতারা ভালো পদ পায় তাই বাবাকে কাণহাও বলা হয়ে থাকে। এই দিলবড়া মন্দির হল তোমাদের হুবুহু ইয়াদগার। বোঝানো হলে অনেক নেশা চড়া উচিত। তীর্থস্থানে আরও বেশি সেবা হওয়া সম্ভব। এখন তো অনেক পয়েন্ট মিলে গেছে। সদগতি তো জ্ঞান সাগরের দ্বারাই হবে, নাকি জলের দ্বারা? গীতার ভগবানই হলেন সদগতি দাতা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) জ্ঞান ধনে ধনবান হয়ে বাবার নাম উচ্ছল করার সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে। কোনো কথাতেই সংশয় আনা যাবেনা।

২) বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য "আমার-আমার" -- এতে যে মমত্ব আছে সেটা ত্যাগ করতে হবে। লৌকিক উত্তরাধিকারের নেশা রাখা যাবেনা।

বরদান:- ব্রাহ্মণ জীবনের মহাশত্রু কাম বিকারের সাথে সাথে তার সমস্ত সাথীদেরকেও বিদায় দিয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হও।

ব্রাহ্মণ জীবনে যেমন মহাশত্রু কাম বিকারের ওপর বিজয়ী হওয়ার জন্য বিশেষ নজর রাখা, সেই রকম তার সমস্ত সাথীদেরকেও বিদায় দাও। কোনো কোনো বাচ্চা ক্রোধ মহাভূত কে তো তাড়িয়ে দেয় কিন্তু ক্রোধের বাল-বাচ্চাদের সাথে অল্প প্রীতি রেখে দেয়। যেইরকম ছোট বাচ্চা ভালো লাগে সেইরকম এই ক্রোধের ছোট বাচ্চাকেও কখনো কখনো ভালো লাগে। কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্র তখনই বলা হবে যখন কোনোরূপ বিকারের অংশই থাকবেনা। এইরকম পাক্কা ব্রত নাও, তবেই বলা হবে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ।

স্লোগান:- যদি সঙ্গমযুগের খুশীর অনুভব করতে চাও তাহলে মায়ার অধীনতা থেকে স্বতন্ত্র থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যদিও বাবাকে জানী-জাননহার (সবকিছু জানেন যিনি) বলা হয় , তবুও প্রত্যেককে নিজেদের সমাচার (খবর) বাবাকে অবশ্যই দেওয়া দরকার, সমাচার দেবে তাহলে সাবধানী (সমাধান) পাবে "

প্রশ্ন -: বেহদের সৃষ্টিকে স্বর্গ বানাতে হবে, এইজন্য অনুভবী , বোঝদার (Sensible) বাচ্চাদের কিরকমের কাজ করতে হয় ?

উত্তর -: প্রত্যেকেরই উচিত যথার্থ সমাচার বাবাকে দেওয়া । বাবাকে ঠিক (সত্যি কথা) সমাচার দেবে তো বাবা বলে দেবেন যে তোমাদের মধ্যে যে ভূত আছে, তার জন্য ডিস-সার্ভিস হয়। নিজেদের চলন ঠিক করো । দেহ অভিমানের ইচ্ছা ত্যাগ করো । বেহদের সৃষ্টিকে স্বর্গ তৈরী করতে হবে, সেকারণে বাবার সবার প্রতি দৃষ্টি থাকে যে সবাই যেন জ্ঞান পায় , বিশেষ করে গরিবদের ওপরে বাবার দৃষ্টি থাকে ।

গীত --: আমার আশ্রয় দাতা

ওম শান্তি । ভালো পুরুষার্থী নিশ্চয় সম্পন্ন বাচ্চারা বুঝে যায় যে তিনিই সেই পরমপিতা পরমাত্মা -- যাঁর প্রশংসা (বন্দেগী) সকলে করে, তাঁরই মহিমা রয়েছে । যারা এক সময় এখানে ছিলেন তাদেরই মহিমা কীর্তিত হয়, তাঁদের কর্তব্যেরই মহিমা হয়। কারোর মহিমার কথা তারা জানে, কারোর বিষয়ে জানে না । তোমরা বাচ্চারা তো সবারই মহিমা (বিশেষত্বকে) জানো । বাবাকেই জানী-জাননহার বলা হয় , কিন্তু জানী-জাননহারের অর্থ বাচ্চারা পুরো বোঝে না । অনেক বাচ্চারা ভাবে যে , আমাদের মনের কথা তো বাবা অবশ্যই জানবে ! তাহলে আবার আমরা কি লিখব, কিন্তু এটা তো ঠিক নয়*। বাবা তো হলেন এক । এতো সব ডের বাচ্চাদের সঙ্কল্পকে কিভাবে পড়বেন! বাবা তো এখানে শিক্ষক রূপে পড়াতে আসেন । তাই বুঝতে পারেন যে কে কিভাবে পড়াশোনা করছে ? নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে, অথবা নেই ? এরকম নয় যে পরমধামে বসে এইসব চিন্তা করি । বাচ্চাদের এখানেই ভুল হয় । তারা লেখে বাবা আমরা কি সমাচার দেব , আপনি তো সবই জানেন । কিন্তু না । নিজেদের চলনের, পড়াশোনার সমাচার দিতে হবে শিক্ষককে (through brahma) পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে জিঞ্জেস করতে হবে । এরকম নয় যে বাবা তো সবকিছুই জানেন । আমরা তো বাবার কাছে কিছু লুকোতে পারব না । না । এটাকে অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয় । বাবাকে ব্রহ্মা দ্বারা সমাচার দিতে হবে । অনেক প্রকারের বাচ্চা রয়েছে ,তাইনা! প্রত্যেককে নিজেদের সমাচার দিতে হবে, এইজন্য প্রতিটি সেন্টারে বলা হয় যে বারোমাস আসে এমন বাচ্চাদের, প্রত্যেকের অক্যুপেশন লিখে পাঠিও । যদি বাবা জানতেন তাহলে কি জিঞ্জাসা করতেন ! যা কিছু ওনার জানবার থাকে , সেই সবকিছু বাবারও জানার থাকে । এঁনার (ব্রহ্মা বাবার) দ্বারাই তো সবকিছু হবে , তাইনা! ট্রাঙ্কলও কারোর মাধ্যমেই (ফ্র) হয় , তাইনা! অপারেটরের চাইলে শুনতে পারে, কিন্তু মানা আছে । তবে চাইলে শুনতে পারে । অপারেটরের কাছে আওয়াজ ভালো আসে । এখানেও প্রত্যেককে সমাচার শোনাতে হবে । মাঝের জন কিছু বুঝতে পারে না, তাই বি. কে. --দের নিযুক্ত করা হয়েছে --সমাচার পৌঁছানোর জন্য ।

যারা জ্ঞানে পরিপক্ব অনন্য বাচ্চা, তাদের কাজ হল পুরো সমাচার দেওয়া । প্রত্যেককে কারখানার সমাচার দিতে হবে । অনুভবী বাচ্চা যারা ,তারা লেখেও -- বাবা আবার আমাদের শিক্ষা দেবেন । নইলে তো চাল-চলন শুধরাবে না । পুরো জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না । দেহ অভিমান যে অনেক । ইচ্ছা অনেক আছে , দেহ অহংকারের । অনুভবী বাচ্চারা ঝট করে সমাচার দেয় যে এই এই কারণের জন্য ডিস-সার্ভিস হয়েছে । বাবা সাবধান করবেন, এই ভুত রয়েছে, বের করো , নয়তো পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে ।

বাবা হলেন বেহদের সৃষ্টিকে স্বর্গ রচনাকারী, সবার জন্য এই দৃষ্টি থাকে যে এদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করো । গরীবদের ওপরে বিশেষ করে দৃষ্টি যেতে থাকে । দান সবসময়ই গরীবদেরই দেওয়া হয় । গরীবই নিমিত্ত হয়েছে । রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে । প্রজা তো অনেক হয় । ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল যখন, তখন বরোদা, গোয়ালিওর ইত্যাদির যারা রাজা ছিলেন -- সেখানে এক রাজা রানী, মন্ত্রী আর বাকি প্রজা ছিল । কারোর কুড়ি লাখ প্রজা, কারোর আবার তিরিশ লাখ প্রজা নম্বরের ভিত্তিতে ছিল । তখন দরবারে সব রাজাদের ডাকা হত । দরবারও নম্বরের ভিত্তিতে বসতো । মহারাজাদের লাইন আলাদা, রাজাদের আলাদা, রায় বাহাদুর, রায় সাহেব ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক টাইটেল হয় নম্বরের ভিত্তিতে । এখানেও সেরকম । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা যিনি, ওঁনাকেও তো সবাইকে রিগার্ড দিতে হবে, তাইনা! বাবাই তো এসে কল্পে কল্পে ভারতকে হেভেন(স্বর্গ) তৈরী করেন । সেখানে ভারতবাসী বাবাকে গালি দেওয়া শুরু করে । সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমোতে পড়তেই হবে । তাহলে উচ্চ থেকে উচ্চ হলেন ভগবান আর ওঁনার সাথে সম্পর্কিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী । বৃক্ষ সম্পর্কে তো জানা দরকার, তাইনা! বাবাকেই এই বৃক্ষের নলেজফুল বলা হয় । আর কারোরই মধ্যে নলেজ হয় না । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা, তারপর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর জগৎ অশ্বা , মাতাপিতা বিখ্যাত হয় । জগৎ অশ্বা সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা । ওঁনারও তো একটা নাম হওয়া দরকার, কেউ ওঁনাকে অশ্বা বলে, কেউ কালী, কেউ আবার সরস্বতী বলে । অনেক নাম রাখা হয়েছে । ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তারপর বি .কে. সরস্বতী । দেখানোও হয়েছে সরস্বতীর কাছে সেতার থাকে । সর্ব প্রথম মুখ্য গডেজ অফ নলেজ (জ্ঞানের দেবতা) । যেমন এঁনাকে জ্ঞানের মুরলী দেওয়া হয়েছে , সেরকমই ওঁনাকে সেতার দেওয়া হয়েছে । সর্ব প্রথম মুখ্য গডেজ অফ নলেজ হলেন সরস্বতী, আর জগৎ অশ্বা । কোন্ নলেজের? রাজযোগের । এই জ্ঞান কে দিয়েছেন? স্বয়ং জ্ঞান সাগর (বাবা) । জ্ঞান সাগর বাবার কাছে এই ব্রহ্মাও শিখেছে আর বাচ্চারাও শিখেছে । এরপর তারাই আবার জ্ঞান -জ্ঞানেশ্বরী থেকে রাজ-রাজেশ্বরী তৈরী হবে । ততস্বম্ (তোমাদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য)। ব্রহ্মা আর সরস্বতী । দুজনে হন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী । ঈশ্বরের কাছ থেকে সহজ রাজযোগের জ্ঞান নিয়ে রাজত্ব প্রাপ্ত করেন । লক্ষ্মী নারায়ণ একলা খোড়াই হবে । এখন রাজত্ব স্থাপন করা হচ্ছে । কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আছে , পড়ছে , যারা পরে গিয়ে পূজ্য রাজারানী তৈরী হবে । তারপর সতোপ্রধান থেকে সতো - তে আসে -- দুই কলা কম হয়ে আবার রজো তমোতে এসে পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায় । আমরাই আগে পূজ্য ছিলাম আর আমরাই আবার পূজারী হয়েছি । এসব পরমাত্মার জন্য বলা হচ্ছে না । তিনি কিভাবে পূজারী হবেন । আমরা রজো তমোতে এসে পূজারী হয়েছি । বাবা বুঝিয়েছেন বাস্তবে ধর্ম শাস্ত্র হলই চারটে, তার মধ্যে মুখ্য হল শ্রীমত ভগবত গীতা, মাই-বাপ (মাতাপিতা) । বাকী হল তাদের বাচ্চারা, ইসলামী, বৌদ্ধী ইত্যাদি ধর্ম । উচ্চ থেকে উচ্চ গীতা তারপর ইসলামীদের শাস্ত্র । ধর্ম স্থাপনার মুখ্য শাস্ত্র হলো এটা । সর্বপ্রথম হল

দেবী-দেবতা ধর্ম, তাদের শাস্ত্র হয় গীতা । গীতার উপদেশক (sermoniser) হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । অবশ্যই ওঁনাকে উঁচুতে রাখা উচিত । বাকী হল জ্ঞাতি, কুটুম্ব (হিন্দি -- বিরাদরি, community) । দেবতাদের আছে মুখ্য জ্ঞাতি (বিরাদরী) । তারপর আছে ইসলামীদের, বৌদ্ধদের জ্ঞাতি (বিরাদরী) । উচ্চ থেকে উচ্চ এক বাবাই হন । রিলিজিয়স কনফারেন্সে প্রথমে তো উচ্চ থেকে উচ্চ দরকার । সেই ধর্ম প্রায়ঃ লোপ পেয়েছে, আবার সেই ধর্ম স্থাপন করা হচ্ছে । স্থাপন করছেন স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি তো হলেন নিরাকার , হ্যাঁ, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপন করছেন । বলাও হয়েছে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন । এমন বলা হবে না যে কৃষ্ণ ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন, তারাই আবার ব্রাহ্মণ সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী তৈরী হয় । তাহলে এখন সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । তোমরা হলে দেবী-দেবতা ধর্মের জ্ঞাতি (বিরাদরী) । তোমরা জানো আমাদের পরে আবার দ্বিতীয় নম্বর ইসলামীদের জ্ঞাতি হবে , তারপর বৌদ্ধদের । এইভাবে বৃদ্ধি হবে । এইসব বুদ্ধিতে ধারণ করা দরকার । যেসব অতীতে (past)হয়েছে , সেসবের শাস্ত্র তৈরী করা হয়েছে । এখন যা কিছু হয় ড্রামা শুট হয়ে যায় । তারপর কল্লের পরে আবার রিপিট হবে । পুরো দুনিয়ার অ্যাকশন শুট করা হচ্ছে । তারপর পাঁচ হাজার বছর পরে তোমাদের এই এক্ট চলবে । সব হলো বোঝার কথা । তো উচ্চ থেকে উচ্চ শিববাবা তারপর জগৎ অম্বা আর প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তাদের বাচ্চারা । তিন ভাই রয়েছে, বাকি দেবী-দেবতা ধর্ম, অর্থাৎ বড় ভাই নেই । প্রায়ঃ লুপ্ত হয়ে গেছে । অবশ্যই যখন না থাকে তখনই তো এই ধর্মের আবার স্থাপনা হচ্ছে আর বাকি সবাই শেষ হয়ে যায় । দেবী-দেবতা থাকলে বাকি অন্য ভাইরা থাকে না । তারা আবার পরে হয় । এক বাবাই রচয়িতা আর একই রচনা । বাবা বলেন আমি আবার রাজযোগ শেখাতে এসেছি । তোমরা সবাই জানো বিনাশের জন্য মহাভারতের লড়াইও অপেক্ষমান ।

তোমরা বাচ্চারা ড্রামাকে ভালো ভাবে জানো । সবই হল পড়াশোনার কথা । এখানে এমন কোনো জিনিস হয় না, যেখানে চোর এসে তাদের কাছ থেকে সোনা ইত্যাদি লুটপাট করে । এটা তো হলো পাঠশালা । পাঠশালায় বই পত্র নক্সা ইত্যাদি থাকে । সেরকম এটাও পাঠশালা আর এখানেও নক্সা আছে । ভয়ের কোনো কথাই হয় না । চোর কি করবে ! নেওয়ার মতো কোনো বস্তু তো নেই । বাকী তো বলাই বাহুল্য কাদের বিষয় সম্পত্তি ধুলোয় মিশবে বাবা বোঝাচ্ছেন, কতো লাখপতি, কোটিপতি, মল্টিমিলেনিয়ারই হোক, সবার ধনসম্পত্তি মাটিতে মিশে যাবে । তোমাদের হল সত্যিকারের কামাই । তোমরা হলে সবচেয়ে মল্টিমিলেয়ার । তোমরা এই কামাই সাথে করে নিয়ে যাবে । তোমরা জানো আমরা সবকিছু স্বর্গে ট্রান্সফার করি । বাবাকে বলা হয় -- বাবা আমাদের আবার স্বর্গে পাঠিও । সুদ সহ কড়ির বদলে হীরে দিও । এসব কত বোঝার কথা । তারপরও শ্রীমতে চলতে হবে । গৃহস্থালির সবকিছু সামলাতে হবে, কিন্তু শ্রীমতে চলতে হবে । মানুষ অনেক খরচা করে । ঋণ করেও তীর্থ করতে যায় । সবই হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী । এইসবও অনাদি । নীচে নামাবার জন্য কিছু জিনিস তো দরকার, তাইনা! তমোপ্রধানে তো যেতেই হবে , তখন তো আমি (শিববাবা) এসে বোঝাবো যে তোমরা কত গ্লানি করেছে, এইজন্য এরকম দুর্গতি হয়েছে । পুনরায় সেই চাল চালা হবে যা কিছু কল্লে কল্লে চলেছে । জ্ঞান আর ভক্তি । যখন পুরো দুর্গতি হয় , তখন সবার সন্নতির জন্য বাবাকে আসতে হয় । এই জপ ইত্যাদি করতে করতে কলা কম হতে থাকে । পুরো কালো হয়ে যায় তারপর রাতের পর দিন আসে । এই পুরো ড্রামা বুদ্ধিতে

থাকা দরকার । মানুষ যারা , জ্ঞান গ্রহন করে না তারা তো শুধু মাত্র দেখেই বাহবা দিতে থাকে । বাইরে যায় আর সব শেষ । মায়া দাঁড়াতেই দেয় না । যেমন বাঁধেলী(বন্ধনে থাকা) গোপিকারা (কুমারী) ঘরে বসে লেখে -- বাবা আমরা তো তোমার হয়ে গেছি , তোমাকে জেনে নিয়েছি । আমরা তো তোমারই । মরে যাবো কবে , বিয়ে আর করবো না । বন্ধনের জন্য আসতে পারি না । একটু ফাঁক পেলেই কেমন বেরিয়ে পড়ে । আর কাউকে দশ-কুড়ি বছর ধরে বোঝাতেই থাকো , তারপরও বোঝে না । বাবা তো একুশ জন্মের প্রাণ দান করছেন । কালের ওপরে বিজয়ের টীকা পড়াচ্ছেন । সেখানে অকালে মৃত্যু কখনও হয় না । তাহলে কতটা বাবার শ্রীমতে চলা উচিত, দানও দিতে হবে । অন্যদের জীবনকেও হীরের মত তৈরী করতে হবে । যদিও নিজের নিজের ভাগ্য, তবুও মুরলী তো অবশ্যই পড়া উচিত । মুরলী তো অনেক জায়গা থেকেই পাওয়া যায় । একদিন অনেক ভাষায় মুরলী বেরোবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) নিজের উন্নতির জন্য নিজের চালচলন এবং পড়াশোনার সত্য - সত্য খবরাখবর বাবাকে দিতে হবে । নিজেদের আর সবার জীবনকে হীরের মত তৈরী করতে হবে ।

২) গৃহস্থকেও সামলাতে হবে আর শ্রীমতেও চলতে হবে । বোঝাদার হয়ে নিজেদের সবকিছু স্বর্গের জন্য ট্রান্সফার করে দিতে হবে ।

বরদান --: দাতা হয়ে অখুট খাজানা দান করতে মহাদানী আর বিশ্ব সেবাধারী ভব !

সদা স্মরণ রেখো, বাবার দ্বারা যা কিছু অখুট(অনন্ত) খাজানা প্রাপ্ত হয়েছে, সেসব দান করতেই হবে। খাজানাকে কাজে লাগাতে হবে । সেটা এবার মনসা দিয়ে বা বাচা দিয়ে, অথবা সম্বন্ধ সম্পর্কে সফল হতে হবে । দাতার সম্মাননা একদিনও না দিয়ে থাকতে পারে না । বিশ্ব সেবাধারীদের তো প্রতিদিন সেবা করতেই হবে । যদি বাচার (বাণী) চান্স না পাওয়া যায়, তাহলে মনসা সেবা করো, মনসা সেবা না পারলে তো নিজেদের কর্ম বা প্রা্যক্টিকল জীবন দিয়ে করো । যত তোমরা মনসা দ্বারা, বাণী দ্বারা নিজে স্যাম্পেল তৈরী হবে , তত স্যাম্পেলকে দেখে স্বতঃই সবাই আকৃষ্ট হবে ।

স্লোগান -: যাদের কাছে দূততার শক্তি থাকে , তাদের জন্য অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায় ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র শিববাবাই আছেন, যাঁর এত অপরম অপার মহিমা। বাবার মতো এত মহিমা এ জগতে আর কারও হতেই পারে না।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, কেন এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনকে খুব যত্নের সঙ্গে ও গভীর মনযোগের সাথে তোমাদের তা করা উচিত ?

উত্তর :- কারণ সমগ্র কল্পের মধ্যে কেবলমাত্র একবারই এই সঙ্গমকালে পরমাত্মা শিববাবা পরমধাম থেকে এখানে আসেন, আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জ্ঞানের পাঠ পড়ানোর জন্য। জগতের মানুষ তো পড়াশোনার জন্য ভারত থেকে বিদেশেও যায়, যা কোনও বিশেষ কথা নয়। কিন্তু এখানে এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক আরও কত অনেক দূর দেশ (পরমধাম) থেকে আসে। সেজন্যই তো বাচ্চাদেরকে এই ঈশ্বরীয় পড়ায় খুব যত্নের সাথে গভীর মনোযোগী হতে হবে। এই পঠন-পাঠনের যদি সামান্য কিছু অসুবিধাও হয়, সেটাকে গ্রাহ্য করবে না কিন্তু। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় প্রতিটি গলির আনাচে-কানাচে তৈরি করতে হবে, না হলে এত সব বাচ্চারা কি করেই বা এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ করতে পারবে। কেননা সবারই তো অবশ্যই এই বাবার প্রকৃত পরিচয় জানা দরকার।

ওঁম্ শান্তি! কে তোমাদের মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বলে এমন সন্মোদন করেন ? - তিনি কে ? তিনি তো কোনও সাধু-সন্ন্যাসী বা মনুষ্য আত্মা নয়। নাকি তা অন্য কোনও বস্তু বিশেষ ? জগতের লোকেরা তো সাধু-সন্ন্যাসীদের ঝট করে চিনে ফেলতে পারে, তাই তারা তাদের নাম ধরেই বলে 'ইনি হলেন অমুক মহাত্মা, উনি হলেন অমুক মহাত্মা, ইত্যাদি'। কিন্তু এই বাবাকে তো কেবল ওঁনার (বি কে) বাচ্চারাই তা জানতে পারে। আত্মাদেরকেই তো বাচ্চা বলা হয়। আর এই আত্মারাই এইসব কিছু জানতে পারে, কিন্তু শরীর নয়। তাই আত্মারাই সে কথা বলে থাকে, 'ইনি অমুক'। আর আত্মা তার ইন্দ্রিয় দ্বারাই তা উপলব্ধি করতে পারে। আত্মা যদি শরীরে না থাকতো, তা হলে চোখের দ্বারাও সে কোনও কাজ করতে সমর্থ হতো না। কারণ সবকিছুই যে অনুভূত হয় এই আত্মার দ্বারাই। তাই, এখন তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (বি.কে.) বাচ্চাদের আত্ম-অভিমানী বানানো হচ্ছে। যেহেতু আত্মারাই তা বলে থাকে- 'আমি এই কর্মন্দ্রিয়ের দ্বারাই অমুক কর্ম-কর্তব্য করেছি'। তাই বাস্তবে আত্মাকে মেল (পুরুষাকার) বলা হয়, ফিমেল (মহিলা) বলা হয় না। মেল (পুরুষ) হবার কারণে আমরা সকল আত্মারাই হলাম ভাই-ভাই সম্পর্কের। যদিও এটা এখন তোমাদের কাছে নতুন কথা মনে হবে। কিন্তু জগতের লোকেরা তো শিববাবাকে উদ্দেশ্য করে বলবে - যিনি এই ধরাতলে এসেছেন ইনি তবে কে ? ওনার কি কোনও মানুষের আকার নেই ? কেবল নামের দ্বারা জানা যায় যে, উনি বেহদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা। যিনি ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমেই এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়িয়ে থাকেন। অথচ, আবার এমনও নয় যে তিনি কোনও অমুক সন্ন্যাসী, কিন্তু তাঁরই আত্মা এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়িয়ে থাকেন। কিন্তু, এরকম-টা মোটেই হয় না। কারণ মানুষেরা তো তাদের নাম-রূপের দিকেই বেশি মনোযোগী থাকে। তোমরা (বি কে-রা) তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা এসব কিছুই বুঝতে পারো যে, এই শিববাবাই হলেন আমাদের বেহদ-অসীমের বাবা। তিনি ব্রহ্মার শরীরের প্রবেশ করে আমাদেরকে ওঁনার আশীর্বাদী-বর্ষা দেন এবং রাজযোগ শেখান। এলমাত্র উনিই হলেন জগতের সকলেরই পিতা। তিনিই সকল পতিত আত্মাদের পবিত্র-পাবন বানান। কেবল

মানুষকেই নয়, এমনকি আত্মা ব্যতীতও পঞ্চ তত্ত্বকেও পবিত্র বানান-একমাত্র উনিই। অর্থাৎ সমগ্র দুনিয়ার সবকিছুরই সদগতি যিনি করেন, তিনি হলেন সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র শিববাবা। তাই পুরো সৃষ্টি-জগতে এক পরমাত্মার-ই এমন মহিমা করা যায়, এ ছাড়া দ্বিতীয় কারো নয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর ইত্যাদি দেব-আত্মাদেরও এত মহিমা করা যায় না। তা হলে তাদের জন্মদিনই বা পালন করবে কি করে! লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের যুগ্মরূপ হল বিষ্ণু, তিনি এখন কোথায় ? এই লক্ষ্মী-নারায়ণই তো পুণঃজন্ম নিতে নিতে এখন অস্তিত্বে অর্থাৎ শেষ জন্মে পদার্পণ করেছেন এবং পুনরায় শিববাবাই ওনাদেরকে যোগ্য সন্তান বানাচ্ছেন। কারণ এই এক শিববাবাই হলেন সকলের সদগতি দাতা। তাই মহিমাও একমাত্র তাঁকেই করা হয়। সেই পতিত-পাবন পরমাত্মা ব্যতীত দৈবী সৃষ্টির এখন কি দূরবস্থায় এসে পৌঁছেছে, দেখ ! যদি কৃষ্ণের ভক্তদের জিজ্ঞেস করা যায়, রাধা-কৃষ্ণ এখন কোথায় ? তখন তারা জানাবে রাধা-কৃষ্ণ তো সর্বব্যাপী-ই বিরাজমান। রাধার উপসনাকারীরা বলবে, 'সর্বত্র কেবল রাধাই রাধা'। হনুমানের পূজারীরা বলবে- 'যেদিকেই তাকাও সর্বত্রই কেবল হনুমান আর হনুমান'। কিন্তু বাস্তবে তো আর তা নয়। বাবা স্বয়ং তো আর তার নিজের মহিমা গাইবেন না। তিনি কেবল তাঁর কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের দ্বারা, তাঁর মহিমা সিদ্ধ করেন, তাই তো অন্য আর কারো মহিমাই কীর্তনের যোগ্য হয় না। সত্যযুগ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্বকাল। যারা শৈশবে রাধা-কৃষ্ণ নামে খ্যাত ছিল। এরা এদের পুরুষার্থের কর্ম-ফলের প্রালঙ্কার দ্বারাই তা পেয়েছেন। তাই তো সেক্ষেত্রে এনাদের মহিমা সেভাবে করা যায় না ! ব্রহ্মাও কিন্তু সে মহিমার যোগ্য নয়, বিষ্ণুরও সে মহিমা নেই। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মারই এমন মহিমা করা যায়। তাই একমাত্র ওঁনাকে পতিত-পাবন বলা হয়। এখন তো তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জেনেছো যে, এই বিষ্ণু আসলে কে! বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রসহ সূক্ষ্মলোকেই বা কেন দেখানো হয়েছে ? কোন মানুষেরই তো দুয়ের অধিক হাত হয় না। তার উপরে আবার সূক্ষ্মলোকে ওনার চার হাত দেখানো হয়েছে। আর তা করা হয়েছে প্রবৃত্তি-মার্গকে সিদ্ধ করার জন্যই। তাই বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তো তোমরা জানতে পেরেছো যে, তোমাদের (ব্রাহ্মণদের) ৮৪ জন্ম হয় কিভাবে। সত্যযুগে তোমরা গৃহস্থ জীবনেও পবিএ-পাবন ছিলে। তাই তো মন্দিরে গিয়েও তাঁর উদ্দেশ্যেই গানও গাইতে থাকো - "ওহে, সর্বগুণ সম্পন্ন - তুমিই। আমাদের মাতা-পিতা"। সেই মহিমাই এখন আবার উল্টো হয়ে গেছে। কিন্তু, এমন মহিমা তো কেবল এক ও একমাত্র শিববাবারই হতে পারে। যা দেবতাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। এমন যা কিছু মহিমা আছে তা সবই কেবল এই এক শিববাবারই। তিনিই হলেন আত্মাদের পরমপিতা-পরমাত্মা। তিনি একাধারে পরমপিতা, পরম শিক্ষক, পরম সদগুরু এবং তিনিই অ-কাল (জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে), এমনটাই ওঁনাকে বলা হয়। তাই তো ওঁনাকেই স্মরণ করা হয়। যেহেতু উনি হলেন অ-কালমূর্ত অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বিধাতা। শিববাবাকে ষাঁড়ের উপর আসীন অর্থাৎ তাঁর বাহন রূপে দেখানো হয়েছে, আবার ওঁনাকেই স্থির সিংহাসনেও (অকাল তথৎ) দেখানো হয়, কারণ জগতের লোকেরা তো এটাই জানে না, শিববাবা আসলে কে! তারা মন্দিরে যা কিছু দেখে তা তো তাঁর অসম্পূর্ণ অংশ মাত্র। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে তিনি তো হলেন জ্ঞানের-সাগর, পতিত-পাবন। কর্ম-কর্তব্য সমাধা করার জন্য শিববাবার তো মানুষের শরীরের প্রয়োজন। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই তা জানো যে, শিববাবার সেই সিংহাসন হলো ব্রহ্মার শরীর। ধর্ম স্হাপকদের তো আর এমন কোনও মহিমা থাকে না ! তারা আসেন তো কেবল ধর্ম প্রচার করতে। তারা কেউ তো আর কোনও আত্মাকে জীবনমুক্তি দিতে পারেন না। অথচ, জগতের মানুষেরা চায় - মোক্ষ প্রাপ্তি করতে পারলে (জীবন থেকে মুক্ত হতে পারলে) তবে তাদের আর এই দুনিয়ায় আসতেই হবে না। ফলে, এইসব ধর্ম স্হাপকরা নিজের ধর্মের লোকদের কেবল

আরও নীচে নামার দিশা দেখাবার নিমিত্তই হচ্ছে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুযায়ী ধর্ম-স্বাপকরা আবারও জন্ম নিয়ে, আবারও এই ভাবেই ধর্ম স্বাপন করবেন। যেহেতু এটাই এই নাটকের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যারাই (সব আত্মাই) এই ধরাতলে এসেছে, তাদের সবাইকে অবশ্যই পুনর্জন্ম নিতে হবে। আর এ সবই স্বাপনকারী বাবাই করান, একমাত্র তিনিই হলেন সবার পতিত-পাবন, উনি ছাড়া আর কেউই পতিতকে পাবন বানাতে সক্ষম হন না। জগতের মানুষেরা তো আসে কেবল মাত্র নিজের নিজের পাট অর্থাৎ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে। সকল আত্মাকেই সতো, রজো ও তমো-তে আসতেই হয়। যেমন, ধর্ম স্বাপকরা এসে কেবল ধর্মের প্রচার করেই খালাস। ওনারা যে রকম শিক্ষা দেন সেই অনুসারে শাস্ত্রও বানানো হয়। ধর্ম স্বাপকদের অবশ্যই তার অনুগামীদের পালনাও দিতে হয়। কিন্তু মাঝপথে (কল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত) আত্মারা কেউ নিজধামে ফিরতে পারে না। বর্তমান সময়ে সকল আত্মাই তাদের ভিন্ন-ভিন্ন নাম-রূপ নিয়ে এই পতিত দুনিয়াতেই রয়েছে। যদি প্রথম সারির প্রথম-প্রথমদের অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের কথাই ভাবো, তারাও কোনও নাম-রূপে এই দুনিয়াতেই আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণরা রচিত হয়েছে। এনারাই (ব্রহ্মা ও মাশ্বা) সত্যযুগে গিয়ে রাধা-কৃষ্ণে পরিণত হবেন। যতক্ষণ না শিববাবা এই পতিত দুনিয়ায় আসবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও আত্মাই পবিত্র-পাবন হতে পারবে না। তাই তো তাঁর প্রতি সবাই বলিহার হয়ে সমর্পিত হয় আর তাঁরই গুণগান ও মহিমা কীর্তন করে। জগতের মানুষেরা তো এমনও বলে -- 'শিবায় নমঃ, তুমিই হলে মাতা-পিতা, আমাদের সব, ইত্যাদি বলে তাঁকেই (পরমাত্মা) স্মরণ করতে থাকে। সব থেকে বেশী গুণের কীর্তন ও মহিমা তো এই এক বাবারই করা হয়। তাই তো এভাবে বাবাকে ও 'গড-ফাদার' বলে আহ্বান করে। এমন ভাবে তারা কেবল এই এক বাবাকেই ডাকে। অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য এই ভাবে আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে। যখন এই সৃষ্টি-জগৎ একেবারেই পুরনো হয়ে যায়, তখনই পরমাত্মা শিববাবা এই দুনিয়ায় পদার্পণ করেন এবং উনি বাচ্চাদেরকে মূলবতন, সূক্ষ্মলোক, স্থূল লোক - এই তিন লোকেরই জ্ঞান দিয়ে থাকেন। পুরো কল্পে এই জ্ঞান কেবলমাত্র একবারই অর্থাৎ এই কলিযুগের অন্তিমকালে, সঙ্গমেই দিয়ে থাকেন। একমাত্র শিববাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আর সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি হল বেহদ মন্ডপের পবিএ বাতি স্বরূপ। রাত ও দিনের ব্যাপারটাও সেই বেহদ মন্ডপের আলো-আধাঁরের কাজ করে। তাই এমনটা বলা যায় না যে, 'সূর্য দেবতা নমঃ'। সেটা কখনই বলা উচিত হবে না। দেবতারা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর। সকল আত্মাই যখন পরমধাম থেকে এখানে আসে, তখন তারা সূক্ষ্মলোকে না গিয়ে সরাসরি জীব-আত্মার গর্ভে প্রবেশ করে। আবার সত্যযুগের আত্মারা সোজা গর্ভ-মহলে এসে প্রবেশ করে। যেহেতু তখন তো কাম-বিকারের মতো কোনও পাপ কর্ম হয় না। এই জগতের মানুষেরা এতই পাপ কাজ করে, তাই তারা গ্রাহি গ্রাহি করতে থাকে, আর ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে বলে- 'এবার আমাদের বাইরে বের করো, আমরা আর পাপ-কর্ম করবো না'। কিন্তু বাইরে বেরিয়েই যথারীতি পূর্ববৎ পাপ-কর্মে নিযুক্ত হয়ে যায়। পূর্বে যেমনটি (পাপী) ছিল, তেমনিটিই হয়ে যায় আবার। যদিও এসব অবিনাশী নাটকের চিত্রপটেই নিহিত আছে। ভারতের সবচাইতে বড় শত্রু হলো রাবণ রূপী বিকার। দ্বাপর যুগ থেকে এই রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। যেহেতু দ্বাপর যুগ থেকেই দেবী-দেবতারা বাম-মার্গে যেতে শুরু করে। সেই স্মৃতিতেই তাঁদের মন্দিরও স্থাপন করা হয়। পুরীতে দেখ, কি সুন্দর বিশাল মন্দির রয়েছে, যেখানে ভিতরে জগন্নাথের মূর্তি রাখা হয়েছে। ভিতরে দেবতা রাখা আছে আর বাইরে দেবতাদের কি নোংরা নোংরা চিত্র দেখানো হয়েছে। এই ধরনের চিত্র অবশ্যই কোনও মন্দিরে থাকা উচিত নয়। তোমরা বাঙ্গালেরা তো এখন বাবার শ্রীমতে থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ করছো, কেননা সত্যযুগের প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণই সর্বশ্রেষ্ঠ হন। তাঁরা (লক্ষ্মী-

নারায়ণ) কিভাবেই বা এই শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হয়েছেন, সেই পাঠই এখন তোমারা পুনঃরায় পড়ছো। বাবা বলছেন - 'কল্পে কল্পে, অর্থাৎ প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগে আমি আবার এই ধরায় আসি এবং এভাবেই প্রতি কল্পেই আসতে থাকবো। আবার আমি তোমাদেরকে এই রাজযোগের পাঠই শেখাবো। তোমরাও আবার ক্রমাগত সতো, রজো, তমোতে আসবে। তোমারা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যারা শুরু-শুরুতেই আসবে, কেবল তারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করবে, বাকিরা নয়'। কারণ ৮৪ লাখ বার তো জন্ম হয় না। (উদ্দেশ্য /লক্ষ্য ৮৪-কে ৮৪ লাখ, এভাবে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে)। জগতের লোকেরা যদি কারও কাছ থেকে কিছু শোনে, তাহলে সেটাকে এইভাবেই শত-রও শতগুণ বাড়িয়ে বলতে থাকে। আর যদি ৮৪ লক্ষ বার জন্ম হতো, তা হলে তো প্রত্যেক কল্পের আয়ু আরও অনেক গুণ বেড়েও যেত। বাবা স্বয়ং স্পষ্ট করেই বলেন - কল্পে মোট ৮৪ জন্ম হয়, কেবল দেবী-দেবতাদেরই। আচ্ছা, তা হলে ইসলামী, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রভৃতি ধর্মের আত্মারা কত বার জন্মগ্রহণ করবে ! শাখা প্রশাখার ন্যায় এত যে আত্মারা আসে, তাও কিন্তু হিসাব অনুযায়ীই। তোমরা ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টির সমস্ত- আদি, মধ্য ও অন্তের বিষয়ে জানো। সর্ব প্রথমে একমাত্র ভারত-ই ছিল সমগ্র বিশ্বের মালিক, যখন আর অন্য কোনও ধর্ম সেই সময়ে ছিল না। কিন্তু এখন সেই দেবী-দেবতা ধর্মের নাম-নিশান পর্যন্ত নেই। যেহেতু তাদের নিজস্ব কোনও শাস্ত্রও ছিল না। এইসব গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র পরে (দ্বাপর থেকে) রচিত হয়। তবে এমনটা হয় না যে, তোমরা যাকে প্রকৃত গীতা বলে রচনা করো, সেটাই প্রকৃত মানা হবে। যে গীতা স্বয়ং শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের তিন কালের জ্ঞান দিয়ে থাকেন, সেই গীতাই পরে একসময়ে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হবে। অবশ্য ভক্তিমার্গের জন্য তো এসবেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। ব্রহ্মার দ্বারাই শিববাবা বাচ্চাদেরকে তা বুঝিয়ে থাকেন। তাই প্রতি কল্পের মতন এই ব্রহ্মা দ্বারাই শিববাবা ভগবানকে পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। বাবা বলেন - ওসব শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু আছে, তা সবই হলো ভক্তিমার্গের জন্য। তিনি বলেন, "আমাকে প্রাপ্তি অর্থাৎ আমার সান্নিধ্য লাভ একমাত্র তখনই হয় , যখন আমি এই ভারত ভূখন্ডে অবতরণ করি"। যেহেতু, এই ভারতই একমাত্র অবিনাশী খন্ড। যা পূর্বে খুবই সম্পদশালী দেশ ছিল। ক্রমে ক্রমে সবই তা লুট-পাট হয়ে গেছে। দ্যাখো, এখানে সোমনাথের কত বিশাল মন্দির রয়েছে। যদিও তার প্রায় সবকিছুই লুট-তরাজ হয়ে গেছে। বিড়লাদের কাছ এত অটেল ঐশ্বর্য্য থাকায় তারা কত বড় বড় মন্দিরও বানিয়েছে ! বাবা এসবই কত সুন্দর পদ্ধতিতে বোঝান, যা আর কারো পক্ষেই এমন করে বোঝানো সম্ভব নয়। জ্ঞানের সাগর শিববাবা যখন ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের এত সহজ ও সরল ভাবে বোঝান, বাচ্চারাও তা সহজেই বুঝতে পারে। আসলে এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন পড়াচ্ছেন কে ? তিনি কিন্তু কোনও সল্যাসী নন। ওঁনার নামই যে শিববাবা। সকল আত্মারাই তাঁর সন্তান। জগতের মানুষের (আত্মাদের) প্রতিবারই জন্মের সাথে সাথে তাদের নামেরও বদল হতে থাকে। কিন্তু ইনি 'শিববাবা'- অর্থাৎ পরম আত্মা কেবল এই একটা নামেই খ্যাত। তাই তিনি জানান-

'আমার একটা ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কোন নামই নেই। যেমনি তোমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসার কারণে দেহী অভিমানীও হয়ে পরো। কিন্তু আমি কখনও দেহ-অভিমানী হই না। তিনি পুনর্জন্মবাদ চক্রে না আসার কারণে সর্ব-কালের দেহী- অভিমানী। তোমরা তো শিবরাত্রিও পালন করো, কিন্তু তোমরা এতই ভুলো-মনের যে, রাত্রির সঠিক অর্থটাই তোমরা কেউই বুঝতে পারো না। কল্পের এখন হলো নিশুতি-রাত, ঠিক এরপরেই তো দিন শুরু হবে। এখন এই কল্পেরও শেষ সময় অর্থাৎ গভীর রাত। এরপর সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগ হবে কল্পের দিন। আবার দ্বাপর ও কলিযুগে আসবে রাত্রি। বাবা বলেন - "আমি কেবল কল্পের সঙ্গম যুগেতেই আসি" । এটাই হচ্ছে বেহদের রাত আর দিনের চক্র। ভগবানুবাচ - এটাই হলো মুখ্য সময়। কিন্তু শিববাবার বেলায় অবশ্য

একথা প্রযোজ্য নয়। তিনি কখন এখানে আসবেন, তা সাধারণ মানুষেরা জানতেও পারে না। আর এই সময়টা হচ্ছে, বেহদের দিন আর রাতের সঙ্গম সময়। তাই একেই কল্পের সঙ্গমযুগ বলা হয়। জন্মদিনও সেই একজনেরই পালন করা উচিত। শিববাবা এখানে যেমন আসেন আবার পরমধামেও ফিরে যান। ঔনার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই - তাই বলা হয় বাবা চলে গেছেন। আর এ সবই তাঁর অবিদ্যার নাটকের খেলার অঙ্গ। তিনি বাচ্চাদের বোঝান, সঠিক দিশায় চলতে চলতে ব্রাহ্মণও যে ফেসে যায়, এই ভাবেও তিনি বাচ্চাদেরকে জানিয়েও দেন। প্রথমদিকে ব্রাহ্মাবাবাও তা বুঝতে পারতেন না। হঠাৎ করে তাঁর (ব্রাহ্মার) শরীরে শিববাবার প্রবেশ ঘটে যায়। যদিও শুরুর একেবারে প্রথমদিকে একটু একটু বুঝতেও পারতেন, তারপর ধীরে ধীরে তিনি (ব্রাহ্মাবাবা) বুঝতে পারলেন যে, শিববাবাই তাঁর (ব্রাহ্মার) শরীরে প্রবেশ করেন, এ একমাত্র শিববাবারই কাজ। এই রুদ্র-জ্ঞান যন্ত্রের মাধ্যমে বিনাশ রূপ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে। বেহদের এই যন্ত্র কেবল বেহদের সামগ্রীই স্বাধা (ভস্ম) হয়ে থাকে। যেহেতু বেহদের বাবার দ্বারা রচিত হয় এই যন্ত্র। তাই এরপর আর কোনও যন্ত্রই রচিত হয় না। যেহেতু, এরপর তো ভক্তিমার্গেরই অবসান ঘটে যায়। তাই এই জ্ঞানকেই বুদ্ধিতে করে রাখতে হবে। এই ঈশ্বরীয় পড়া অবশ্যই পড়তে হবে। ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে আসার জন্য যদিও কোনও অসুবিধা হয়, তবুও। জগতের মানুষেরা তো জাগতিক পড়াশোনার জন্য ভারত থেকে কত দূরে লন্ডন, আমেরিকাতেও যায়। সেক্ষেত্রে এটা আর এমন কি ! বাবা বলছেন - 'বাচ্চারা, আমি কল্পে কল্পে, প্রত্যেক কল্পের সঙ্গমযুগেই, আরও কত দূর পরমধাম থেকে আসি তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াতে। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদেরও কতই না যত্ন ও মনোযোগ সহকারে সেই পাঠ মনন করা উচিত। পরবর্তী কালে প্রতিটা গলির আনাচে-কানাচে এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। তা না হলে বাবা তাঁর ব্রাহ্মণ বাচ্চারাদের এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়াবেন কি প্রকারে। বাবার প্রকৃত পরিচয় তো সকল আত্মাদেরই জানা আবশ্যিক। শিববাবা আসলে কে, তা অবশ্যই জানতে হবে সবাইকে। *আচ্ছা*।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুনম স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন তাঁর নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন অবশ্যই পড়তে হবে, আর এরজন্য কোনও রকমের অজুহাত দেওয়া চলবে না।

২) আদি যুগের প্রথম দিকে যে রকম গৃহস্থ আশ্রমের পরিবেশ থাকত, বর্তমানেও তেমনি নিজের সংসারকে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম বানাতে হবে। আত্ম-সমর্পণ করতে হবে কেবল এই এক বাবার কাছে, আর সর্বদাই ঔনার গুণগান করতে হবে।

বরদান :- মনকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে 'মনমন্যভব'-র মন্ত্রকে যন্ত্রে রূপান্তরকারী সদা শক্তিশালী ভব (হও)।

যে সকল বাচ্চারা সত্যিকারের মন থেকে প্রতিজ্ঞা করতে পারে, তাদের মন 'মনমন্যভব' হয়ে যায়, আর তখন এই মনমন্যভব-র মন্ত্র যে কোনও পরিস্থিতিতেই পার করার যন্ত্রে পরিণত হয়। কিন্তু

মনে এমন সংকল্প আনতেই হবে যে, আমাকে এটা অবশ্যই করতে হবে। সংকল্পে এই বিশ্বাস অবশ্যই রাখতে হবে, বাবা যা কিছু বলেছেন, তা তো পূর্বেই সফল হয়ে আছে। তাই যে কোনও প্রতিজ্ঞাই, তা অবশ্যই দৃঢ়তার সাথে মনে সংকল্প করতে পারলে, আত্মাও তাতে শক্তিশালী হতে পারবে। বার বার নিজেকে পরীক্ষা করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করো যাতে বৃদ্ধিতে পারো, প্রতিজ্ঞা আর পরীক্ষার মধ্যে কোনটা বেশি শক্তিশালী ? আর সেই পরীক্ষা এমন হবে যে, নিজের প্রতিজ্ঞা যেন কোনও ভাবেই দুর্বল না হয়ে যায়।

স্লোগান :- যে সকল শ্রেষ্ঠ আত্মা স্বমানের সাথে থাকে, কোনও কিছুতেই সে কখনও নিজেকে অপমানিত মনে করে না।

" মিষ্টি বাচ্চারা -- সমস্ত দুঃখী মানুষদের সুখী বানানো, এ একমাত্র বাবার দ্বায়িত্ব , তিনিই হলেন সবার সঙ্গতি দাতা ।"

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর বাচ্চাদের চড়তি কলার জন্য কোন্ যুক্তি শোনান ?

উত্তর :- বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা - আমি যা তোমাদের শোনাই , তোমরা তাই শোনো । বাকি তোমরা যা শুনেছ তা ভুলে যাও কারণ সেই কথা শোনার জন্যই তোমরা নীচে নামতে থেকেছ ।

প্রশ্ন :- কোন্ গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পার, যার মধ্যে সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার এসে যায় ?

উত্তর :- ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু আর বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হয় , কিভাবে একজন অন্যজনের নাভি থেকে বের হয় , এই গুহ্য রহস্য একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । এই হলো সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার ।

গীত :- হে প্রভু , নয়নহীনকে পথ দেখাও

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি অতি প্রিয় সিকিলধে বাচ্চারা তো এই অর্থ বুঝতে পারে । যদিও বাবার কাছে সমস্ত সৃষ্টির বাচ্চারা অবশ্যই প্রিয় । বাচ্চারাও জানে যে এই যে সমস্ত মানুষ এই পৃথিবীতে আছে তারা সকলেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । সকলেই এই ঈশ্বরীয় পরিবারের । পরিবারে সবথেকে বেশী ভালোবাসার সম্পর্ক বাবার সাথে হয় , যিনি এই বাচ্চাদের রচনা করেছেন । বেহদের বাবা বলেন যে , আমার প্রিয় , মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চারা , তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে আবার এসে বাবার সাথে মিলেছো । কখন মিলেছো তোমরা ? এই সঙ্গম যুগেই । যখন বাবা এসে সমস্ত বাচ্চাদের অশান্তি থেকে শান্তির জগতে নিয়ে যান । শান্তির জন্যও কতো সম্মেলন করা হয় । সকলে একত্রে মিলিত হয়ে আলোচনা করে যেএই সৃষ্টিতে মহামারী কি করে বন্ধ হবে আর নিজেদের মধ্যে শান্তি কিভাবে আসবে । নাহলে সকলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে এই পৃথিবীর বিনাশ করে দেবে । এই বিনাশে মানুষ ভয় পায় । এই কথা মানুষ ভুলে গেছে যে বাবাই এসে সুখধাম অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের পুনরায় স্থাপন করেন , যা এখনই হচ্ছে । তোমরা সকলেই এসেছো বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখের বর্ষা নিতে । তোমরা জানো যে বরাবর পরমপিতা পরমাত্মা এসেই এই আসুরী দুনিয়ার বিনাশ করান । বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে কারণ এই সময় সকল মানুষই খুব দুঃখী । কল্পে কল্পে এই হলো বাবার দায়িত্ব যে - যে সকল মানুষ দুঃখী আছে তাদের সকলকে সুখী বানানো । বাদবাকি যারা নিজেরাই দুঃখী এবং পতিত , তারা কেমন করে অন্যদের পবিত্র এবং সুখী বানাতে । এও সম্পূর্ণ দুনিয়ার কথা । এই গায়ন আছে যে -- সবার সঙ্গতি দাতা একজনই । হে পরমপিতা পরমাত্মা তুমি এসে আমাদের মতো পতিত মানুষদের পবিত্র বানাও । এই কথা তো সমস্ত ধর্মের লোকেরাই জানে যে এই ভারতেই দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো । এখন আর সেই রাজত্ব নেই । প্রাচীন ভারতের অনেক মহিমা ছিলো । ভগবান সবার প্রথমে স্বর্গ রচনা

করেছিলেন , সেই স্বর্গের মালিক কারা ছিল ? ভারত । এই ভারতে স্বর্গে সোনা , শীরের মহল ছিল । ভারতে অনেক সম্পদ ছিল । এখন এই কলিযুগের শেষে অনেক ধর্ম আছে । বাকি এই দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে । কাঙ্গাল মানুষ অনেক দুঃখী হয়ে পড়েছে । এখন এই বাবা বলছেন যে এই ব্রহ্মা দাদা তো জহরি ছিলেন , ইনি বলেন না , এই নিরাকার শিববাবাই এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে বলতেন যে , ইনি নিজেও নিজের জন্ম কাহিনী জানেন না । তোমরা ব্রহ্মাকুমার , ব্রহ্মাকুমারীরাও তোমাদের জন্মকে জানো না । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি এও এই নাটকের অঙ্গ । কিভাবে প্রবেশ করি এই প্রশ্ন কিন্তু নয় । বাবা বলেন যে আমার কোনো নিজের শরীর নেই । আমি একজন সাধারণ বুড়ো মানুষের শরীরে প্রবেশ করি । আমি এই ভারতেই আসি । এই ব্রহ্মাও নিজের জন্মকে জানতো না , আমি এসেই এনাকে সব বুঝিয়ে বলি । এই সবই বেহদের বানানো এক বড় নাটক । যেই প্রতিটা সেকেন্ড চলে গেছে সেই সবই আবার রিপিট হবে । এই বেহদের নাটকের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন ।

বাবা বলেন যে যা কিছু দান পুণ্য তোমরা করে এসেছো , সেই সবই হলো ভক্তিমার্গের । এর থেকে কোনো কিছুই প্রাপ্তি হয় না কারণ এই ভক্তিতে এখন আর কোনো শক্তি নেই । এই সব ছবি , যা বানানো হয়েছে , এ সবই পুতুল পুজো বলা হয় । ছবি বা মূর্তি বানানো , তাঁকে থাওয়ানো , পান করানো বা জলে বিসর্জন দেওয়া -- এ সবই হলো অবুঝের কাজ । যখন যন্ত্রের আয়োজন করা হয় তখন মাটির এক বড় শিবলিঙ্গ আর ছোটো ছোটো শালিগ্রাম বানানো হয় । এরা কার পুজো করছে তাও বোঝে না । বাবা আর বাচ্চারা এই সেবাকাজ করেছেন তাই তাঁদেরই পুজো হয় । শিবের লিঙ্গ বানানো হয় । তোমাদের বাচ্চাদের জন্য শালিগ্রাম বানানো হয় । তোমরা বাচ্চারা এখন ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করে চলেছো । তোমরাই হলে প্রকৃত ঈশ্বরের সাহায্যকারী । তোমাদের বাবার সাথে প্রীতির সম্পর্ক আছে । তোমরা বাবার প্রীমতে চলো তাই প্রীমত ভগবত গীতা বলা হয় । ভগবান কোনো শাস্ত্র পড়বে না । কোনো ধর্ম স্থাপকও শাস্ত্র শাস্ত্র পাঠ করে না । তাঁরা ধর্ম স্থাপন করতেই আসেন । তাঁদের কাছে যে জ্ঞান থাকে তাঁরা তাই শোনান । এমন নয় যে ক্রাইস্ট এসে বাইবেল পাঠ করেছিলেন । না , তিনি এসেছিলেন কেবলমাত্র ধর্ম স্থাপন করতে । বাবা এসেই প্রীমত দেন । প্রীর অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ মত । ভগবানের মতই হলো একমাত্র উঁচুর থেকে উঁচু মত । তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার প্রীমতেই চলো । বাবা বলেন বাচ্চারা , আমাকে স্মরণ করো । কেবলমাত্র দুটি অক্ষর । বাবা যখন খুব আদর করে বলেন , বাচ্চারা তখন তিনি হলেন বাবা আর আমরা সকলেই হলাম ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য । এই কথাকারোর বুদ্ধিতেই থাকে না , এই ব্রহ্মাবাবার বুদ্ধিতেও ছিলো না । এখন বাবা এসে এনার দ্বারা বোঝান যে , এই সব যে মনুষ্য আত্মারা আছে , এই সকল আত্মাকেই আমাকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । আমি এই নাটকের নিয়ম অনুসারে আবার এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । এই শিব বাবাই আত্মাদের সাথে কথা বলেন । ব্রহ্মা বাবার আত্মাও তা শোনে । বরাবর এই শিব বাবাই আমাদের জ্ঞান দেন, তাঁর তো নিজের শরীর নেই । শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে সাধারণ বলা যাবে না । তিনি তো স্বর্গের প্রথম রাজপুত্র । কিন্তু দুনিয়ার মানুষ বলে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ । এ তো হতেই পারে না । কতো তফাত । সঙ্গম যুগে তো শ্রীকৃষ্ণ থাকতেই পারে না । নকল কৃষ্ণ তো অনেকেই আছে । কিন্তু আসল কৃষ্ণ তো সেই সত্যযুগেই হবে । কৃষ্ণের নামে দ্বিতীয় কেউই হতে পারে না । নাম তো অনেকেই রাখতে পারে । বাবা বলেন যে বাচ্চারা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনে সাহায্য করতে পারবে । পবিত্রতা তো খুবই সুন্দর । অনেক বাচ্চারা এই জন্য মার খায় । অবলা মেয়েদের উপর অত্যাচার হয় ।

তারা লেখে যে , বাবা কি করবো , আমাদের এই বন্ধন মুক্ত করো । নাটকে দেখানো হয়েছিলো যে দ্রোপদীকে শাড়ি দেওয়া হয়েছিলো । একে এক গল্প বানানো হয়েছে । বাবা বলেন যে , এখন পবিত্র হতে পারলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা কখনো বিবস্ত্র হবে না । ওই দুনিয়া হলো রামরাজ্য । মুখ্য বিকারই হলো অশুদ্ধ অহংকার এবং দেহ - অভিমান । দেহের ওপর মোহ থাকে । সত্যযুগে সবাই আত্ম - অভিমানী হবে । তারা বুঝতে পারবে আমরা পুরোনো শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করবো । একেই আত্ম - অভিমানী বলা হয় । বাবা বলেন যে তোমরা সকলেই আত্মা , তোমরা এখন শিব বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো কেননা এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই হলো আত্মাদের সত্যিকারের রুহানি যাত্রা । সবাইকে সুপ্রীম বাবার কাছেই যেতে হবে । মানুষ যখন তীর্থ যাত্রায় যায় তখন মুখে রাম রাম করতে করতে যায় । বাবা বলেন ঠিক তেমনই তোমরাও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । এখন সমস্ত দুনিয়া তো আর রাজযোগ শিখবে না । আগের কল্পে যারা এসেছিলেন তারা ই আবার আসবেন । এখন আবার কলম লাগাতে হবে । দেবী দেবতা ধর্মের যে মিষ্টি ঝাড় ছিলো তা প্রায় লোপ হয়ে গেছে । বাকি তাদের ছবিই রয়ে গেছে । বট গাছের মতো দেবী দেবতা ধর্মের যে ভিত ছিলো তা আজ নষ্ট হয়ে গেছে । কেবল তাদের ছবিই রয়ে গেছে । কিন্তু তারা কে ছিলেন তা কেউই জানে না । নিজের ধর্ম সম্বন্ধেও তারা জানে না তাই হিন্দু ধর্ম বলা হয় ।

বাবা বলেন যে তোমাদের ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলো । ধর্মের জন্য বলা হয় যে ধর্ম হলো এক শক্তি । এখন তো সেই দেবতা ধর্ম আর নেই । এখন এই ধর্ম আবার কিভাবে স্থাপন হবে । বাবা হলেন সর্বশক্তিমান , তাঁর থেকেই বর্সা পাওয়া যায় । শক্তিও তাঁরই থেকে মেলে । শিববাবাই হলেন এই সৃষ্টির বীজরূপ । আমরা হলাম তাঁর পরিবার । বাবাই হলেন সত্য , তিনিই চৈতন্য আর তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । আত্মার ভিতরেই সবকিছু আছে । আত্মাই সবকিছু শোনে আর আত্মাই এই পড়া পড়ে । আবার এই আত্মার মধ্যেই খারাপ সংস্কার থাকে । এই সময়ে সকলের আত্মাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সবথেকে বেশী তমোপ্রধান বুদ্ধি ভারতবাসীদেরই হয়েছে । আবার শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা এই ভারতেই ছিলো । তারাই এই স্বর্গের মালিক ছিলো । এই নাটকও সম্পূর্ণ বানানো । সবাইকেই নিজের নিজের পার্ট দেওয়া হয়েছে । আত্মারা সকলেই একইরকম , তাদের মধ্যে কোনো তফাত নেই । এমনও নয় যে তোমাদের সকলের আত্মা খুবই ছোটো , আর বাবা বড় । না , আত্মা কখনো ছোটো বড় হয় না । আত্মা এই ৮৪ জন্মের পার্ট রিপিট করে । এর কখনোই শেষ হয় না । একটা আত্মা কতখানি সার্ভিস করে । এই অবিনাশী পার্ট কখনোই শেষ হবে না । এই কথা কি কোনো বিদ্বান , পণ্ডিত , শাস্ত্রের আধিকারিকরা জানে ? এই ছোটো আত্মার মধ্যে কতখানি ভারী পার্ট রয়েছে । পরমপিতা পরমাত্মাও এই নাটকের অধীনে । এই পার্ট করার জন্য তিনিও বাঁধা , সঠিক সময়েই তিনি আসবেন । তাঁকেও তাঁর অভিনয় সঠিক সময়েই করতে হবে , সবাইকেই সুখী করতে হবে । তোমরা খেয়াল করো যে আত্মা কি ? শিববাবার আত্মাও খুবই ছোটো বিন্দুর সমান । কেউই এমন ছোটো একটি জিনিসের পূজা করতে পারে না । তাই ভক্তিমার্গের জন্য বড় করে বানানো হয় , যার পূজা মানুষ করতে পারে । যাঁকে শিব বা রুদ্র বলা হয় । এই শিব হলেন বিন্দুর মতো । মানুষ তাই কপালে তিলক দিয়ে থাকে । এখানে এই কথা খুবই বোঝার বিষয় , কারণ আর কেউই এই কথা বোঝাতে পারবে না । এই কথা বাবাই বসে বুঝিয়ে বলেন , এ অতি সুক্ষ্ম কথা । বাবা বোঝান যে -- বাচ্চারা দেখো , আত্মা কতো ছোটো । আর এই আত্মার শরীর দেখো কত বড় । এখন এই সময় সকলের আত্মা এবং শরীর দুইই পতিত । এখন আবার তা পবিত্র হতে হবে । তোমরা অব্যভিচারী হও , একের কথাই শোনো । একজনকেই স্মরণ করো । আহা ! বাবা আপনি তো কামাল করে দেখান । আপনি কতো জ্ঞানের কথা শোনান । আর কারোরই এই জ্ঞান দেবার শক্তি নেই । তোমাদের চড়তি

কলা এখনই হয় যখন বাবা এসে তোমাদের পড়ান। এইসময় সকল মানুষই পতিত, তাই বাবা বলেন - আমিই সকলের উদ্ধার করার জন্য আসি। রাত থেকে জ্ঞানের আলোর দুনিয়ায় যাবার জন্য রাস্তা আমিই বলি। গায়নও আছে, অন্ধকে পথ দেখাও সকলেই বলে আমরা নয়নহীন, আমাদের পথ দেখাও? কোথাকার পথ? নিজের ঘরের পথ। এখানে তো অনেক দুঃখ। বাবা, আমাদের অন্ধের লাঠি তো আপনি। "বাবা" এই অক্ষরেই বর্ষা বা সম্পত্তির কথা স্মরণে আসে। প্রভু বা ঈশ্বর এই কথা বললে বর্ষার নেশা হয় না কেননা ভগবান কাকে বলা হয়। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা এ তাঁরই মহিমা। মানুষ বলে যে বেদ হল অনাদি। কিন্তু তাদের জিপ্তোস করো, কবে থেকে পড়ে আসছো? সত্যযুগ থেকে কি? সেখানে তো কোনো শাস্ত্রই থাকে না। এই শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের। মানুষ কিছুই জানে না। বাবা বলেন, এখন আমি এসে তোমাদের সব শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি এই ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মা বাচ্চা কি আমার নাকি বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়েছে! ব্রহ্মা তো শিবের সন্তান। বিষ্ণুর তো কোনো সন্তান নেই। হ্যাঁ, ব্রহ্মাই পরবর্তী সময়ে বিষ্ণু হয়। তারপর এই বিষ্ণুই আবার ৮৪ জন্মের পরে ব্রহ্মা হয়, এ হলো খুবই গুহ্য রহস্যের কথা, যে কথা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। এখন এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারাই তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্ম হয়েছে তাহলে কত নেশা আর খুশীতে তোমাদের বাচ্চাদের থাকা উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার জন্য অব্যভিচারী হতে হবে। এক বাবার থেকেই শুনতে হবে, আর একজনকেই স্মরণ করতে হবে।

২) ঈশ্বরের সহযোগী হয়ে এই ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে। এক বাবার সাথেই প্রীত বুদ্ধি রাখতে হবে।

*বরদান :- দূঢ় সংকল্পের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে এবং সফলতার অনুভব করে নিশ্চিত বিজয়ী হও (ভব) *।

সঙ্গম যুগের বিশেষ বরদান হলো -- অসম্ভবকে সম্ভব করা। তাই কখনো এমন ভেবো না যে এটা কেমন করে হবে। "কিভাবে" এর জায়গায় ভাবো "এমনভাবে হবে"। এই নিশ্চয়তার সাথে চলো যে এই কাজ হয়েই আছে কেবল প্রত্যক্ষভাবে আনতে হবে, রিপোর্ট করতে হবে। তোমাদের দূঢ় সংকল্পকে ব্যবহার করো। এই সংকল্পে যদি "বা কেন?" চিন্তা না হয় তাহলেই নিশ্চিত বিজয়। দূঢ় সংকল্পকে ব্যবহার করা অর্থাৎ সহজ সফলতাকে প্রাপ্ত করা।

স্নোগান :- সর্বদা সর্বময়কর্তা বাবার স্মৃতি যদি থাকে তাহলে মান এবং অভিমান সমাপ্ত হয়ে যাবে।

***" জন্মদিনের বিশেষ উপহার -- শুভ ভাব এবং প্রেম ভাবকে ইমার্জ করে ক্রোধ মহাশত্রুকে পরাজিত করো , বিজয়ী হও* "**

আজ বাপদাদা নিজের জন্মের সঙ্গী সাথীদের , তারই সঙ্গে সেবাধারী সাথীদের দেখে খুশী অনুভব করছেন। আজ তোমরা সকলেও বাপদাদার অলৌকিক জন্ম এবং জন্মের সঙ্গী সাথীদের জন্মদিন পালনের খুশী অনুভব করছ। কেন ? এমন অনুপম এবং অত্যন্ত প্রিয় অলৌকিক জন্ম আর কারো হতে পারেনা। *এমন কখনোই শোনোনি হয়তো যে একই দিনে পিতা পুত্রের জন্মদিন পালন হয়*। এমন অনুপম এবং প্রিয় অলৌকিক হীরে তুল্য জন্ম আজ তোমরা পালন করছ। তারই সাথে সবার এই অনুপম এবং প্রিয় স্থিতি স্মরণে রয়েছে যে *এই অলৌকিক জন্ম হল এমনই বিচিত্র যে স্বয়ং পিতা স্বরূপ ভগবান বাচ্চাদের জন্মদিন পালন করছেন*। পরমাত্মা বাচ্চাদের , শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জন্মদিন পালন করছেন। দুনিয়ায় কথার কথায় অনেকেই বলে যে আমাদের ভগবান জন্ম দিয়েছেন , পরম আত্মা জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু জানেনা , না - ই স্মরণে থাকে। তোমরা সবাই অনুভবী হয়ে বলো -- আমরা পরমাত্মা বংশী , ব্রহ্মা বংশী । পরমাত্মা আমাদের জন্মদিন পালন করেন। আমরা পরমাত্মার জন্মদিন পালন করি।

আজ সব দিক থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে কেন ? অভিনন্দন জানাতে এবং অভিনন্দন গ্রহণ করতে। তো বাপদাদা বিশেষ নিজের জন্ম সঙ্গীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সেবাধারী সাথীদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছেন । অভিনন্দনের সাথে পরম প্রেমের মুক্তো , হীরে জহরতের দ্বারা বর্ষা করছেন। প্রেমের মুক্তো দেখেছ তাইনা । প্রেমের মুক্তো কি জানো তো ? পুষ্প বর্ষা , স্বর্ণ বর্ষা তো সবাই করে , কিন্তু বাপদাদা তোমাদের সবার উপরে পরম প্রেম , অলৌকিক স্নেহের মুক্তো বর্ষা করছেন। এক গুণ নয় , আন্তরিক ভাবে পদম-পদম-পদম গুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা সকলেও হৃদয়ের সত্যতা সহ অভিনন্দন জানাচ্ছ , সেসব বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে । তো আজকের দিনটা হল জন্মদিন পালন দিবস এবং অভিনন্দিত করার দিবস। পালন করার সময়ে কি করো ? ব্যান্ড বাজাও । তো বাপদাদা সব বাচ্চাদের মনের খুশীর ব্যান্ড বলো , বাজনা বলো , গান সবই শুনছেন । ভক্তরা আহ্বান করে আর তোমরা বাচ্চারা বাবার স্নেহের সাগরে ডুবে থাকো। ডুব দিতে পারো কি ? এই ডুবে যাওয়া বা নিমজ্জিত হওয়াই হল সমান হওয়া।

বাপদাদা বাচ্চাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন না । বাচ্চারাও আলাদা হতে চায়না কিন্তু কখনও কখনও মায়ার খেলায় একটু অবহেলা করে ফেলে । বাপদাদা বলেন আমি তোমাদের ভরসা। কিন্তু বাচ্চারা তো চঞ্চল কিনা। মায়া চঞ্চল করে দেয় , আসলে তারা তা নয় , মায়া করে দেয়। তখন ভরসার হাত ছেড়ে দেয়। তবুও বাপদাদা সাহারা হয়ে কাছে টেনে নেন। বাপদাদা সব বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন যে প্রত্যেকে জীবনে কি চায় ? বিদেশিরা দুটি কথা খুব পছন্দ করে। ডবল বিদেশীদের প্রিয় (ফেবারিট) শব্দ দুটি কি ? (কম্প্যানিয়ান এবং কম্পানী) অর্থাৎ (সঙ্গী ও সঙ্গ) এই দুটি-ই পছন্দ । যদি পছন্দ, তবে একটি হাত তোলো। ভারতবাসীদের পছন্দ ? কম্প্যানিয়ান এবং কম্পানী দুই-ই জরুরী । কম্পানী ছাড়া থাকতে পারবেনা এবং কম্প্যানিয়ান ছাড়াও থাকতে পারবেনা । তো তোমরা সবাই কি প্রাপ্ত করেছ ? কম্প্যানিয়ান পেয়েছ ? বলো হাঁ-জী বা না-জী ? (আগ্রে হাঁ) কম্পানী পেয়েছ ? (হাঁ - জী, আগ্রে হ্যাঁ) এমন কম্পানী আর এমন কম্প্যানিয়ান

সম্পূর্ণ কল্পে পেয়েছ কি ? কল্প পূর্বে পেয়েছিলে ? এমন কম্প্যানিয়ান কখনও দূরে সরিয়ে দেয়না , যতই ভুল পথে চালিত হয়ে যায়, কিন্তু তবুও সাহারা রূপে বাবা পাশেই থাকেন। আর তোমার মনের সর্ব প্রাপ্তি গুলি সম্পন্ন করেন। কিছু অপ্রাপ্তি আছে কি ? সবাই মন থেকে বলছো নাকি মন রাখার জন্যে মর্যাদা রক্ষার জন্যে হ্যাঁ বলছো ? গান তো গাও যে যা পাওয়ার ছিল তা পাওয়া হয়ে গেছে, নাকি কিছু বাকি আছে? প্রাপ্ত করেছ ? এখন পাওনা কিছুই নেই -- নাকি একটু একটু আশা আকাঙ্ক্ষা রয়ে গিয়েছে ? সব আশা পূর্ণ হয়েছে নাকি বাকি রয়েছে ? বাপদাদা বলেন বাকি আছে । (বাবাকে প্রত্যক্ষ করার আশা বাকি রয়েছে) এটা তো বাবার আশা যে সব বাচ্চারাই যেন জেনে যায় -- বাবা এসেছেন। কেউ যদি রয়ে যায় ! তো বাপদাদার বিশেষ আশা হল সবাই জানুক যে আমাদের চিরকালের পিতা এসেছেন। কিন্তু বাচ্চাদের হৃদের অন্য সব আশা পূর্ণ হয়ে গেছে, প্রেমের আশা রয়েছে । প্রত্যেকে চায় -- স্টেজে আসবে , তোমাদের এই আশা আছে কি ? (এখন তো বাবা স্বয়ং সবার কাছে আসেন) এই আশাটিও পূর্ণ হয়েছে তো ? প্রত্যেকে সন্তুষ্ট আত্মা। অভিনন্দন, কারণ সব বাচ্চারাই হল বোঝদার । বোঝে যে যেমন সময় তেমন স্বরূপে পরিণত হতেই হবে। তাই বাপদাদাও ড্রামার বন্ধনে আছেন কিনা ! তো সব বাচ্চারাই হল সময় অনুযায়ী সন্তুষ্ট আর সদা সন্তুষ্টমণি স্বরূপে জ্বলজ্বল করছে । কেন ? তোমরা নিজেরাই যে বলো - যা পাওয়ার ছিল তা পাওয়া হয়ে গিয়েছে । এইসব ব্রহ্মাবাবার আদি অনুভবের বোল। তো যে বক্তব্যটি ব্রহ্মাবাবার , সকল ব্রাহ্মণেরও সেই একই। তো বাপদাদা সব বাচ্চাদের এই রিভাইস করাচ্ছেন যে সর্বদা বাবার কম্পানীতে থাকো। বাবা সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করাচ্ছেন । বলেও থাকো যে বাবা হলেন সর্ব সম্বন্ধী । যখন তিনিই হলেন সর্ব সম্বন্ধী তো যেমন সময় তেমন সম্বন্ধকে কাজে কেন লাগাওনা ! আর এই সর্ব সম্বন্ধের সময় প্রতি সময় অনুভব করতে থাকো তো কম্প্যানিয়ানও থাকবে , কম্পানীও থাকবে। আর কোনো সাথীদের দিকে মন ও বুদ্ধি যেতেই পারবেনা । বাপদাদা অফার করছেন -- *যখন সর্ব সম্বন্ধ অফার করছেন তখন সর্ব সম্বন্ধের সুখ নাও । সম্বন্ধকে কাজে লাগাও* । বাপদাদা যখন দেখেন - কোনো কোনো বাচ্চা কখনও কখনও নিজেকে একাকী বা একটু নীরস অনুভব করে তখন বাপদাদার দয়া হয় যে এমন শ্রেষ্ঠ সঙ্গ থাকা সত্ত্বেও , সেই সঙ্গ দ্বারা কার্য উদ্ধার কেন করেনা ? তাহলে কেন বলে ? হোয়াই-হোয়াই (why-why) অর্থাৎ কেন - কেন , বাপদাদা বলেন হোয়াই বোলোনা , এই শব্দটি এল মানেই নিগেটিভ আছে আর পজিটিভ শব্দ হল ফ্লাই (fly) অর্থাৎ ওড়া , তাহলে হোয়াই-হোয়াই কখনও বলবেনা বরং ফ্লাই মনে রাখো। বাবাকে সঙ্গী করে ফ্লাই করো তবে মজা অনুভব হবে। সেই সঙ্গ আর সঙ্গী (company and companion) দুই রূপের সাহায্যে সারাদিন কাজ সফল করো। এমন সঙ্গী আবার পাওয়া যাবে কি ? বাপদাদা এতদূর পর্যন্ত বলেন যে -- যদি তোমার বুদ্ধি বা শরীর দুই-ই ক্লান্ত হয় তো এই সঙ্গী তোমার উভয় প্রকারেই মালিশ করতে রাজি । আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার জন্যেও এভাররেডি । তাহলে হৃদের অর্থাৎ দৈহিক আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন থাকবেনা । এমনভাবে ব্যবহার করতে পারো কি বা বুঝতে পারো যে সবচেয়ে বড় হলেন বাবা , টিচার , সঙ্কর ? বরং সর্ব সম্বন্ধ রয়েছে । বুঝলে - ডবল বিদেশীরা ?

আচ্ছা - সবাই বার্থ ডে পালন করতে এসেছ তো তাইনা ! পালন করবে তাইনা ! আচ্ছা যখন বার্থ ডে সেলিব্রেট করো তখন যার বার্থ ডে তাকে গিস্ট দাও, নাকি দাও না ? (দাও) তো আজ সবাই বাবার বার্থ ডে সেলিব্রেট করতে এসেছ । নাম তো হল শিবরাত্রি , তো বিশেষ করে বাবার জন্মদিন পালনে এসেছ । পালন করতে এসেছ তাইনা ? তো আজ বার্থ ডে গিস্ট কি দিয়েছ ? নাকি

শুধুই মোমবাতি জ্বালাবে , কেক কাটবে এইটুকুই পালন করবে ? আজ কি গিফ্ট দিয়েছ ? অথবা কালকে দেবে ? সে ছোট দাও , আর বড় দাও , কিন্তু গিফ্ট তো দাও কিনা ! তো কি দিয়েছ ? ভাবছো ? আচ্ছা দেবে কি ? দেওয়ার জন্যে তৈরী আছো তো ? যে গিফ্ট বাপদাদা বলবেন সেইটি দেবে বা তোমরা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী দেবে ? কি করবে ? যে গিফ্ট বাপদাদা বলবেন সেইটি দেবে বা তোমরা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী দেবে ? (যে গিফ্ট বাপদাদা বলবেন সেইটি দেব) ভেবে দেখো। একটু সাহস রাখতে হবে। সাহস আছে ? মধুবন বাকীরা ? সাহস আছে ? ডবল বিদেশীরা ? সাহস আছে ? হাত তো ভালই তুলেছে । আচ্ছা - শক্তির ? পাণ্ডবরা ? সাহস আছে ? ভারতবাসীরা ? সাহস আছে ? খুব ভাল। এইটাই বাবার জন্মদিনের অভিনন্দন । আচ্ছা - বাবা শোনাবেন ? এইরকম বলবেনা তো যে এইটা তো ভাবতে হবে ? বে - বে করবেনা কিন্তু । একটি কথা বাপদাদা মেজরিটিতে দেখছেন। মাইনরিটি নয়, মেজরিটি । কি দেখলেন ? যখন কোনো পরিস্থিতি এসে পড়ে তখন মেজরিটিতে এক , দুই , তিন নম্বর ক্রোধের অংশ না চাইতেও ইমার্জ হয়ে যায়। কেউ মহান ক্রোধের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে , কেউ উত্তেজিত হয়ে পড়ে , কেউ আবার তৃতীয় নম্বর, অর্থাৎ বিরক্ত বোধ করে । বিরক্ত হওয়া বোঝো ? সেইটিও ক্রোধেরই অংশ , হালকা রূপে। তৃতীয় নম্বর অংশটি হল হালকা । প্রথমটি জোরদার , দ্বিতীয়টি হল একটু কম। এখন ভাষা তো সবারই রম্যাল হয়ে গেছে । তো রম্যাল রূপে কি বলা হয় ? কথাটাই এমন ছিল , উত্তেজিত হতেই হবে। তাই আজ বাপদাদা সবার কাছে এই গিফ্ট চাইছেন যে ক্রোধ ত্যাগ করো কিন্তু ক্রোধের অংশ-টুকুও যেন না থাকে। কেন ? ক্রোধ করলে ডিসসার্ভিস হয়। কারণ ক্রোধ ক্রিয়েট হয় দুজনের মধ্যে । একা একা হয়না দুজনের মধ্যে হয়, তাই দেখতেও পাওয়া যায় । তা সে মন্মাতেই হোক না কেন, কারোর জন্যে ঘৃণা ভাবের অংশ থাকলে মনের মধ্যে সেই আত্মার প্রতি বিরক্ত ভাব নিশ্চয়ই আসে। তো বাপদাদা এই ডিসসার্ভিসের কারণ পছন্দ করেননা । তো ক্রোধের ভাব অল্প মাত্রাতেও যেন উৎপন্ন না হয়। যেমন ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ অ্যাটেনশান দাও , তেমনই কাম মহাশত্রু , ক্রোধ মহাশত্রু গায়ন আছে। শুভ ভাব , প্রেম ভাব ইমার্জ হয়না। তারপর সেটা মুড় অফ করে দেবে। সেই আত্মাকে পরিহার করবে। সামনে আসবেনা , কথা বলবেনা । তার কথাগুলো নাকচ করবে । এগোতে দেবেনা । এইসব তখন বাইরের লোকেরাও জানতে পেরে যায়। যদিও বলা হয় , আজ শরীর অসুস্থ , আর কিছু নয়। তো জন্মদিনে এই গিফ্ট দিতে পারবে ? যারা ভাবছে চেষ্টা করবে , তারা হাত তোলো। উপহার দেবে ভাবছে , চেষ্টা করবে তারা হাত তোলো । মনের স্বচ্ছতা থাকলে সাহেবও রাজি থাকেন। (অনেক ভাই-বোনেরা উঠে দাঁড়িয়েছে) আস্তে আস্তে উঠছে। সত্য বলার জন্যে অভিনন্দন । আচ্ছা যারা বলেছে চেষ্টা করবে , ঠিক আছে চেষ্টা করো কিন্তু সেই চেষ্টা করতে কতদিন সময় চাই ? একমাস , ছয় মাস , কত চাই ? পরিত্যাগ করবে নাকি সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই? যারা বলেছে চেষ্টা করবে তারা আবার উঠে দাঁড়াও । যারা ভাবছে আমরা দুই-তিন মাসের মধ্যে চেষ্টা করে ত্যাগ করব তারা বসো। আর যারা ভাবছে ছয় মাস লাগবে , ছয় মাস লাগলে সময় নাও তবুও কম কোরো , এই কথাটি ছেড়ে দিও না কারণ এইটি খুবই জরুরী । এইরকমই ডিসসার্ভিস দেখা যায়। মুখে কথা নেই তবুও চেহারা বলে দেয়। তাই যারা সাহস করেছ তাদের উপরে বাপদাদা জ্ঞান , প্রেম , সুখ , শান্তির বর্ষা করছেন। আচ্ছা ।

বাপদাদা রিটার্ন গিফ্ট রূপে এই বিশেষ বরদান সবাইকে দিচ্ছেন - যখনই ভুল করে বা না চাইলেও ক্রোধ চলে এলে, তখন মনে মনে বলো --" মিষ্টি বাবা" , তাহলেই বাবার একস্ট্রা সাহায্য সাহসী আত্মারা অবশ্যই প্রাপ্ত করবে। মিষ্টি বাবা বলো , শুধু বাবা বোলোনা। "মিষ্টি বাবা"। তাহলেই

সাহায্য লাভ করবে। নিশ্চয়ই লাভ করবে। কেননা লক্ষ্য ঠিক রেখেছ যে । তো লক্ষ্য থেকেই লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়। মধুবনবাসীরা হাত তোলো। আচ্ছা - করতেই হবে তাইনা ! (হাঁ জি, আশ্বে) অভিনন্দন । খুব ভাল কথা। আজ বিশেষভাবে মধুবনবাসীদের টোলী (প্রসাদী মিষ্টি) দেওয়া হবে। তারা খুব পরিশ্রম করে। ক্রোধের জন্যে নয় , পরিশ্রমের জন্যে দেওয়া হয় । সবাই ভাববে হাত তুলেছে , তাই টোলী দেওয়া হচ্ছে । খুব পরিশ্রম করে। সবাইকে সেবা দিয়ে সন্তুষ্ট করা , এটাই তো হল মধুবনের উদাহরণ । তাই আজ সবার মুখ মিষ্টি করানো হবে। তোমরা সবাই এদের মুখ-মিষ্টি দেখে মুখ মিষ্টি করে নিও, খুশী হবে তো তাইনা । এইরকম করাটাও ব্রাহ্মণ পরিবারের কালচার । আজকাল তোমরা কালচার অফ পীস অর্থাৎ শান্তির সংস্কৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রোগ্রাম তৈরী করছ কিনা। তো এওতো ফার্স্ট নম্বরের কালচার --"*ব্রাহ্মণ* *কুলের* *সভ্যতা* " । বাপদাদা দেখেন , এই দাদি যখন উপহার দেন তাতে একটি পাটের থলি বিশেষ ব্যবহৃত হয় যাতে লেখা থাকে - " কম বলো , আস্তে বলো , মিষ্টি বলো " । তো আজ বাপদাদা এই উপহার দিচ্ছেন , পাটের থলি নয় , বরদান স্বরূপ এই শব্দটি দিচ্ছেন । প্রত্যেক ব্রাহ্মণের চেহারা এবং চলন দ্বারা ব্রাহ্মণ কালচার যেন প্রত্যক্ষ হয়। প্রোগ্রাম তো করবে , ভাষণও তৈরী করবে কিন্তু সর্বপ্রথম স্ব-স্বরূপে এই সভ্যতার উপস্থিতি আবশ্যিক । প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ হাসির ছোঁয়া দিয়ে যেন প্রত্যেকের সম্পর্কে আসে। কারো সঙ্গে একরকম , কারো সঙ্গে অন্যরকম , এমন নয়। *কাউকে দেখে নিজের কালচার ভুলোনা* । অতীতের কথাকে ভুলে যাও। নতুন সংস্কার সভ্যতার জীবনে দেখাও। এখন দেখাতে হবে , ঠিক আছে তো ! (সবাই বলল হাঁ-জি)

এটা খুব ভাল। ডবল ফরেনার্স মেজরিটিতে হাঁ-জি বলতে এক্সপার্ট ।

ভাল কথা - ভারতবাসীদের তো মর্যাদা - ই হল - " হাঁ-জি করা " । শুধুমাত্র মায়াকে না-জি করো , ব্যস আর আত্মাদেরকে হাঁ-জি , হাঁ-জি করো । মায়াকে না-জি , না-জি করো। আচ্ছা । সবাই জন্মদিন পালন করেছ ? পালন করলে , উপহার নিয়েছ , উপহার দিয়েছ । আচ্ছা ।

চারিদিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মারা , সর্বদা বাবার সঙ্গে সঙ্গী আত্মারা , বাবাকে কম্প্যানিয়ান করেছে এমন স্নেহী আত্মারা , সর্বদা বাবার গুণের সাগরে নিমজ্জিত বাপদাদার সমকক্ষ শ্রেষ্ঠ আত্মারা , সর্বদা সেকেন্ডে বিন্দু লাগায় এমন মাস্টার সিন্ধু স্বরূপ আত্মারা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং অনেক অনেক অভিনন্দন , অভিনন্দন , অভিনন্দন গ্রহণ করো। নমস্কার তো বাপদাদা প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি বাস্টাকে বলেন , তাই আজকেও নমস্কার ।

বরদান :- প্রকাশ দ্বারা বিশ্বকে অন্ধকার দূর কারী মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব।

ব্যাখ্যা :- মাস্টার জ্ঞান সূর্য সে-ই হয় যে বিশ্বের অন্ধকার মিটিয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে। সে স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ , লাইট-মাইট স্বরূপ হয় এবং অন্যদেরও লাইট-মাইট প্রদান করে। যেখানে সর্বদা রয় প্রকাশ সেখানে অন্ধকার হওয়ার প্রশ্নই নেই , অন্ধকার হতেই পারেনা। যে বিশ্বকে প্রকাশিত করে দেয় সে স্বয়ং অন্ধকারে থাকতে পারেনা। সম্পূর্ণ পবিত্রতার অর্থ হল প্রকাশময় অবস্থা । তাদের কাছে অন্ধকার অর্থাৎ বিকারের অংশ মাত্র থাকেনা ।

শ্লোগান : স্বভাব , সংস্কার , সম্বন্ধ-সম্পর্কে লাইট থাকা মানাই মিশুকে হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য রোজ জ্ঞানের আপেল খাও"

প্রশ্নঃ - কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছতে কোন্ পুরুষার্থ করতে হবে ?

*উত্তরঃ - এমন অভ্যাস করো যাতে বাবা ছাড়া বুদ্ধিতে আর কারও স্মরণ না আসে । অন্ত মতি সো গতি অর্থাৎ তোমার অন্তিম ভাবনাই তোমাকে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে; যখন এমন অবস্থা হবে, যখন বুদ্ধিতে অন্য কারও স্মরণ থাকবেনা তখন সদা হর্ষিতও থাকবে আর কর্মাতীত অবস্থাও লাভ করবে । তোমাদের পুরুষার্থ আত্ম-অভিমানী হওয়ার । আত্মা আত্মাদের দেখলে, আত্মাদের সাথে কথা বললে সেখানে সবসময় খুশি থাকবে । স্থিতি অচল হবে ।

গীতঃ- তুমি মাতা আর পিতাও তুমিই ...

ওম্ শান্তি । এই গান যথার্থ। কারণ সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি রচনা রচেন তাঁদেরই মাতাপিতা বলা হয়ে থাকে । কোনও সাকার বা সূক্ষ্মাকারকে রচয়িতা বলা যায়না । রচয়িতা এক এবং একমাত্র নিরাকারকেই বলা হয়ে থাকে । তোমরা বাচ্চারা এখন এটা বুঝেছ, তারা এই গান এমনই গায় । ভক্তদের বুদ্ধিতে এটাই থাকে যে, তাদের শুধু ভক্তি করতে হবে, কিন্তু তারা জানেনা তারা কার পূজা করবে । একমাত্র ভগবান যাঁকে মাতাপিতা বলা হয় তাঁকেই পূজা করা উচিত । অনেকের পূজা নয় । তারা বলে, ভগবান এসে ভক্তির ফল দেবেন; ফল অথবা বরসা, দুটোই এক জিনিস । যখন একটা বাচ্চা জন্মায় তার পিতার কাছ থেকে সে উত্তরাধিকার লাভ করে । এই হলো ভক্তিমার্গের গায়ন । তারা তাঁকে স্মরণ করে, তিনি এসে তাদের ভক্তির ফল দেবেন । এটাও বলা হয়, জ্ঞান এবং ভক্তি । ভক্তির ফলই জ্ঞান । তোমরা যথার্থ জানো, ভক্তি কখন শুরু হয় । কেউ এটা জানেনা ; জ্ঞানের সময়কাল দিন আর ভক্তির সময়কাল রাত । দিন এবং রাতের ভাগ নিশ্চয়ই অর্ধেক অর্ধেক হবে ! শাস্ত্রে কালচক্রের সময়কাল অনেক বড় করে লিখেছে । তারা জ্ঞানের সময় দীর্ঘ করেছে আর ভক্তির সময়কে কম । তারা দ্বাপর আর কলিযুগকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখিয়েছে । সেটা দিনরাত্রির সময়ের যথার্থ নির্ণয় নয় । এমনকি তারা শুক্ল পক্ষ, কৃষ্ণ পক্ষের কথাও বলে । শাস্ত্রে এই শব্দের উল্লেখ আছে । তারা বলে যে, তোমরা যখন শাস্ত্র মানোনা, তখন শাস্ত্রে বলা উক্তি কেন বলো ? তাদেরকে তোমাদের বোঝাতে হবে, শাস্ত্রের সার বাবাই তোমাদের শোনান । অমুক শাস্ত্রে এটা ঠিক নয়, ওটা ঠিক; রেফারেন্স দিতেই হবে । প্রদর্শনীতে তোমরা যেমন হনুমান, গণেশ, বামন অবতার ইত্যাদি ইত্যাদি ছবি দেখাও । তাদের বোঝানোর জন্য এই ছবিগুলো দেখাতে হবে । যে জিনিসগুলো ভুল সেগুলো সম্পর্কে ব'লে যেটা ঠিক সেটা বুঝিয়ে দেবে । তারা বাবার মহিমা করে, গায় 'শিবায় নমঃ', আবার তারপরে তারা লিখেছে, তুমি মাতা, তুমি পিতা । তাঁর একটা নাম তো দিতে হবে । মানুষ জানেনা কে তাদের পিতা । তারা বলে, হে গড ফাদার, তাদের বুদ্ধি সেদিকেই ধাবিত হয় । যখন মানুষ প্রার্থনা ইত্যাদি করে, তারা জানে যে, পরমপিতা পরমাত্মা পরলোকে নিবাস করেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে স্মরণ করলে বুদ্ধি সূক্ষ্মবতনে যাবে । ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড ফ্লোর আছে । মূল কথা হলো তারা বাবাকে ভুলে গেছে । বাবা এসে অভিযোগ জানান, তোমরা তাঁর অনেক গ্লানি করো । বাবা, যিনি সবার সদগতি দাতা, সেই তারাই বসে বসে বাবার গ্লানি করে । ভগবানুবাচঃ- যখন প্রচণ্ডভাবে ধর্মের গ্লানি হয় তখনই আমি আসি । ভারতবাসী

তাদের নিজেদের ধর্মের বদনাম করে; তারা বলে, ভগবান সর্বব্যাপী। ভগবান কি প্রত্যেকের মধ্যে থাকেন ? তারা বলে, ভগবান মতস্য, কচ্ছপ ইত্যাদি শুধুই রক্তমাংসে গঠিত দেহে অবতরিত হন, নাম হয় কূর্ম অবতার, মতস্য অবতার, বরাহ অবতার . . . বাবা ভারতবাসী বাচ্চাদেরই জ্ঞান শোনান কেননা তারাই বাবার গ্লানি করে। এমনকি এই বিশিষ্ট অতি প্রিয় বাচ্চা (ব্রহ্মা) তাঁর বদনাম করেছে। এই মানহানিও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে। এইভাবে তোমরা পাপ আত্মায় পরিণত হও। বাবা প্রত্যেককে পবিত্র করেন কারণ তিনি পতিত-পাবন। তিনি তোমাদের পবিত্র করে বিশ্বের মালিক বানান। বাবা যাদের বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলেন তারা তাঁর অনেক অপমান করেছিলো। তোমরা তাদের বোঝাতে গেলে যখন তারা সমাচার পায় যে, অনেক মানুষ লিখতে রাজী হয়েছে যে, তোমরা যা বলছ তা রাইট, তখন তারা তোমাদের বিশ্বাস করে। এমনকি তারা শ্রীমত্ ভাগবত গীতার কথা বলে; ভগবানের শ্রীমত্ শ্রেষ্ঠতম থেকেও শ্রেষ্ঠ মত্। উচ্চতম থেকেও যিনি উচ্চ তাঁর শ্রীমত্ও শ্রেষ্ঠই হতে হবে। তিনি এসে পতিতকে, ব্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী বানান। সর্বাগ্রে, তোমাদের এক-এর পরিচয় দিতে হবে। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরক্রম আছে। অনেক বাচ্চারা লেখে, বাবা আমি কি করতে পারি, মায়ার তুফান আমাকে এখানে থাকতে দেয়না। এই -এই বিকার আমার সমস্যার সৃষ্টি করে। বাবা বলেন, তোমাকে তাদের জয় করতে হবে। তানাহলে, পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। টিচার যদি এইরকম কোনও কাজ করে তবে অন্যদের মনে সংশয় হয় যে, টিচারের ব্যবহার এইরকম হলে সে অন্যদের আলাদা কি শোনাবে ! কিছু বিকার সেমি; সতঃ, রজঃ, তমঃ অবস্থা সবকিছুর মধ্যে আছে। সত্যযুগকে সত্য বলা হয়ে থাকে, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং কলিযুগকে তমো বলা হয়ে থাকে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট; দুনিয়াই ব্রষ্টাচারী অথচ কেউ নিজেকে ব্রষ্টাচারী মানেনা। বাবা বোঝান, রাবণ রাজত্বে একজনও কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন তোমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করবে উচ্চতম থেকেও উচ্চ কে, তারা বলবে ভগবান। তাঁর অকুপেশন জানো ? না, অথবা তারা বলবে, সন্ন্যাসীরা শ্রেষ্ঠ কারণ তাঁরা পবিত্র থাকে। তারা নিজেরা সন্ন্যাসীকে ফলো করে। তারা সন্ন্যাসীদের নমস্কার জানায় সুতরাং, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, সন্ন্যাসীদের থেকেও নিশ্চয়ই কেউ শ্রেষ্ঠ আছেন ! সন্ন্যাসীরাও ভগবানের সাধনা করে। আজকাল তারা অনেক ছবি প্রস্তুত করে। তারা ভগবানকে সবচেয়ে উঁচুতে রাখে। রাম অথবা কৃষ্ণের সামনে শিবলিঙ্গম প্রতিষ্ঠা করে এটা বোঝাতে চায় যে ভগবান সবচেয়ে উচ্চ। তানাহলে তারা শিবের পূজা করতো না। তারা নিজেদের রাজ্য শাসন করতো। যখন তারা পতিত হয় তখনই পূজার প্রচলন হয় আর তারা পূজা করতে শুরু করে। নিরাকার পরমাত্মাকে বলা হয় উচ্চতম থেকেও উচ্চ। তিনি পতিত-পাবন, সকলের সদগতি দাতা এবং লিবারেটর। তিনি প্রত্যেককে তাঁর সাথে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তোমরা জানো যে, তিনি তোমাদের বাবা। এইসময় আমরা সকলে অসুস্থ, জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা এভার হেলদি আর এভার ওয়েলদি হয়ে যাবো। বলা হয় যে, রোজ অ্যাপল্ খাও তবে তোমরা এভার হেলদি হয়ে যাবে। এটা তোমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখছ। মায়া সবাইকে অসুস্থ বানিয়ে দিয়েছে। এক এবং একমাত্র বাবা প্রত্যেককে হেলদি আর ওয়েলদি বানান। এমনকি সূক্ষ্মবতনের আত্মারাও হেলদি। এখানে আত্মারা আনহেলদি, কিন্তু আত্মারা যখন নিরাকার দুনিয়া থেকে প্রথম নীচে নেমে এসেছিলো তারা শুধু সুখ দেখেছিলো। বাবা আমাদের ব্রহ্মার মাধ্যমে অপার সুখ দেন। এখন বিনাশ হতেই হবে। এই যন্তু থেকে বিনাশজ্বালা বেরোবে। মানুষ আলোচনা করে কিভাবে শান্তি হবে, আবার এটাও ভাবে মানুষ চায় এক হয় আরেক। যখন বিনাশ হবে তখনই শান্তি আসবে। তারপরে সব আত্মারা মুক্তিধামে ফিরে যাবে। বিনাশ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এই কথাই বা তাদের বলবে কে ? এই ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিগণের অনেক শেষে জ্ঞানলাভ হবে। মানুষ শান্তির খোঁজে একসাথে

মিলেমিশে এক হয়ে যায়, তবুও এভাবে শান্তি আসেনা। বিনাশ আগেও হয়েছিলো। যাদব, কৌরবও ছিলো। গীতার ভগবানও এসেছিলেন। এখনের এই পতিত দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠাচারী আর কেউ নেই। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী-নারায়ণ, সত্যযুগে রাজ্য শাসন করতেন। ভ্রষ্টাচার অতি মাত্রায় বেড়ে গেছে, সুতরাং, বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। বিনাশের পরেই সকলের সুখ শান্তি হবে। সবাইকে বোঝাও যে, তোমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। প্রথমে এই ধর্মই ছিলো, এখন নেই। আবার নতুনভাবে সেই ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। এই সময় আমরা ব্রাহ্মণ, দেবতা নই। যখন কেউ ভাষণ দেওয়ার জন্য স্টেজে ওঠে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আসে কি বলতে হবে। আমার বাচ্চারা বোঝে কি বলতে হবে। সদগতি দাতা, এক এবং একমাত্র বাবা শান্তি স্থাপন করেন। তিনি লিবারেটর। এটা সেই সময়, যখন সবাই ঘরে ফিরবে। বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা! সত্যযুগে যাওয়ার জন্য নিজেদের উপযুক্ত মনে করো? তোমরা রাবণকে জয় করেছ? তারা বলে, বাবা! রাবণকে জয় করার পুরুষার্থ করছি। তারা লজ্জায় প্রত্যেকে হাত ওঠায়। বাবা বলেন, নিজের মুখের দিকে দেখ। কত সময় তোমরা বাবাকে স্মরণ করো? এমন অবস্থা হওয়া চাই যেন অস্তিমে অন্য কেউ স্মরণে না আসে, তবেই অন্ত মতি সো গতি হোগি অর্থাৎ অস্তিমের ইচ্ছাই গতিপ্রাপ্ত হবে। একমাত্র তখনই কর্মভীত অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে। একমাত্র তখনই সর্বদা খুশিতে থাকবে যখন অন্যদের সেবা করবে। তোমরা রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার। তোমরা ছাড়া রুহকে কেউ ইনজেকশন দিতে পারবেনা। গায়নও আছে জ্ঞানাজ্ঞান সন্স্কর দিয়েছেন। আত্মা এখন জেনেছে যে, সে সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান পেয়েছে। আত্মা দেহের মাধ্যমে জ্ঞানের সাগরকে বলে, আমাকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। এটা অত্যন্ত খুশির বিষয়। তোমাদের পুরনো বস্ত্র ত্যাগ করে এক নতুন বস্ত্র ধারণ করতে হবে। যে কারণে তোমাদের নাম হয় শ্যাম সুন্দর। তোমরা জানো যে, তোমরা সুন্দর ছিলে, এখন শ্যামল হয়েছে, তোমরা আবারও সুন্দর হওয়ার পথে চলেছ। বাবা তোমাদের সুন্দর বানান আর মায়া, রাবণ তোমাদের কালো বানায়। কামচিটায় চড়ে তোমরা কালো হয়ে যাও। এই সহজ কথাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে। নলেজ নম্বরক্রম অনুসারে স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে ধারণ হবে। কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত ডাল হেড (স্থূলবুদ্ধি) থাকে। টিচার বলেন, যারা পড়ায় খুব নিস্বেজ, তাদের দেহ-অভিমানের ভার অনেক বেশী। যদি তুমি আত্ম-অভিমानी হও তবে তুমি সর্বদা উত্সাহে আনন্দে ভরপুর থাকবে। আত্মা, আত্মাকে দেখে অর্থাৎ তোমরা আত্মারা তোমাদের ভাইকে দেখলে স্বচ্ছন্দে থাকবে। বাবা তোমাদের বাচ্চাদের দেখে খুশি হন। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের মায়া থেকে লিবারেট (মুক্ত) করে তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এই তনে শিববাবা প্রবেশ করেন। তিনি নিশ্চয়ই ব্রুকুটির মাঝেই বসবেন। এমন নয় যে, গঙ্গা মাথার মধ্যে থেকে বইতে থাকবে। তারা শিবকে ষাঁড়ের ওপরে সওয়ার দেখিয়েছে। তারা ষাঁড়ের ব্রুকুটিতে শিবের ছবি দেখায়। আত্মা নিশ্চয়ই ব্রুকুটির মধ্যেই থাকবে। আত্মার স্থান যেখানে অবশ্যই আত্মা সেখানে বসবে। গুরুরা শিষ্যদের তাদের পাশে বসায়। সুতরাং সন্স্করও এসে এঁনার পাশে বসবেন। বলা হয় "গুরু ব্রহ্মা"। বিষ্ণু বা শংকরকে গুরু বলা হয়না। সেই ব্রহ্মাই বিষ্ণুর দ্বৈত রূপ। শিবকে গুরু বলা যায় কারণ তিনি সকলকে মুক্তি প্রদান করেন। উচ্চতম থেকেও উচ্চ, তিনি যে ভগবান। এইসব কিছু তোমাদের খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আত্মা।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) সদা খুশি থাকতে হলে আল্লা-অভিমানী হতে হবে। আমরা আল্লারা ভাই-ভাই, এই দৃষ্টি নিশ্চয় করতে হবে।

২) রুহানী সমাজসেবী হয়ে আল্লাদের জ্ঞানের ইঞ্জেকশন দিতে হবে। সবার রুহানী সেবা করতে হবে।

বরদানঃ- মন আর বুদ্ধি সর্বদা সেবায় ব্যস্ত রেখে নির্বিঘ্ন সেবাধারী ভব

যারা যত বেশী সেবায় উত্সাহ-উদ্দীপনা রাখতে পারবে ততই নির্বিঘ্ন হবে কারণ বুদ্ধি সেবায় ব্যস্ত থাকে। যখন বুদ্ধি খালি থাকে তখন অন্য কোনও কিছুর প্রবেশ করার চান্স থাকে কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তুমি সহজেই বাধাবিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। মন আর বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখতে টাইম-টেবল বানাও। সেবা বা নিজের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করেছ তাকে প্র্যাকটিক্যালের জন্য মাঝে মাঝে অ্যাটেনশন অবশ্যই প্রয়োজন। অ্যাটেনশন কখনও যেন টেনশন-এ বদল হয়ে না যায়, যেখানে টেনশন, সেখানে সমস্যা।

স্লোগানঃ- সেবা থেকে পাওয়া আশিস, সুস্বাস্থ্যের সাধন।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - "বাবা এসেছেন তোমাদের অনাথ থেকে সনাথ অর্থাৎ রাজার রাজা বানাতে, সকলেরই দুঃখ ঘুচিয়ে, সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য।"

প্রশ্ন:-*প্রতি কল্পেই বাবা এসে ওঁনার সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কোন ধরনের আত্ম (ধৈর্যের শিক্ষা) দেন ?*

উত্তর:- ওহে আমার মিষ্টি বাচ্চারা -তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো, এত বিশ্বের মধ্যেও বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা আর সকলেরই দুঃখ নিবারণ করা -এ তো কেবল একমাত্র আমারই কর্ম-কর্তব্যের কাজ। তাই তো আমি এসেছি, তোমাদেরকে এই অশান্তির রাবণ-রাজ্য থেকে মুক্ত করে শান্তির রাম-রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে তোমাদের নিজধামে নিয়ে যাওয়া, তা তো আমারই দায়িত্ব।

গীত:- *ছোড় ভী দে আকাশ সিংহাসন*
(তুমি তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন ছেড়ে দিয়েই এবার আসো)

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা তোমরা গীত তো শুনলে। বাচ্চারা তাদের পরমপ্রিয় পরমপিতাকে স্মরণ করছে, আবারও এখানে আসার জন্য -- এইভাবেই তারা কাতর আহ্বান করছে। যেহেতু এই দুনিয়াটা এখন সম্পূর্ণ রূপে মায়ায় আচ্ছন্ন রাবণ-রাজ্যে পরিণত হয়েছে। যেখানে সবাই কেবল দুঃখ আর দুঃখ। আত্মারা নিজেরাই তা স্বীকার করছে, তারা খুবই পতিত হয়ে পড়েছে। সেখানে বাবা তাদের বলছেন যে - *এই কারণেই প্রতি কল্পেরই সঙ্গমযুগে আমি অবতীর্ণ হই এই ধরাতে। ৫-হাজার বছর পূর্বেও আমি এসেছিলাম, এই কল্পের সঙ্গমযুগেও এখন আবার এসেছি আমি।* বাবা বাচ্চাদের সাহস যুগিয়ে বলেন - 'বাচ্চারা, তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো, এ সব কর্ম-কর্তব্য আমারই অভিনয়ের অংশ।' ব্রাহ্মণ বাচ্চারা পরমাত্মাকে কাতর আহ্বান করে ডাকে - 'বাবা আসো, তুমি এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাও আর এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন করো। এই সময়ে আমরা সকল আত্মারাই একেবারেই অনাথ হয়ে আছি।' অনাথ তো তাদেরই বলা হয়, যাদের মাতা-পিতা থাকে না। তারা (অনাথ বাচ্চারা) সবাই দুঃখী হওয়ার কারণে সর্বদা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করতেই ব্যস্ত থাকে। ফলে সবাই খুবই দুঃখী। যেহেতু সমগ্র দুনিয়াটাই এখন অশান্তিতে পরিপূর্ণ - তাই তো বাবা এসেছেন সকল অনাথ আত্মাদের এই দুঃখের দুনিয়া অর্থাৎ অশান্তির রাবণ-রাজ্য থেকে মুক্ত করে শান্তির রাম-রাজ্যে অর্থাৎ সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবা আরও জানান - 'এটা কেবল ওঁনারই দায়িত্ব।' সমগ্র বিশ্বের তথা সকল আত্মাদের এই এক ও একমাত্র শিববাবাই হলেন, সমগ্র জগতের পিতা। তাই সমগ্র দুনিয়ার মানুষই তো সেই বেহদের বাবার উদ্দেশ্যে বলে - 'বাবা তাই তো তুমি এখন উপর (পরমধাম) থেকে তোমার সিংহাসন ছেড়ে নীচের এই মর্ত্যধামে এসেছ। তোমার আসন তো সেই ব্রহ্ম মহাত্মে। আর এই দুনিয়া হলো জীবাত্মাদের দুনিয়া। পরমধাম হলো সকল আত্মাদের বসবাসের স্থান, যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। তখন বাবা তাঁর বাচ্চাদের বোঝান যে, এ সবই হলো একটা সুখ-দুঃখের নাটক। দুঃখী হওয়ার কারণেই তো সকল আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মাকে এমন কাতর ভাবে আহ্বান করে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই তো এই গীতও রচিত হয়েছে। বাচ্চারা কি কি ভুল করেছে, কেনই বা এমন স্নেহবান বাবাকে ভুলে গেছে! যিনি

সর্বজ্ঞ, স্বয়ং গীতার ভগবান, এত সুন্দর ও সহজ পদ্ধতিতে সর্বোৎকৃষ্ট রাজযোগের একমাত্র শিক্ষক, যিনি অনাথ আত্মাদের স্ব-নাথ অর্থাৎ রাজার রাজা বানান, আর আজ তাঁকেই তোমরা জানো না! অথচ, তাঁর গুণগান কীর্তনও তো আবার করো। এই গান তো তোমরাই গেয়ে থাকো - "হে অনাথের নাথ, একমাত্র তুমিই যে আমাদেরকে রাজারও রাজা বানাও।" শিববাবা একমাত্র ভারতকেই সেই অনাথ থেকে স্ব-নাথ বানিয়ে থাকেন। পূর্বে এই ভারত-ই ছিল একমাত্র সনাথ অর্থাৎ সকল দেশের সেরা ও সর্বদা সুখী আত্মাদের দেশ। পবিত্রতা-সুখ-শান্তি-আনন্দ-প্রেমে সমৃদ্ধশালী ছিল এই ভারতবাসী। ভারত তখন ছিল গৃহস্থ-আশ্রম ও পবিত্র স্বরূপের দেশ। তাই তো কেবল ভারত সম্বন্ধেই একথা উল্লেখ আছে যে, *১৬ কলা সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেশ।* কিন্তু সেই ভারতভূমি এখন কেমন অনাথ আশ্রমে পরিণত হয়েছে। ভারতবাসীরা তো তখন এটাও জানতো না যে, হিংসা বা অহিংসা কাকে বলে! জগতের লোকেরা তো কেবল বোঝে যে, গরু বা পশু ইত্যাদিকে মারা মানেই হিংসা। কিন্তু বাবা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলছেন যে, একে অপরের প্রতি কাম-বিকারী হওয়াটাই হলো প্রকৃত হিংসা। রাবণ রূপ বিকারের প্রবেশ ঘটাতেই সকল আত্মারাই এমন পতিতে পরিণত হয়েছে। বাবা আরও বলেন- *আমাদের সব থেকে বড় শত্রু হলো দেহ অভিমান। তারপরেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এই পাঁচ বিকারই হলো তোমাদের মহাশত্রু। যার কারণে আজ তোমরা এমন অনাথে পরিণত হয়েছো।* বাবা সকল ভারতবাসী আত্মাদের জিজ্ঞাসা করছেন -ওহে বাচ্চারা, তোমাদের মনে কি পড়ে, সত্যযুগে যখন তোমরা সনাথ ছিলে, তখন তোমরা কতই না সুখে ছিলে! সেই অবচেতন মনের স্মৃতিতেই তো এই দুনিয়ায় কোনও আত্মা দেহত্যাগ করলে, তার উদ্দেশ্য বলে থাকো - তিনি স্বর্গে আরোহণ করেছেন। অর্থাৎ এতদিন তা হলে তো তিনি নরকেই ছিলেন, তাই না! তাই তোমাদেরও অন্যদেরকে তা বোঝাতে হবে যে, ভারত এখন এমনই চূড়ান্ত পর্যায়ে নরকে পরিণত হয়েছে, তাই তো তাকে 'রৌরব' নরক বলা হয়। গরুড় পুরাণেও এমন কাহিনীর স্বীকৃতি আছে। তাতে যে নদীর উপমা দেওয়া হয়েছে তা জাগতিক কোনও জলের নদী নয়, যা বিষয় সাগর নদীকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখন যেখানে সকল আত্মারাই একে অপরের সাথে সর্বদা গুঁতোগুঁতি ও লড়াই-ঝগড়া করছে। এরই কারণে একে অপরকে সর্বদা কাটতে যায়, দুঃখ দিতে থাকে। বাবা এসেই আমাদেরকে তা বোঝান, এটাই হলো দুঃখ-সুখের এক অবিভাজী (ড্রামা) নাটক। যার চিত্রপট অনেক আগে থেকেই লেখা হয়ে আছে। তবে এমনটা মোটেই হয় নয় যে, এফুনি যা নরক ছিল, আবার মূহুর্তেই তা স্বর্গে পরিণত হয়ে যাবে। আবার এমনও নয় যে, যে সকল আত্মাদের কাছে অনেক ধনসম্পত্তি আছে, তারা স্বর্গেই বাস করছে, অর্থাৎ তিনিই সুখী। ধন-সম্পত্তিবান আত্মারাও এখন যথেষ্ট দুঃখী। কারণ সমগ্র দুনিয়াটাই যে এখন দুঃখের সাগরে পরিণত হয়েছে। তাই এখন এই বাবা এসে আমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, *তোমাদের আসল ধন-সম্পদই হলো পরমাত্মা, যাঁকে তোমরা মাতা-পিতা বলে সম্বোধন করে থাকো এবং গুণগান ও কীর্তনও করো।* জগতের মানুষেরা পরমাত্মাকে না জানার কারণে লক্ষ্মী-নারায়ণ ও রাধা-কৃষ্ণকেও মাতা-পিতা বলে সম্বোধন করে থাকে। পরমাত্মাই হলেন একমাত্র সমগ্র জগতের শ্রুতা, অথচ জগতবাসী কিন্তু তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধেই অবগত নয়। যদিও এ সবই হলো সৃষ্টি চক্রের নিয়ম। কিন্তু একে মায়ার চক্র বলা যাবে না অবশ্য। মায়া হলো আত্মার পাঁচ বিকার। জাগতিক অর্থে যদিও ধন-সম্পদকেই সম্পত্তি বলা হয়। কিন্তু, সম্পত্তিবান ভব, আয়ুস্মান ভব, পুত্রবতী ভব, ইত্যাদি এইসব আশীর্বাদী সম্পদ একমাত্র শিববাবাই দিয়ে থাকেন। ভক্তিমার্গের গুরুরাও আবার আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই এক ও একমাত্র পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর, তোমরা যাঁর গুণগান ও কীর্তন করে থাকো। অথচ গীতা পাঠ শোনার পরেই কত সহজেই বলে দাও- 'শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ'।

আরে, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ভগবান হতে পারেন! জগতের মানুষেরা তো কেবল উপরওয়ালাকেই অর্থাৎ পরমাত্মাকে বিভিন্ন রূপে আহ্বান করে। তোমরা আত্মারাও তো প্রতি জন্মেই নিজেদের রূপ পরিবর্তন করো। পরমাত্মা শিববাবার আসতে হলে তো কোনো মানুষ শরীরেই প্রবেশ করতে হবে। এমন তো হতে পারে না যে তিনি ষাঁড়ের শরীরেই প্রবেশ করবেন! তোমরাই তো পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলো - 'বাবা তুমিও আমাদের মতন রূপ পরিবর্তন করে কোনও মানুষের শরীরে প্রবেশ করো।' বাবা বলেন, - আমি কোনো ষাঁড়, কচ্ছপ বা মৎস্যের রূপে আসি না মোটেই।' কল্প শুরুর প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা মানুষ সৃষ্টির রচনা হয়ে থাকে। সেই হিসাবে দুজনেই আমাদের পিতার মার্যদা পাচ্ছেন। একজন হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা, যিনি অনাথদের রাজা বানান। তাই তো ওঁনাকে এত আহ্বান করা হয় এবং গুণগানও করা হয় যে, জ্ঞান সূর্যের প্রকাশ হয়েছে, এই বলে। কারণ এই এক ও একমাত্র পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সূর্য স্বরূপ এবং যিনি সর্বোচ্চ সম্মান ও আসনের অধিকারী। তাই ওঁনার এই খেলাকে তো বুঝতে হবে- তাই না! আর এই খেলা রচিত হয়েছে কেবল ভারতের উপরেই। বাকি ঘটনাগুলি সবই মূল গর্ভ নাটকের পার্শ্ব নাটক। ভারতের দেবী-দেবতা ধর্মই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নশ্বর-ওয়ান। দৈবী ধর্ম, দৈবী কর্ম সব কিছুই ছিল শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু যা এখন সেই ধর্মে-কর্মে সবকিছুতেই একেবারে ভ্রষ্টে পরিণত হয়েছে।

বাবা বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন, মুখ্য বা প্রধান ধর্ম চারটি। যার মধ্যে প্রধান ও প্রথমটি হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। সত্যযুগ স্থাপনের কার্য এই এক বাবাই তো করবেন, -তাই না! যেহেতু তিনিই হলেন 'হেভেনলি গড ফাদার' অর্থাৎ স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা। বাবা বলেন - আমি প্রতি কল্পেরই শেষে কেবল এই সঙ্গমযুগেই এখানে আসি। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছো, তোমরা এখন স্বনাথে অর্থাৎ রাজায় পরিণত হতে যাচ্ছে। কারণ অনাথ আত্মাদের স্বনাথ বানাতে পারেন কেবল মাত্র এই একজনই বাবা। মানুষ আত্মা অপর মানুষ আত্মাদেরকে কেবল মাত্র অল্প কালেরই সুখ দিতে সক্ষম হয়। যেহেতু এই দুনিয়াটাই হলো দুঃখের দুনিয়া অর্থাৎ দুঃখধাম। এখানে সবাই সর্বদা কেবল গ্রাহি গ্রাহি করতেই থাকে। একদা এই ভারতই ছিল সুখধাম, কিন্তু এখন যা দুঃখধামে পরিণত হয়েছে। যদিও সকল আত্মাই শান্তিধাম থেকে এসেছিলো, কিন্তু এখন তো এই অবিনাশী নাটকের প্রায় শেষ হতে চলেছে। আর এই শরীর তত্ত্বও পুরানো হয়েছে। তাই এখন গৃহস্থ্য ব্যবহারে থেকেও পবিএ অবশ্যই হতে হবে। বাবা বলেন, 'আমি এসেছি তোমাদের জন্য পবিএ স্বর্গ রাজ্য স্থাপনা করতে। যদিও অর্ধকল্প পূর্বেও তা পবিত্র রামরাজ্য হওয়ার কারণে তোমরাও কত পবিএ আত্মা ছিলে, পরের বাকি অর্ধকল্প রাবণ-রূপী বিকারের রাজ্য হওয়ার কারণে তোমরা এমন অপবিত্র হয়েছে। অর্ধেক কল্প থাকে রাম-রাজত্ব, আর বাকী অর্ধ কল্প হয় রাবণের রাজত্ব। *এখন আবার তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ঈশ্বরীয় পিতার (গড ফাদারের) কোলে রয়েছে যেহেতু ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত হয়েছে। পরিবারের দাদা অর্থাৎ গ্রান্ড ফাদার হলেন স্বয়ং শিববাবা আর বাবা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবা। এটাই তোমাদের প্রকৃত পরিচয়।* তোমরা জানো যে, নিরাকার শিববাবা মানুষ (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশের দ্বারা তাকে আধার করে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন! আর সেখানে অবস্থান করেই তিনি সকল আত্মাদের সাথে বসে কথাও বলেন। সেই বাবাকেই আবার রুহানী সার্জনও বলা হয়। যিনি সকল আত্মাদের জ্ঞানের দ্বারা পবিএ হবার ইঞ্জেকশন দিয়ে থাকেন। জগতের মানুষেরা তো বলে 'আত্মা নির্লেপ' অর্থাৎ কোনও গুণ বা অবগুণ আত্মা ধারণ করে না , কিন্তু আত্মা নির্লেপ হবে কিভাবে! কেননা প্রত্যেক আত্মাই তার নিজের নিজের সংস্কারে যুক্ত। আর সেই অনুযায়ী তারা জন্মও নিয়ে থাকে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সম্ভ্রানেরা তোমাদের পরমপিতা

পরমাত্মাকে তো জেনেছো। এক তাঁকেই তোমরা স্মরণ করতে থাকো এবং তাঁকেই পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা হিসাবেও মানো। আবার তাঁর উদ্দেশ্যই বলেও থাকো - * "এক তুমিই হলে এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ পিতা আর তুমিই হলে সেই চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞানের সাগর শিববাবা।" * এই সকল জ্ঞান আত্মাই ধারণ করে। তথাপি সংস্কার অনুযায়ী ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন ও ধারণের মাধ্যমে অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির ক্রম অনুযায়ী তোমরা সত্যযুগের রাজায় পরিণত হবে। বাবার মধ্যেই তো সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানের সংস্কারে পরিপূর্ণ। সেই বাবাই তোমাদেরকেও সেই প্রকারের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে, তোমরা সকল আত্মারাই মূলবতন (পরমধাম) থেকে এসেছো! তাই ব্রহ্মাকে পরমাত্মা বলা যায় না। পরমাত্মা শিববাবা এসে আমাদের যে জ্ঞানের কথা শুনিয়ে থাকেন, তারই নাম রাখা হয়েছে 'গীতা'। বাবা স্বয়ং এসে এই রাজধানী স্থাপন করান। কেননা তিনি ব্যতীত অন্য কেউই এমন সুন্দর রাজধানী স্থাপন করতে পারেন না। এখন আবার সেই রাজধানী স্থাপনার সময় উপস্থিত, অতএব সকল আত্মাকে অবশ্যই পবিএ হতেই হবে। তাই এখন বাবা এসে তোমাদেরকে (বি,কে) জ্ঞানের দ্বারা পবিত্র ও জ্ঞান ধনে ধনী বানাচ্ছেন। ড্রামার সেই চিত্রনাট্যকে জগতের কেউই জানে না। যেহেতু এটা হলো অনাদি অবিনাশী এক ড্রামা। আর সকল আত্মারই তার নিজের নিজের অবিনাশী কর্ম-কর্তব্য অভিনয়ের অংশীদারিও রয়েছে। এমন কি স্বয়ং পরমাত্মারও নিজস্ব কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা আছে এই ড্রামাতে। তাই তিনি সকল আত্মাদের বোঝান যে, *শিব অর্থাৎ কোনও বিশাল আকৃতির লিঙ্গ মোটেই নয়। ওঁনার নিজের তো একটা নামই আছে- 'পরমপিতা পরমাত্মা'। আত্মার প্রকৃত রূপ বা আকৃতি কি প্রকারের ? আত্মা হলো এক চকমক করা তারা, যা জ্যোতি স্বরূপ। তাই বলা হয়, ব্রহ্মকৃটির মাঝখানে চমকানো এক আশ্চর্য প্রকৃতির তারা স্বরূপ। * আত্মা যদিও বা এত ছোটো, অথচ তার মধ্যেই ভরা থাকে কত বিশাল কর্ম-কর্তব্যের এতসব অভিনয়ের পাট। যা খুবই আশ্চর্যের! বাবা জানাচ্ছেন, ওঁনার আত্মাতেও ওঁনার অভিনয়ের ভূমিকা আছে। উনি বলছেন- "ভক্তিমার্গে আমি তোমাদের জন্য কতই না সেবার কার্য করি। কিন্তু বর্তমানের এই সময়ে অর্থাৎ সঙ্গমযুগের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়টাই সবচেয়ে সুন্দর। এই ভাবেই কল্প কল্প ধরে প্রতি কল্পেই তোমাদের এই কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় চলতেই থাকে। আর আত্মাদের তা ধার্য হয়, তাদের পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে।" অবশ্যই যিনি সর্বপ্রথম, তিনি হলেন শিববাবা -সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা। বাবা তাঁর সমস্ত জ্ঞান-রঙ্গই সকল আত্মাদেরকেই বিলিয়ে দিতে চান। তিনি বলেন- বাচ্চারা, বর্তমান এই সময়ে রাজধানীর স্থাপনার কার্য চলছে। তাই সঠিক পদ্ধতিতে পুরুষার্থ করো, যাতে প্রালঙ্কে তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা উচ্চ পদের প্রাপ্তি লাভ করতে পারো এবং বেহদের বাবার দ্বারা বেহদের প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারো। জগৎ-অত্মাকে (মাশ্বাকে) বলা হয় জ্ঞানের দেবী। কিন্তু, তিনি এই জ্ঞান কার থেকে পেয়েছেন - অবশ্যই তা ব্রহ্মার থেকেই। আবার ব্রহ্মাবাবাকে এই জ্ঞান কে দিয়েছেন - যিনি স্বয়ং শিববাবা পরমাত্মা। ব্রহ্মার দ্বারাই আবার সকল ব্রহ্মাকুমার- ব্রহ্মাকুমারীরা এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান লাভ করছে। যার ফল স্বরূপ, এই সকল ব্রাহ্মণ আত্মারা এই যজ্ঞের নিমিত্ত হতে সক্ষম হয়েছে। যাকে বলা হয় রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ। আর এই যজ্ঞের দ্বারাই পুরানো দুনিয়ার যা কিছু আছে তা সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। উৎসব আদি যা কিছু তা সবই অনুষ্ঠিত হয় এই সঙ্গমযুগেই। জগতের মানুষেরা তো শিবরাত্রির বদলে তাকে আবার কৃষ্ণ রাত্রিও বলে থাকে। তাই কৃষ্ণের জন্মকেও তারা রাতেই দেখিয়ে থাকে। যেহেতু, তারা তো শিবরাত্রির প্রকৃত অর্থটাই জানে না। প্রকৃত অর্থে কলিযুগ হল রাত্রি আর সত্যযুগ হলো দিন। রাতে অর্থাৎ এই কলিযুগের শেষে শিববাবা স্বয়ং এসে আবির্ভূত হয়ে, সেই নিশুতি রাতকে উজ্জ্বল-দিন বানিয়ে দেন। (অর্থাৎ সত্যযুগের স্থাপনা করেন।) তাই তাঁর

আবির্ভাবের এই সময়কে বলা হয় 'শিব-জয়ন্তী'। সত্যযুগ ও ত্রেতা হলো বেহদের দিন, আর দ্বাপর ও কলি হলো বেহদের রাত। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা অর্থাৎ শিবশক্তি সৈন্যের ন্যায় এই ভারত-ভূমিকেই স্বর্গে পরিণত করবে। তাই তো তোমরা কতই না গোপনে এই জ্ঞানের পঠন-পাঠন করে চলেছো। যাতে এই যোগবলের দ্বারা স্বর্গ-রাজ্য বনিয়ে তার অধিকারী হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের রাজযোগ খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। যার দ্বারা সহজেই সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব লাভ হয়েছিল। এই যোগবলের দ্বারাই আত্মারা পবিত্র-পাবন হতে পারে। আর তখনই এই জ্ঞানও ধারণ করতে পারে আত্মারা। জগতের লোকেদের তো আত্মা কি, এই সাধারণ জ্ঞানটাই যে নেই। যদিও তা বি.কেদের আছে, তবুও এখনও অনেক মানুষেরই আত্মা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান নেই। পরধামের বাসিন্দা আত্মাদের যদিও এই জ্ঞান আছে ঠিকই, কিন্তু তাদেরও সেই ভাবে পরমাত্মা বা জগতের স্রষ্টার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা নেই। এইসব জ্ঞান একমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরই আছে। তাই তো তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এত উচ্চ-পদের অধিকারী হয়ে এই পবিত্র সেবার মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হয়েছ। পরমপিতা পরমাত্মা এক অলৌকিক পরিব্রাজকের মতো আসেন তোমাদের অর্থাৎ ওঁনার সজ্ঞীদের গোরা পবিত্র বানাতে। এক প্রেমিক পরমাত্মা হলেন এই অলৌকিক পরিব্রাজক আর সকল প্রেমিকা আত্মারাই হলো তাঁর সজ্ঞী। প্রজা হওয়ার জন্য বা মুক্তিধামের বাসিন্দা হওয়ার জন্য তোমরা সকল আত্মারা এক বিশালাকার বরযাত্রী দলের মতন অপেক্ষায় আছো। কখন সাজন রূপ পরমপিতা এসে সকল আত্মাদের শৃঙ্গার করিয়ে নিজধামে নিয়ে যাবেন। তখন সকল আত্মারাই একত্রে মশার ঝাঁকের মতন তাঁর সাথে সাথেই যাবে। *আচ্ছা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন তাঁর নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) *লাইট হাউসের মতন জ্ঞানে পরিপূর্ণ হতে হবে তোমাদের। তোমাদের লক্ষ্য বা দৃষ্টি যেন এমন হয়, এক চোখে শান্তিধাম আর অপর চোখে সুখধাম বিরাজ করে। বর্তমান জগতের এই দুঃখধামকে দেখেও যেন না দেখার ভান করতে হবে।*

২) *বাবার মতো সম্পূর্ণ জ্ঞানে ভরপুর হয়ে, বেহদের পবিত্রতার সুখ অনুভব করার লক্ষ্যে, পুরোপুরি পুরুষার্থ করে যেতে হবে। বাবার থেকে যে অমূল্য জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়েছে, অন্য সকল আত্মাদের মধ্যেও তা বিলিয়ে দিতে হবে।*

বরদান :- *বড় হৃদয়ের সেবার দ্বারা প্রত্যক্ষফল আদায়কারী আত্মা বিশ্ব কল্যানকারী ভব।*

বিস্তার :- যেসকল আত্মা বড় মনের আধারে সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাদের প্রত্যক্ষফলও উচ্চ মানের হয়। যে কোনও কাজই করো, সেটা স্বয়ং করো বা অপরের কার্যে সহযোগী হও, উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ ও উদার মনের অধিকারী হতে হবে। নিজের বা সাথী সহযোগী আত্মাদের প্রতি কখনো সংকীর্ণমনা হবে না। আত্মা উচ্চ মনের অধিকারী হলে, তখন মাটিও সোনা হয়ে যায়, আর দুর্বল আত্মাও শক্তিশালীতে পরিণত হয়, ফলে যে সফলতা অসম্ভব, তাও সম্ভবপর হয়ে যায়। এইজন্য "আমি"

"আমি" -কে অর্থাৎ আমিত্ব ভাবেকে বিসর্জন দিতে পারলেই, উচ্চ মনের আল্লারা অতি সহজেই বিশ্ব কল্যাণকারী হতে পারবে।

স্লোগান :- কারণ-কে নিবারণ বা সমাধানে পরিবর্তন করাই হল শুভ-চিন্তক হওয়া।